উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

COB

সেনসেক্স : ৮৪,৬২৮.১৬ (-১৫০.৬৮)
নিফটি : ২৫,৯৩৬.২০ (-২৯.৮৫)

বাংলা ও বিহারের ভোটার পিকে
একইসঙ্গে বিহার ও পশ্চিমবঙ্গের ভোটার তালিকায় রয়েছে ভোটকুশলী প্রশান্ত কিশোর বা পিকে'র নাম। স্বাভাবিকভাবেই বিহার ভোটের আগে বিষয়টি নিয়ে অস্বস্তিতে নির্বাচন কমিশন। » ৭

অন্ধ্র উপকূলে মন্থা
বঙ্গোপসাগরে গভীর নিম্নচাপটি প্রবল ঘূর্ণিঝড় মন্থা-তে পরিণত হয়ে স্থলভাগের দিকে ধেয়ে এসে আছড়ে পড়ল অন্ধ্রপ্রদেশের কাঁকিনাড়ায়। অতি প্রবল ঘূর্ণিঝড়ে পরিণত হয়েছে এই ক্রান্তীয় ঝড়। » ৭

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

	শিলিগুড়ি	জলপাইগুড়ি	কোচবিহার	আলিপুরদুয়ার
সর্বোচ্চ	৩১°	৩১°	৩০°	২৯°
সর্বনিম্ন	২১°	২১°	২১°	১৯°

সৌরভরা সব আইনের ঊর্ধ্বে ছিল » ১১

১১ কার্তিক ১৪৩২ বুধবার ৫.০০ টাকা 29 October 2025 Wednesday 12 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 46 Issue No. 159

ভোরের সূর্যপ্রণাম

মঙ্গলবার তোর্ষার ঘাটে ছটব্রতীরা। কোচবিহারে ছবিটি তুলেছেন জয়দেব দাস।

কার্বন শুষে নেবে কংক্রিট!

তুফানগঞ্জের তরুণ গবেষক ডঃ মানস সরকার। সতীর্থদের নিয়ে যুগান্তকারী কার্বন ডাইঅক্সাইড শোষণকারী কংক্রিট আবিষ্কার করেছেন তিনি। যা এখন চর্চায় বিশ্বজুড়ে।

উত্তরবঙ্গ সংবাদ স্পেশাল

বাবাই দাস ও সায়নদীপ ভট্টাচার্য

তুফানগঞ্জ, ২৮ অক্টোবর : ভাবুন তো, এমন এক বাড়ি যেখানে দেওয়ালগুলো নিজেরাই বাতাস থেকে কার্বন ডাইঅক্সাইড শুষে নেবে! শুনতে অবিশ্বাস্য লাগলেও, তুফানগঞ্জের এক তরুণ গবেষক সেই 'কল্পনাকেই' বাস্তবে রূপ দিয়েছেন। তাঁর নাম ডঃ মানস সরকার। লস অ্যাঞ্জেলেসের ইউনিভার্সিটি অফ ক্যালিফোর্নিয়ার সিভিল ও এনভায়রনমেন্টাল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে যুগান্তকারী কার্বন ডাইঅক্সাইড শোষণকারী কংক্রিট আবিষ্কার করেছেন তিনি। বর্তমানে তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে নির্মাণসামগ্রী প্রস্তুতকারক শীর্ষস্থানীয় বহুজাতিক সংস্থা জেএইচবিপি ইনকর্পোরেশন-এর ক্যালিফোর্নিয়া শাখায় গবেষক-বিজ্ঞানী হিসেবে কর্মরত। তিনি এমন এক ধরনের ফাইবারভিত্তিক সিমেন্ট তৈরি করেছেন যা সাধারণ কংক্রিটের তুলনায় বহুগুণ বেশি পরিবেশবান্ধব। রাসায়নিক বিক্রিয়ার মাধ্যমে এই সিমেন্ট নিজেই বায়ুমণ্ডল থেকে কার্বন ডাইঅক্সাইড শোষণ করে তাকে স্থায়ী যৌগে রূপান্তরিত করতে সক্ষম। জলবায়ু পরিবর্তনের বিরুদ্ধে এই আবিষ্কার অদূরভবিষ্যতে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলতে পারে বলে মনে করছে বিজ্ঞান মহল।

বাঁদিকে প্রচলিত কংক্রিট এবং ডানদিকে উন্নত কার্বন শোষণকারী কংক্রিট। (ইনসেটে) ডঃ মানস সরকার।

সোমবার ক্যালিফোর্নিয়া থেকে মানস বলেন, 'আমরা চাই, আগামীদিনে প্রতিটি বিল্ডিং শুধু বাসযোগ্যই নয়, পরিবেশেরও বন্ধু হোক। তাই আমাদের লক্ষ্য এমন কিছু উদ্ভাবন করা যা পৃথিবীর জন্য উপকারী হবে। একইসঙ্গে ভবিষ্যতের নির্মাণ হবে টেকসই ও বুদ্ধিমত্তার প্রকাশ। তবে শক্তি আর স্থায়িত্বের সঙ্গে পরিবেশ-দায়বদ্ধতাকে একসঙ্গে মেলতে পারলেই ভবিষ্যতের নির্মাণ সঠিক পথে এগোবে।

এরপর দশের পাতায়

কথায় কথায়

ডিজিটাল প্রচার আর নেই পদ্মের একচেটিয়া

আশিস ঘোষ

সে অনেক দিন আগের কথা। আমাদের ছোটবেলায় ভোট মানে ছিল ঘরে ঘরে পুরোনো খবরের কাগজ জোগাড় করার তোড়জোড়। তখন ভোটের প্রচার হত খবরের কাগজের ওপর লাল রং বা আলতা দিয়ে পোস্টার লিখে। যে যেমন পারতেন, আঁকাবাঁকা হস্তাক্ষরে ভোট দেওয়ার আবেদন জানাতেন। সেইসঙ্গে চলত দেওয়াল লিখন। তখন কমিউনিস্ট পার্টি ছিল সত্যিকারের সর্বহারা। বাড়ি বাড়ি কৌটো নেড়ে চাঁদা তুলে মেটানো হত খরচখরচা। সরকারি দল কংগ্রেসের প্রচারে অবশ্য এপর্ব ছিল না। দেওয়াল লেখার পাশাপাশি ছাপা পোস্টারে টক্কর হত বামেদের সঙ্গে।

এরপর এল লিথোয় ছাপা পোস্টারের যুগ। হাতে লেখা পোস্টারের দিন ফুরিয়ে গেল। দেওয়াল লিখনে নানারকমের ব্যঙ্গ, শ্লেষ- তাও ফুরিয়ে গেল একসময়। শুধু দেওয়াল লেখায় ওস্তাদ ছিলেন কত জন। কী দক্ষতায় লিখতেন, আঁকতেন তাঁরা। একসময় কাজ ফুরোল তাঁদেরও। তার জায়গায় এল অফসেটে ছাপা ঝকঝকে বাহারি পোস্টার। ততদিনে হাল ফিরেছে সব দলেরই। লজঝড়ে সাইকেলের জায়গায় দু'চাকা, চার চাকার সওয়ার হলেন নেতারা।

রেস্ত বাড়তেই খরচ বাড়ল। জেল্লা এল প্রচারে। চোঙা ফুঁকে হাটে-বাজারে গলা ফাটিয়ে মিটিংয়ের সেই যুগ তখন গল্পকথা। চোখের সামনে বদলে গেল আরও কত কী। প্রচারের কায়দা থেকে প্রচারের ভাষা। নেতাদের বডি ল্যাঙ্গুয়েজ, বলার ধরন। এবার ভোটের লড়াইটা আর নিছক মেঠো-ময়দানি নয়, এবার লড়াই হবে ডিজিটালে। সমাজমাধ্যমকে কাজে লাগিয়ে ঘরে ঘরে পৌঁছোনো।

ভোটের অনেক আগে থেকেই তাল ঠুকছে দুই পক্ষ। এতদিন ডিজিটাল লড়াইয়ের বেশিটা ছিল বিজেপির দখলে। বলতে গেলে সেই চোদ্দো সালের পর থেকেই। বলতে গেলে একতরফা প্রচার চালিয়েছে তারা। তাতে কাজ হয়েছে। অফিস খুলে মাইনে করা কাজ জানা লোকদের দিয়ে সংবৎসর

এরপর দশের পাতায়

ডিসানে নার্সিং পড়ে ডিসানেই নার্স! হ্যাঁ, তাই।
90 5171 5171
Desun Nursing School & College
Kolkata | Siliguri
(A Desun Hospital Initiative)

প্রকাশ্যেই বংশীর সমালোচনা জগদীশের

দেবদর্শন চন্দ

কোচবিহার, ২৮ অক্টোবর : কিছুদিন আগে রাসমেলা মাঠে গ্রেটার কোচবিহার পিপলস অ্যাসোসিয়েশনের জনসভা থেকে বংশীবদন বর্মন সরাসরি সুবিধাবাদের তাস খেলেছিলেন। আসন্ন বিধানসভা ভোটকে কেন্দ্র করে রাজ্যের পাশাপাশি কেন্দ্রের সঙ্গেও দরকষাকষি করেছিলেন। যে সুবিধা দেবে তাঁরা তাদের পাশেই আছেন বলে জানিয়েছিলেন। আর তারপর থেকেই বংশীর সঙ্গে তৃণমূলের সখ্য অনেকটাই কমেছে। কোচবিহার জেলা নেতৃত্ব আর আগের মতো তাকে বিশ্বাস করতে পারছে না। মন্ত্রী উদয়ন গুহর সঙ্গে বংশীর আগে থেকেই আদায়-কাঁচকলায় সম্পর্ক।

মঙ্গলবার রাজবংশী ভাষা আকাদেমির অনুষ্ঠানে সাংসদ জগদীশচন্দ্র বর্মা বসুনিয়া প্রকাশ্যে বংশীর সমালোচনা করেন। পাশাপাশি রাজবংশীদের উন্নয়নের কাজ নিয়ে তিনি হরিহর দাসেরও সমালোচনা করেন। তাঁর সোজাসুজি মন্তব্য, 'রাজবংশী ভাষা আকাদেমির বর্তমান ও প্রাক্তন চেয়ারম্যানরা কোনও কাজ না করে শুধু নীলবাতির গাড়ি নিয়ে ঘুরে বেড়ান।' ঘটনাটিকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক মহলে ব্যাপক হইচই শুরু হয়েছে।

দূরত্ব বাড়ছে
- কিছুদিন আগে রাসমেলা মাঠে বংশীবদন বর্মন সরাসরি সুবিধাবাদের তাস খেলেছিলেন
- তারপর থেকেই বংশীর সঙ্গে তৃণমূলের সখ্য অনেকটাই কমেছে
- মঙ্গলবার রাজবংশী ভাষা আকাদেমির অনুষ্ঠানে সাংসদ প্রকাশ্যে বংশীর সমালোচনা করেন
- রাজবংশীদের উন্নয়নের কাজ নিয়ে তিনি সমালোচনা করেন হরিহর দাসেরও

অনুষ্ঠানে জগদীশ বললেন, 'পশ্চিমবঙ্গের সরকার রাজবংশীদের সম্মান দেওয়ার চেষ্টা করে। হরিহরকে রাজবংশী ভাষা আকাদেমির চেয়ারম্যান এবং বংশীবদন বর্মনকে রাজবংশী উন্নয়ন পর্ষদের চেয়ারম্যান বানিয়েছে। ওঁরা যে যখন আসেন শুধু গাড়ি নিয়ে ঘুরে বেড়ান। কিন্তু এতদিনেও রাজবংশী ভাষা আকাদেমির অভিধান সম্পূর্ণ হয়নি। ২০০টি প্রাইমারি স্কুল থাকলেও সেখানে ছেলেমেয়েরা চতুর্থ শ্রেণি পর্যন্ত পড়াশোনার পরে রাজবংশী ভাষা নিয়ে কোথায় পড়বে? তাদের সিলেবাস, বই এসবও তো লাগবে। ওঁরা যদি সেই উদ্যোগ না নেন, তাহলে কে নেবেন?' এ বিষয়ে প্রতিক্রিয়া জানতে বংশীবদনের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি রীতিমতো তেলেবেগুনে জ্বলে ওঠেন, 'রাজবংশী রেজিমেন্ট নিয়ে দীর্ঘদিনের দাবি রয়েছে। সাংসদ সম্প্রতি সংসদে বাঙালি রেজিমেন্টের দাবি জানিয়েছেন। রাজবংশী হয়ে তিনি কেন বাঙালি রেজিমেন্টের দাবি করলেন? তাঁর মুখে রাজবংশী দরদ মানায় না।'

এরপর দশের পাতায়

এনআরসি 'আতঙ্কে' আত্মহত্যা!

চড়া সুরে 'SIR' বিরোধিতা

কলকাতা, ২৮ অক্টোবর : এসআইআর তর্জার অভিমুখই ঘুরিয়ে দিল পানিহাটির আত্মঘাতীর সুইসাইড নোট। যেখানে নিজের মৃত্যুর জন্য এনআরসি-কে দায়ী করে তাঁর বয়ান উদ্ধার হয়েছে। সোমবার মুখ্য নির্বাচন কমিশনারের ঘোষণার পর তৃণমূলের পক্ষ থেকে শুধু বলা হয়েছিল, একজন ভোটারের নাম বাদ গেলেও কমিশনের সদর দপ্তরে ধর্না দেওয়া হবে। কিন্তু পানিহাটিতে একজনের আত্মহত্যার পর তৃণমূলের এসআইআর বিরোধী সুর সপ্তমে চড়ে গেল।

পাল্লা দিয়ে শুধু নির্বাচন কমিশন নয়, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা'র কঠোর ভাষায় সমালোচনা করলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। বাংলার মুখ্যমন্ত্রীর ভাষায়, 'আমি কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে দাবি জানাচ্ছি, এই নির্মম খেলা চিরতরে বন্ধ হোক। বাংলা কখনও এনআরসি অনুমোদন করবে না। কাউকে আমাদের জনগণের মর্যাদা বা স্বত্ব কেড়ে নিতে দেব না।'

আরেক ধাপ এগিয়ে তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'এই মৃত্যুর দায় তো অমিত শা ও জ্ঞানেশ কুমারের। তাহলে তাঁদের বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করা হবে না কেন?' তিনি প্রশ্ন করেন, 'আর কত রক্ত চান জ্ঞানেশ কুমার? আর কত রক্ত চান অমিত শা।' উত্তর ২৪ পরগনার পানিহাটিতে আত্মঘাতীর নাম প্রদীপ কর (৫৭)। ব্যারাকপুরের পুলিশ কমিশনার মুরলীধর জানান, সোমবার এসআইআর ঘোষণার পর থেকে প্রদীপ অস্থির হয়ে উঠেছিলেন বলে তাঁর পরিবারের দাবি।

পুলিশ কমিশনারের কথায়, 'বাড়ির লোক ভেবেছিলেন যে উনি অসুস্থ হয়েছেন।

এরপর দশের পাতায়

"উনি লিখে গিয়েছেন, আমার মৃত্যুর জন্য এনআরসি দায়ী। বিজেপির ভয় ও বিভাজনের রাজনীতির এর চেয়ে বড় প্রমাণ আর কী হতে পারে!"

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

"এখন কোথা থেকে এনআরসি আতঙ্ক এল? মৃতের পরিবারের কেউ এরকম বলে থাকলে সেটা রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত কি না, দেখতে হবে।"

শমীক ভট্টাচার্য

বিজেপি নেতার বাড়ির সামনে তাণ্ডব

বোমাবাজিতে অভিযুক্ত মন্ত্রী-পুত্র

প্রসেনজিৎ সাহা

দিনহাটা, ২৮ অক্টোবর : এবার সরাসরি বোমাবাজির অভিযোগ উঠল মন্ত্রী-পুত্র সায়ন্তন গুহর বিরুদ্ধে। এই অভিযোগ তুলেছেন বিজেপির কোচবিহার জেলা কমিটির সম্পাদক অজয় রায়। তাঁর অভিযোগ, সোমবার রাত ১১টা নাগাদ সায়ন্তন অপ্রকৃতিস্থ অবস্থায় তৃণমূলের দুষ্কৃতীদের সঙ্গে নিয়ে তাঁর বাড়িতে বোমাবাজি করেন। অজয় তাঁর বাড়ির সামনের বেশ কয়েকটি সিসিটিভি ফুটেজ প্রকাশ করেছেন (যার সত্যতা যাচাই করেনি উত্তরবঙ্গ সংবাদ)। সেখানে দেখা যাচ্ছে, মন্ত্রী-পুত্র সায়ন্তন ও বেশ কয়েকজন তরুণ অজয়ের বাড়ির সামনে দিয়ে যাচ্ছিলেন। হঠাৎই রাস্তায় আলোর ঝলক ও বিকট শব্দ শোনা যায়। স্থানীয়দের সকলে এদিক-ওদিক ছুটে পালাতে থাকেন। সেসময় ওই রাস্তা দিয়ে যাতায়াতকারী একাধিক বাইকচালক এমন ঘটনায় হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে পড়েন। ভিড়ের মধ্যে থেকে এক ব্যক্তিকে বিজেপি নেতার বাড়ির গেটে পরপর লাথি মারতে দেখা যায়।

বিরোধের বারুদ
- অজয়ের বাড়ির সামনে সায়ন্তন ও তাঁর সঙ্গীরা বোমাবাজি করেন বলে অভিযোগ
- সায়ন্তনের দাবি, তাঁর সঙ্গী কয়েকজন বাজি ফাটিয়েছিলেন
- কয়েকটি চকোলেট বোম ও কালীপটকা ফাটানো হতে পারে, মনে করছেন তিনি

প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী নিশীথ প্রামাণিক বলেছেন, 'যেভাবে প্রকাশ্যে বোমাবাজি করা হয়েছে তা অত্যন্ত নিন্দনীয়। আমরা এনআইএ তদন্তের দাবি করছি। আমরা উচ্চ আদালতেও যাব।'

যদিও সায়ন্তনের বক্তব্য, 'গতকাল রাতে বিজেপি নেতার দুটি বাড়ি পরেই আমাদের শহর ব্লক যুব সভাপতি পার্থ সাহার বাড়িতে চায়ের আয়োজন ছিল সকলের জন্য। সেখান থেকে চা খেয়ে আমরা সকলেই বাড়ি ফিরছিলাম। ঠিক এরকম মুহূর্তে আমাদেরই কয়েকজন ছেলে মজার ছলে স্কাইশট ফাটায় রাস্তায়। সেখানে দু-একটা কালীপটকা ও চকোলেট বোমও থাকতে পারে। এর বাইরে কিছু হয়নি। পুরোটাই হয়েছে ওই বিজেপি নেতার বাড়ি থেকে দূরে অন্য একটি বাড়ির সামনে। তাই তাঁর বাড়িতে বোমাবাজি হয়েছে বলে যে অভিযোগ করছেন ওই বিজেপি নেতা, তার সপক্ষে কোনও প্রমাণ তিনি দিতে পারবেন না।

এরপর দশের পাতায়

ফের বদলি স্থগিত প্রশান্তর

পূর্ণেন্দু সরকার

জলপাইগুড়ি, ২৮ অক্টোবর : নবান্ন থেকে নির্দেশিকা জারির ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ফের স্থগিত হয়ে গেল রাজগঞ্জের বিডিও প্রশান্ত বর্মনের বদলি। সোমবার নবান্নের এক নির্দেশে উত্তরবঙ্গের একাধিক প্রশাসনিক কর্তার বদলির নির্দেশ জারি হয়েছিল। তাঁদের মধ্যে রাজগঞ্জের বিডিও প্রশান্ত বর্মনকে উত্তর দিনাজপুরের ডিএমডিসি পদে বদলি করা হয়েছিল। কিন্তু মঙ্গলবার নতুন নির্দেশিকায় তাঁর বদলি স্থগিত করে দেওয়া হয়েছে। বিষয়টি নিয়ে বিজেপি তীব্র ভাষায় রাজ্যের শাসকদলকে আক্রমণ করলেও তৃণমূল কোনও বিতর্কে যেতে চাইছে না। তাঁর বদলি রদ নিয়ে প্রতিক্রিয়া জানতে ফোন করা হলেও প্রশান্ত ফোন ধরেননি।

কালচিনির বিডিও থাকাকালীন খবরের শিরোনামে আসেন প্রশান্ত। ২০১৮-র ডব্লিউবিসিএস ব্যাচের এই আধিকারিক প্রশাসনিক স্তরে 'অত্যন্ত প্রভাবশালী' বলেই পরিচিত। এর আগেও রাজগঞ্জ থেকে তাঁকে নাগরাকাটা ও দার্জিলিংয়ের রংলি রংলিয়টে বদলি করার কয়েক ঘণ্টার মধ্যে সেই নির্দেশ রদ হয়ে গিয়েছিল। এবারও তিনি কতটা প্রভাবশালী তার প্রমাণ মিলল মঙ্গলবার। রাজগঞ্জের বিডিও পদেই বহাল থাকলেন প্রশান্ত।

জেলা বিজেপির প্রাক্তন সভাপতি ও রাজ্য কমিটির সদস্য বাপি গোস্বামী বলছেন, 'কলকাতায় সঠিক জায়গামতো দক্ষিণা পৌঁছে দিতে পারলে অনেককিছুই আটকানো সম্ভব। রাজগঞ্জের বিডিওর বদলি রদের ক্ষেত্রেও তাই ঘটছে।'

নিজের বিধানসভা ডাবগ্রাম-ফুলবাড়িতে আজ পর্যন্ত একটিও প্রশাসনিক বৈঠক ডাকেননি বিডিও, এমনই অভিযোগ এখানকার বিজেপি বিধায়ক শিখা চট্টোপাধ্যায়ের। তাঁর বক্তব্য, 'আসলে তৃণমূল থেকে বিডিওকে স্পেশাল ক্যাডার হিসেবেই এখানে রাখা হয়েছে। *এরপর দশের পাতায়*

ইমারতে চাপা পড়ছে গৌরবের ইতিহাস

সালটা ১৮৭৪। গজলডোবায় গড়ে উঠেছিল ডুয়ার্সের প্রথম চা বাগান। তিস্তার গ্রাসে সেই চা বাগান এখন আর নেই। কিন্তু রয়ে গিয়েছে দীর্ঘ ১৫০ বছরের স্মৃতি। এতগুলো বছর পেরিয়ে এসে কোথায় দাঁড়িয়ে চা শিল্প? সুলুকসন্ধানে উত্তরবঙ্গ সংবাদ। আজ শেষ পর্ব।

১৫০ পেরিয়ে ডুয়ার্স চা

শুভঙ্কর চক্রবর্তী

ভোরের ডুয়ার্স, শাল, সেগুন আর পাহাড়ি বাতাসে ভেসে আসা চায়ের গন্ধ; কুয়াশায় ঢাকা নীল আকাশের তলায় বিস্তীর্ণ এলাকাজুড়ে সবুজ চা গাছ- আর কতদিন এই ছবি দেখা যাবে?

সবুজ বাগানের মাঝে রিসর্ট, ক্যাফের রঙিন হোর্ডিং বাড়ছে। চায়ের সুগন্ধে একদা জেগে উঠেছিল ডুয়ার্সের অর্থনীতি, সংস্কৃতি, এমনকি এক বিশেষ জীবনযাপন। সেই বাতাসে এখন কংক্রিট আর প্রোমোটারদের মুনাফার গন্ধ।

ডুয়ার্সের হিমালয় ঘেঁষা চা বাগানের সবুজ ইতিহাস দেড়শো বছরের। কিন্তু ইতিহাস দিয়ে কি আর পেট ভরে, নাকি প্রোমোটারদের লোভ মেটে? চা শিল্প দীর্ঘদিন ধরেই এক অদ্ভুত অর্থনৈতিক সংকটে ভুগছে- যার নাম 'কম মুনাফা'। যদিও মালিকপক্ষ বারবারেই বলার চেষ্টা করে, পুরোটাই নাকি একটা লোকসানি ব্যবসা।

এই যখন অবস্থা, তখন কেউ একজন আবিষ্কার করলেন এক জাদুকরি মন্ত্র: 'টি ট্যুরিজম'! এর আসল নাম, যা কেউ মুখ ফুটে বলে না, তা হল- 'টি রিয়েল এস্টেট।' তাহলে ১৫০ বছরের গৌরব? ওটা তো কফি টেবিলে রাখা অ্যান্টিক মাত্র!

কাজের ফাঁকে ভুবনভোলানো হাসি। ডুয়ার্সের এক বাগানে।

আসলে, চা বাগান মানেই সরকারের কাছ থেকে ইজারা নেওয়া করমুক্ত বিস্তীর্ণ খাসজমি। মালিকরা এতদিন ধরে সেই জমিকে 'চা বাগান' হিসেবে দেখতেন। কিন্তু চা চাষ গুলে খাওয়া এবং চা দরদি মালিকদের হাত থেকে যখন বাগানের কর্তৃত্ব চা চাষ সম্পর্কে অজ্ঞ এবং শুধুই মুনাফালোভী মালিকদের হাতে যাওয়া শুরু হল তখন থেকেই আরম্ভ হয় সর্বনাশ। সেই মালিকরা বুঝেছেন, বাগানের জমি আসলে অব্যবহৃত 'ল্যান্ড ব্যাংক'। তাই যখন সরকার প্রথমবার মালিকদের ১৫০ একর পর্যন্ত জমির ১৫ শতাংশ অ-চা সংক্রান্ত ব্যবসার জন্য ব্যবহারের অনুমতি দিল, সেই সময় থেকেই খেলার শুরু হয়। আর যখন সেই সীমা বাড়িয়ে ৩০ শতাংশ করা হল তখন তো মালিকদের হৃদয়ে উৎসবের ঘণ্টা বেজে উঠেছিল।

এরপর দশের পাতায়

IN THE LOVING MEMORY OF

MAYA SEN

1945-2025

With Profound grief we inform you the sad demise of our beloved mother

Fondly remembered by:-
Husband: Sailendranath Sen
Children: Shyama Sen, Santa Roy, Shankar Prasad Sen, Pankaj Kumar Sen

Rupashi Bangla Restaurant, Fatapukur, Jalpaiguri, Pin- 735134
Beleys's Furniture House, Fatapukur
Titan Eyeplus, Mokdumpur, Malda
Titan Eyeplus, Station Road, Malda
Titan Eyeplus, Khadimpur, Balurghat
World of Titan, Khadimpur, Balurghat

আমার উত্তরবঙ্গ

ফুটবল টুর্নামেন্ট

বালুরঘাট, ২৮ অক্টোবর : ক্লাবের ১২৫তম বর্ষে তরুণ সমাজকে মোবাইল ফোনের স্ক্রিনের আসক্তি ভেঙে মাঠে ফেরার ডাক দিল ১৯০১ সালে প্রতিষ্ঠিত বালুরঘাটের ঐতিহ্যবাহী টাউন ক্লাব। এই বার্তা দিতে বুধবার থেকে একটি আন্তঃজেলা ফুটবল টুর্নামেন্টের আয়োজন করা হয়েছে। ২৯ অক্টোবর শুরু হয়ে ২ নভেম্বর পর্যন্ত এই টুর্নামেন্ট চলবে। মঙ্গলবার ক্লাবের তরফে সাংবাদিক বৈঠক করে ট্রফি এবং টুর্নামেন্টের সূচি প্রকাশ করা হয়। বুধবার থেকে শুরু এই দিবারাত্রি নক আউট ফুটবল টুর্নামেন্ট হবে ক্লাবের নিজস্ব মাঠেই। দক্ষিণ দিনাজপুরের পাশাপাশি উত্তর দিনাজপুর, কালিম্পং, পশ্চিম বর্ধমান, কলকাতা সহ মোট আটটি দল প্রতিযোগিতায় অংশ নেবে। চ্যাম্পিয়ন দল এক লক্ষ পঁচিশ হাজার টাকা ও ট্রফি পাবে। রানার্স পাবে ট্রফি এবং ১ লক্ষ টাকা।

টি বোর্ডকে ই-মেল ক্ষুদ্র চা চাষি সংগঠনের

২৫ ডিসেম্বর থেকে উৎপাদন বন্ধের দাবি

শুভজিৎ দত্ত

নাগরাকাটা, ২৮ অক্টোবর : চলতি বছরে শীতের মরশুম উপলক্ষ্যে চা উৎপাদন কবে বন্ধ করতে হবে, সেই দিনক্ষণের কথা ঘোষণা করেনি টি বোর্ড। ফলে ধন্দ তৈরি হয়েছে চা মহলে। কনফেডারেশন অফ ইন্ডিয়ান স্মল টি গ্রোয়ার্স অ্যাসোসিয়েশন (সিস্টা) চাইছে, বদলে যাওয়া জলবায়ুর কারণে এবার উত্তরবঙ্গের ক্ষেত্রে ২৫ ও অসমের ক্ষেত্রে ২০ ডিসেম্বর থেকে উৎপাদন বন্ধ করার নির্দেশিকা জারি করা হোক। এই দাবিতে মঙ্গলবার সংগঠনের তরফে টি বোর্ডের ডেপুটি চেয়ারপার্সনের কাছে ই-মেল পাঠানো হয়েছে। সিস্টার সভাপতি বিজয়গোপাল চক্রবর্তী বলেন, 'প্রতিবার দেড় থেকে দু'মাস আগেই শীতের উৎপাদন বন্ধের তারিখ টি বোর্ড জানিয়ে দেয়। এতে ক্ষুদ্র চা চাষি সহ বাগানগুলির ভবিষ্যতের পরিকল্পনা তৈরি করে রাখার পথটি সহজ হয়ে ওঠে। এবার এখনও সেই তারিখ জানানো হয়নি। আমরা চাইছি উত্তরবঙ্গ ও অসমের ক্ষেত্রে যথাক্রমে ২৫ ও ২০ ডিসেম্বরকে শীতের মরশুমের উৎপাদন বন্ধ করার দিন হিসেবে ধার্য হোক।'

ডুয়ার্সের একটি চা বাগানে পাতা ওজনের অপেক্ষায় শ্রমিকরা। মঙ্গলবার।

সংশ্লিষ্ট সূত্রেই জানা গিয়েছে, গত ৮ বছর ধরে টি বোর্ড শীতকালীন উৎপাদন বন্ধ নিয়ে নির্দেশিকা জারি করে আসছে। শেষ ৬ বছরের (২০১৮-২০২৩) তথ্য অনুযায়ী ওই তারিখ ডুয়ার্স-তরাই'এর চা বাগানগুলির জন্য ছিল যথাক্রমে ১৫, ১৯, ১৯, ১৮, ১৭ এবং ২৩ ডিসেম্বর। তবে গত বছর হঠাৎ করে সময় এগিয়ে এনে ৩০ নভেম্বর করা হয়। এর ফলে বাগানগুলি বিপুল আর্থিক ক্ষতির শিকার হয় এবং বিস্তর হইচই হয়। সিস্টা'র বক্তব্য, জলবায়ুর পরিবর্তনের কারণে এখন ডিসেম্বর মাসজুড়ে ভালো মানের কাঁচা পাতা মেলে। যে কারণে আগেভাগেই উৎপাদন বন্ধ করে দেওয়া হলে ওই পাতা বিক্রি করা বা সেগুলি থেকে ফ্যাক্টরিতে উৎপাদনের আর কোনও রাস্তা থাকে না। উৎকৃষ্ট মানের কাঁচা পাতাও প্রুনিং বা ছাঁটাই করে ফেলে দিতে হয়।

টি বোর্ডের কাছে পাঠানো ই-মেলে সিস্টা'র পক্ষ থেকে উৎপাদন বন্ধ করার শেষ দিনের নির্দেশিকা ঘোষণা করা না হলে উত্তরবঙ্গের বটলিফ ফ্যাক্টরিগুলির একাংশ অসম থেকে চা বর্জ্য কিনে নিকৃষ্ট মানের চা তৈরি করতে পারে বলে এমন আশঙ্কার কথাও জানানো হয়েছে। সমস্ত চা বর্জ্য যাতে ফ্যাক্টরিতেই নষ্ট করে ফেলা হয়, এমন পদক্ষেপও টি বোর্ডের কাছে চাইছে সিস্টা। ওয়েস্ট বেঙ্গল ইউনাইটেড ফোরাম অফ স্মল টি গ্রোয়ার্স অ্যাসোসিয়েশন-এর সম্পাদক রজত রায় কার্জি বলেন, 'মরশুম শেষ করার দিন জানিয়ে নির্দেশিকার পাশাপাশি কবে থেকে নতুন বছরে ফার্স্ট ফ্লাশের নয়া মরশুম চালু হবে সেকথাও আগেভাগে জানিয়ে দেওয়া অত্যন্ত জরুরি।'

উল্লেখ্য, চলতি বছর উৎপাদন চালু হয়েছিল ১০ ফেব্রুয়ারি থেকে।

অফিস ভবন এবং রেস্ট হাউস মেরামত, রক্ষণাবেক্ষণ

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. ডিওয়াই.সিই-কন-১/কেআইআর/অক্টোবর/২০২৫/০১, তারিখঃ ২৪-১০-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্য অভিজ্ঞ ও প্রতিষ্ঠিত ঠিকাদার/ফার্মের কাছ থেকে ই-টেন্ডারিং পদ্ধতির মাধ্যমে মুক্ত টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। ক্র.নং.১: টেন্ডার নং. ডিওয়াইসিই-কন-১/কেআইআর/ওআরএইচএম-২০২৫। কাজের নামঃ কাটিহারে ডিওয়াই. সিই/কন-১/কাটিহারের অধীনে অফিস ভবন এবং রেস্ট হাউসের মেরামত, রক্ষণাবেক্ষণ (ম্যানিং, পরিষ্কার, বাগান ইত্যাদি) জন্য ১৮ মাস সময়ের জন্য রাঁধুনি, কেয়ারটেকার, মালী ইত্যাদির ব্যবস্থা করা, লিনেন (পর্দা, বিছানা চাদর, কম্বল ইত্যাদি) ধোয়া ব্যবহার্য জিনিসপত্র (ফ্লোর ক্লিনার, ঝাড়ু, হ্যান্ডওয়াশ, সাবান, রুম ফ্রেশনার ইত্যাদি) ব্যবস্থা করা এবং রিফাণিং টাটা স্কাই রিচার্জ এবং অন্যান্য সংযুক্ত কার্যক্রম। আনুমানিক মূল্যঃ ৭২,০৬,০৫০.১০ টাকা, বায়নার ধনঃ ১,৪৪,১০০.০০ টাকা। ই-টেন্ডার বন্ধ হবে ১৮-১১-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায়। বিশদ বিবরণের জন্য অনুগ্রহ করে www.ireps.gov.in দেখুন।

ডেপুটি চিফ ইঞ্জিনিয়ার/কন-১/কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
(নির্মাণ সংস্থা)
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

বার্ষিক রক্ষণাবেক্ষণ চুক্তি

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নংঃ ইএল/২৯/৩৩_২০২৫/কে/৮৮৮, তারিখঃ ২৪-১০-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছেঃ টেন্ডার নংঃ ৩৩_২০২৫, কাজের নামঃ কাটিহার ডিভিশনে- কাটিহার (কেআইআর), নিউ জলপাইগুড়ি (এনজেপি), কিষাণগঞ্জ (কেএনই) এবং বালুরঘাট (বিএলজিটি) -এ প্রাথমিক রক্ষণাবেক্ষণ ডিপোতে এলএইচবি এসি কোচ এবং এসজিএসি কোচগুলিতে রুফ মাউন্টেড প্যাকেজ ইউনিট (আরএমপিইউ)-এর ২ বছরের জন্য বার্ষিক রক্ষণাবেক্ষণ চুক্তি (এএমসি)। টেন্ডার মূল্যঃ ৮,৭৪,৯৫,০৩৯.৫০ টাকা; বায়নার ধনঃ ৫,৮৭,৫০০.০০ টাকা। ই-টেন্ডার বন্ধ হবে ১৪-১১-২০২৫ তারিখের ১৫:০০ ঘণ্টায় এবং খুলবে ১৪-১১-২০২৫ তারিখের ১৫:৩০ ঘণ্টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য http://www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

সিনি. ডিইই/জি অ্যান্ড সিএইচজি./কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

দিল্লি রওনার আগে সাংসদ খগেন মুর্মু। মঙ্গলবার মালদার টাউন স্টেশনে।

দিল্লি গেলেন অসুস্থ খগেন

মালদা, ২৮ অক্টোবর : মঙ্গলবার দুপুর ৩টায় তেজস রাজধানী এক্সপ্রেসে চেপে মালদার টাউন স্টেশন থেকে দিল্লি রওনা দিলেন উত্তর মালদা সাংসদ খগেন মুর্মু। তাঁর সঙ্গে ছিলেন স্ত্রী মঞ্জু কিস্কু ও মেয়ে সহ নিরাপত্তারক্ষী বাহিনী। সাংসদকে স্টেশনে ছাড়তে এসেছিলেন বিজেপির নেতা-কর্মীরা। সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে খগেন ইশারায় শুধু জানান, কথা বলতে তাঁর খুব কষ্ট হচ্ছে। তবে তাঁর স্ত্রী জানান, দিল্লি স্টেশনে তাঁদের জন্য উপস্থিত থাকবে কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব। তাঁরাই ঠিক করবেন এইমসের চিকিৎসকরা কবে দেখবেন। আপাতত তাঁকে আগামী ছয় সপ্তাহ বিশ্রামে থাকার নির্দেশ দিয়েছেন শিলিগুড়ির চিকিৎসকরা।

e-Tender

Abridge Copy of e-Tender being invited by the Executive Engineer, WBSRDA, Alipurduar Division **vide e-NIT No-12/APD/WBSRDA/RR/2025-26, Dated- 25-10-2025** Details may be seen in the state govt. portal https://wbtenders.gov.in, www.wbprd.nic.in & office notice board.

Sd/-
EE/WBSRDA/APD DIV.

পূর্ব রেলওয়ে

ই-নিলাম বিজ্ঞপ্তি

সিনিয়র ডিভিসনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, মালদা, মালদা টাউন অফিস বিল্ডিং, ডাকঘর - ঝলঝলিয়া, জেলা-মালদা, পিন - ৭৩২১০২ (পশ্চিমবঙ্গ) (নিলাম পরিচালনাকারী আধিকারিক) কর্তৃক মালদা ডিভিসনের বিভিন্ন রেলওয়ে স্টেশনে আরামদায়ক চেয়ার, ওষুধের দোকান এবং সেলুন কিয়স্ক-এর চুক্তিবদ্ধ বণ্টনের জন্য www.ireps.gov.in -এ ই-নিলাম ক্যাটালগ প্রকাশ করা হয়েছে। অকশন ক্যাটালগ নং. ঃ এমআইএসসি-স্ট্যাটিক-১১; নিলাম শুরুর তারিখ ও সময়ঃ ১০.১১.২০২৫ তারিখ সকাল ১১টা ৪৫ মিনিটে। মালদা ডিভিসনে বিভিন্ন স্টেশনে আরামদায়ক চেয়ার, ওষুধের দোকান এবং সেলুন কিয়স্ক। এসইকিউ নং; লট নং./বিবরণ এবং স্টেশন সমূহ নিম্নরূপ ঃ এএ/১; এমএসএস-এমএলডিটি-বিজিপি-এমএসিএইচআর-৩৪-২৫-১; স্টেশন ঃ ভাগলপুর; এএ/২; এমএসএস-এমএলডিটি-এমএলডিটি-এমএসিএইচআর-৫৬-২৫-১; স্টেশন ঃ মালদা টাউন; এএ/৩; এমএসএস-এমএলডিটি-পিপিটি-এমএসিএইচআর-৪৬-২৫-১; স্টেশন ঃ পীরপৈন্তী; এবি/১; এমএসএস-এমএলডিটি-বিইউপি-এমইডিএসটিএন-২২-২৫-২; স্টেশন ঃ বরিয়ারপুর; এবি/২; এমএসএস-এমএলডিটি-এসজিজি-এমইডিএসটিএন-২০-২৫-২; স্টেশন ঃ সুলতানগঞ্জ; এবি/৩; এমএসএস-এমএলডিটি-এইচএসডিএ-এমইডিএসটিএন-১৭-২৫-২; স্টেশন ঃ হাঁসডিহা; এবি/৪; এমএসএস-এমএলডিটি-এনআইএলই-এমইডিএসটিএন-১৮-২৫-২; স্টেশন ঃ নিমতিতা; এসি/১; এমএসএস-এমএলডিটি-এমএলডিটি-এসএস- ৫৫- ২৫-১; স্টেশন ঃ মালদা টাউন; এসি/২; এমএসএস-এমএলডিটি-পিপিটি-এসএস- ৪৯- ২৫-১; স্টেশন ঃ পীরপৈন্তী; সম্ভাব্য দরপ্রস্তাবদাতাদের আরও বিশদ জানতে আইআরইপিএস-এর ই-অকশন লিজিং মডিউল দেখতে অনুরোধ করা হচ্ছে। (MLD-207/2025-26)

ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এ টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে
আমাদের অনুসরণ করুন @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

কাটিহার মণ্ডলে পার্কিং স্ট্যান্ড ঠিকা প্রদানের জন্যে ই-নিলাম

কাটিহার মণ্ডলের পার্কিং স্ট্যান্ডের ঠিকা প্রদানের জন্যে ই-নিলাম। রেট ইউনিটঃ বার্ষিক অনুজ্ঞাপত্র প্রদানের শুল্ক। ট্রিপস/দিনঃ ১০৯৬।

অকশন ক্যাটালগ সংখ্যা. সি-পার্কিং-পিআরএনএ-

এসইকিউ সংখ্যা.	এলওটি সংখ্যা./শ্রেণী	বিবরণ
এএ/১	পার্কিং-কেআইআর-বিওআরএ-এমএল-১৪০-২৫-২ (পার্কিং-মিক্সড)	কাটিহার মণ্ডলের বাগডোগরা স্টেশনে দুই চাকাযুক্ত, তিন চাকাযুক্ত এবং চার চাকাযুক্ত বাহনের জন্যে পার্কিং লট
এএ/২	পার্কিং-কেআইআর-ইকেআই-এমএল-১০৩-২৫-১ (পার্কিং-মিক্সড)	কাটিহার মণ্ডলের একলাখী স্টেশনে দুই চাকাযুক্ত, তিন চাকাযুক্ত এবং চার চাকাযুক্ত বাহনের জন্যে পার্কিং লট
এএ/৩	পার্কিং-কেআইআর-কেএনই-এমএল-১০৫-২৫-১ (পার্কিং-মিক্সড)	কাটিহার মণ্ডলের কিশনগঞ্জ/পিআরএস দিশায় দুই চাকাযুক্ত এবং চার চাকাযুক্ত (ব্যক্তিগত বাহন) বাহনের জন্যে পার্কিং লট
এএ/৪	পার্কিং-কেআইআর-পিআরএনএ-এমএল-১৪৩-২৫-১ (পার্কিং-মিক্সড)	কাটিহার মণ্ডলের পূর্ণিয়া স্টেশনে দুই চাকাযুক্ত এবং চার চাকাযুক্ত (কার) বাহনের জন্যে পার্কিং লট
এএ/৫	পার্কিং-কেআইআর-এআরআর-এমএল-১১১-২৫-১ (পার্কিং-মিক্সড)	কাটিহার মণ্ডলের আররিয়া স্টেশনে চতুর্দিকের এলাকায় দুই চাকাযুক্ত এবং চার চাকাযুক্ত (ব্যক্তিগত বাহন) বাহনের জন্যে পার্কিং লট
এএ/৬	পার্কিং-কেআইআর-এমএলএফসি-এমএল-১৪১-২৫-৩ (পার্কিং-মিক্সড)	কাটিহার মণ্ডলের মালদা কোর্ট স্টেশনে দুই চাকাযুক্ত এবং চার চাকাযুক্ত (কার) বাহনের জন্যে পার্কিং লট
এএ/৭	পার্কিং-কেআইআর-বিএনডিপি-এমএল-১৪২-২৫-১ (পার্কিং-মিক্সড)	কাটিহার মণ্ডলের বুনিয়াদপুর স্টেশনে দুই চাকাযুক্ত এবং চার চাকাযুক্ত (ব্যক্তিগত বাহন) বাহনের জন্যে পার্কিং লট
এবি/১	পার্কিং-কেআইআর-এনজেপি-পিসিসিভি-১৪৪-২৫-১ (পার্কিং -প্যাসেঞ্জার ক্যারিং কমার্শিয়াল ভেহিকল)	কেবল নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশনে - গুডস শেড এলাকায় ট্রাক পার্কিং
এবি/২	পার্কিং-কেআইআর-এমএলএফসি-পিসিসিভি-১৫১-২৫-১ (পার্কিং -প্যাসেঞ্জার ক্যারিং কমার্শিয়াল ভেহিকল)	মালদা কোর্টে তিন চাকাযুক্ত, চার চাকাযুক্ত (ট্যাক্সি) এবং ট্রাক/বাসের পার্কিং সুবিধা

নিলাম প্রারম্ভ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ ০৭-১১-২০২৫ তারিখে ১০.৩০ ঘণ্টায় এবং বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ ১২.২০ ঘণ্টায়। প্রত্যাশিত ডাককর্তাগণকে আইআরইপিএস ওয়েবসাইট www.ireps.gov.in এ ই-নিলাম লীজিং মডিউল অবলোকন করার জন্য অনুরোধ করা হল।

মণ্ডল রেলওয়ে প্রবন্ধক (সি), কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

বিক্রয়

পুণ্ডিবাড়ি, তালতলা বাজারে (হাইরোড সংলগ্ন) ৪.৫ কাঠা জমি বিক্রি হবে। যোগাযোগ নং - 8016263876. (B/S)

•

Land for sale 2 katha East Bibekananda Polly, Ward No. 38, Siliguri. (M. Cor.) Con : 8101414416. (C/118852)

•

শিলিগুড়ির বউবাজার শান্তিনগর ডাবগ্রামের মেইন রোডের উপর তিন কাঠা জমি বিক্রয় হইবে। যোগাযোগ- 9932355410/ 9775912118.(D/S)

কর্মখালি

শিলিগুড়ি ঝংকার মোড়ে অফিসিয়াল কাজের জন্য গার্ড লাগবে। দিনে ডিউটি ১০ ঘণ্টা, বেতন ১০,০০০/-, ছুটি আছে। M : 8617036234. (C/118853)

•

Katamari B.K. Nursery স্কুলের জন্য অভিজ্ঞ শিক্ষক চাই। কোচবিহার। (M) 9851789290. (C/118162)

•

গার্ড, সুপারভাইজার চাই ফ্যাক্টরির জন্য। থাকা ফ্রি, খাওয়া মেস, মাসে ছুটি সহ 13,500/- স্যালারি। M: 8653609553, 8509827671. (C/118385)

•

Aquaguard-এ M/F Advisor চাই। বেতন + কমিশন। ইন্টারভিউ ঃ- জলপাইগুড়ি-30.10.25, শিলিগুড়ি-31.10.25, যোগাযোগ - 9046200191. (C/118854)

ভর্তি

RCI অনুমোদিত D.Ed(SPL Edu) কোর্সে ভর্তির শেষ তারিখ 30/10/2025. M- 9832501977/ 9233424101. শিলিগুড়ি।

অ্যাফিডেভিট

I Sumana Dhar, W/o. Manoj Guha, D/o. Lt. Kanoj kanti Dhar, Birpara Old Bus Stand, P.O. & P.S. Birpara, Dt. Alipurduar do hereby declare that my name as per Passport, Aadhar, Pan Card has been recorded as Sumana Dhar. However, in voter list of 2002 my name was recorded as Sumana Guha. I swear and declare that Sumana Guha and Sumana Dhar is the same and one identical person verified by the Alipurduar LD. 1st class JM court Affidavit on 27.10.25. (C/118851)

•

আমার আধার কার্ড নং 7152 6861 9612 আমার নাম এবং বাবার নাম ভুল থাকায় গত 28-10-25, নোটারি পাবলিক সদর কোচবিহার পঃবঃ অ্যাফিডেভিট দ্বারা আমি Bahadur Miah এবং Bahar Miya, বাবা Fayejuddin Miah এবং Fajar Uddin Miya এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলাম। অন্দরান সিঙ্গিমারী, সিঙ্গিমারী, দিনহাটা, কোচবিহার, পিন- 736135. (C/118166)

•

আধার কার্ড নং 8869 4081 8260 ভোটার ID কার্ড নং WII2025534, বাবার নাম ভুল থাকায় গত 19-09-25, E.M., সদর কোচবিহার কোর্টে অ্যাফিডেভিট দ্বারা আমার বাবা Amjad Hosen এবং Amjad Miah এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলেন। আমার বাবার পুরো এবং শুভ নাম Amjad Hosen প্রতিষ্ঠিত করতে এই হলফনামা পেশ করলাম। - Samsul Hoque, ডাউয়াগুড়ি, কোতোয়ালি, কোচবিহার, পঃবঃ (ভারত)। (C/118164)

কাটিহার ডিভিশনের অধীনে সংশোধনমূলক মেরামত রক্ষণাবেক্ষণ

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নংঃ ইএল/২৯/৩২_২০২৫/কে/৮৬৬, তারিখঃ ২৩-১০-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছেঃ টেন্ডার নংঃ ৩২_২০২৫, কাজের নামঃ কাটিহার ডিভিশনে- এসএসই/পি/নিউ জলপাইগুড়ি, এসএসই/পি/শিলিগুড়ি জংশন এবং এসএসই/পি/কিষাণগঞ্জের অধিক্ষেত্রে স্প্লিট এসি, উইন্ডো এসি, ক্যাসেট এসি, টাওয়ার এসি, প্যাকেজ এসি এবং ওয়াটার কুলারের দুই বছরের জন্য সংশোধনমূলক মেরামত রক্ষণাবেক্ষণ। টেন্ডার মূল্যঃ ৭২,৮২,৪৯৫.৪২ টাকা; বায়নার ধনঃ ১,৪৫,৭০০.০০ টাকা। ই-টেন্ডার বন্ধ হবে ১৪-১১-২০২৫ তারিখের ১৫:০০ ঘণ্টায় এবং খুলবে ১৪-১১-২০২৫ তারিখের ১৫:৩০ ঘণ্টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য http://www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

সিনি. ডিইই/জি অ্যান্ড সিএইচজি./কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১১৮৫৫০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১১৯১৫০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১১৩২৫০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	১৪২৩৫০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	১৪২৪৫০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজারদর

Executive Engineer, WBSRDA, Uttar Dinajpur Division on behalf of WBSRDA invites percentage rate electronic bids for Construction/Repair/Up-gradation of Rural Roads details of which are mentioned below, vide eNIT No. WBSRDA/RR/11 of 2025-26 [1st Call]

Sl. No.	Name of the work	Amount put to Tender (₹)
1.	Construction of PCC Road Bhelaganj PHE to Fatakali Upaswastha Kendra via Tisiliya (Length:1.480 Km)	8015552
2.	Construction of C.C. Road from Bheur Ashamore to Khejurpukur SSK (Length : 1.500 Km)	8380762
3.	Construction of CC Road Bimal Para Amal Roy House to Amsari paper Block Road via Bhairav Roy House (Length : 1.550 Km)	8292378
4.	Construction of Road from Biswanathpur Musa Ali's House to Biren Pramanik's House (Length : 1.600 Km)	6245090
5.	Construction of CC Road from Chakdilal to Paliga ICDS connected to Faridpur Mohasen Ali's house (Length : 1.360 Km)	7108731
6.	Construction of C.C. Road from Dilalpur PMGSY to Dhamja FP School (Length: 1.440 Km)	7721667
7.	Construction of CC Road from Durgapur Paka Rasta to Kathandary CC Road. (Length : 1.750 Km)	9651724
8.	Construction of Road from Harekrishnapur to Bagcha Hariya Chandi via Chak Bhabanipur (Length :1.980 Km)	8619204
9.	Construction of C.C. Road from Laxmipur Rail Gate to Laxmipur Madrasah (Length : 1.500 Km)	8453851
10.	Construction of CC Road Najrul Islam House To Rabin Mahato House Adibasipara (Length : 1.200 Km)	6198358
11.	Construction of Road from Purgram Kanai Pukur More to Mohanpur FPS (Length : 1.520 Km)	8414221
12.	Construction of Road from Singtore BT Road via Balarampur FP school to Haldibari State road (Length :1.550 Km)	9191869
13.	Construction of P.C.C. Road from Chaipara PMGSY Road to Raudhgaon Road via Raipur (Length:1.980 Km)	9741808
14.	Construction of CC Road from Bamangram Railgate via Dodhikot Bari via Tilia Atkora via Lokkhidanga more via Mohipur More (Length : 4.450 Km)	6879185
15.	Construction of Road from PHE More to Baro Kantore Masjid more via Hatpukur (Length : 1.790 Km)	4721703
16.	Construction of Road from Dakshin Krishnapur Railgate to Dodhikotbari Chowrasta (Length : 1.740Km)	7227028
17.	Construction of Road from Giashil More via House of Dilip Rajbanshi to House of Satanu Md (Kakarsing Uttarpara) (Length : 1.820 Km)	8287646
18.	Construction of CC Road from Biharipara More to Somashi More via Maharajpur Naya Para (Length :1.420 Km)	5897153
19.	Construction of C.C. Road from Domapir PWD Road to Amor Adibasipara via Amor FP school more (Length : 1.410 Km)	7466940
20.	Construction P.C.C. Road from Goalgaon Pacca Road to Gopalpur Adibasipara Pacca Road via Cheramati PMGSY (Length : 1.598 Km)	9532189
21.	Construction of Road from Late Ghanashyam Barman's house to Pradip Barman's house via Shankar Mardi's house to Shibu Ram's house via Baragonda (Length : 1.601 Km)	5748570
22.	Construction of Road from Maharajpur Railgate to Liton Sarkar's Shop near NH-12 (Length : 1.550 Km)	8839526
23.	Construction of Road from Mission more to Anath Barma's house (Length : 1.790 Km)	7279662
24.	Construction of C.C. Road from Patidha FP school to Sidur Bondhu Hatkhola near Jauniya via Patidha Bridge (Length : 1.530 Km)	9123590
25.	Construction of BT Road from Ramesh Barman's House to Bijay Barman's House (Length : 1.400 Km)	7718372
26.	Construction of C.C. Road from Shibpur Sundari More Battali Hat (Length : 1.370 Km)	6253174
27.	Construction of C.C. Road from Tenohari Crematorium at Purba Tenohari to Balaldighi (Length : 1.520Km)	6621672
28.	Construction of PCC Road from Akhirapara Stand to Borokundna under Chhayghara (Length : 1.720 Km)	8190913
29.	Construction of Black top road from Ghera more Khansur Tea Shop to Chakla Bridge (Length : 1.370 Km)	5600689
30.	Construction of P.C.C Road from Hatgachhi PHE to Daulatpur Bhanga Bridge via Ajgobipara (Length :1.840 Km)	6442981
31.	Repairing & Renovation of Black Top Road from Kapasia High School towards Laxmipur Chakla (Length : 2.930 Km)	8535869
32.	Repairing & Renovation of black top road from Kasba to Rai Gachhi Bill via Aiho (Length : 5.420 Km)	7632965
33.	Construction of PCC road from Madhya Nahinipur Battree to Raghunathpur via Dakshin Maheshpur (Length : 1.900 Km)	9577396
34.	Construction of PCC road from Rahui Bridge to Idgaha (Length : 1.520 Km)	7970946
35.	Repairing & Renovation of road (Black top + C.C pavement) from Dighna to Chhilampur (Length : 2.270 Km)	9926192
36.	Construction of P.C.C. Road from Baliamoni Village to Chunamari Adivasi Para via Sonapur (Length :1.820 Km)	8842768
37.	Construction of PCC road from Borua More to FPS (Length : 1.400 Km)	7147577
38.	Construction P.C.C. road from Budhra FP School to Khaldoba at Budhra Sansad (Length : 1.500 Km)	8722978
39.	Construction of P.C.C. Road from Dakshin Tola Adivasi Para to Baburam's house via Ansaripara, Bajargaon Purbapara, Bazargaon-1 Gram Panchayat Office (Length : 1.700 Km)	7992835
40.	Construction of PCC road from Lahutara GP Office to Tin Goriya Pakka Road (Length : 1.470 Km)	8392911

Details can be viewed in http://www.wbtenders.gov.in. on & from 29.10.2025 at 10:00 Hours. Last date for e-submission stands 17.11.2025 upto 17.00 Hrs for the aforesaid eNIT.

Sd/-
Executive Engineer & HPIU
WBSRDA, Uttar Dinajpur Division

আজ টিভিতে

উপস! নোয়া ইজ গন বিকেল ৪.১৫ **স্টার মুভিজ**

সিনেমা

জলসা মুভিজ : সকাল ৯.৪০ শেষ বিচার, দুপুর ১২.৫০ শাপমোচন, বিকেল ৩.৪৫ শুধু একবার বলো, সন্ধে ৭.২৫ সংঘর্ষ, রাত ১০.৩০ গোত্র

কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ৯.৪০ রাখে হরি মারে কে, দুপুর ১.০০ আওয়ারা, বিকেল ৪.০০ রণক্ষেত্র, সন্ধে ৭.০০ সঙ্গী, রাত ১০.০০ প্রতিকার

জি বাংলা সোনার : সকাল ৯.৩০ পুতুলের প্রতিশোধ, দুপুর ১২.০০ নয়নমণি, ২.৩০ সৎ মা, বিকেল ৫.০০ মায়া মমতা, রাত ১০.৩০ আমি ও আমার মেয়ে

কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ মধুর মিলন

আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ মন্দিরা

জি অ্যাকশন : বেলা ১১.৩৫ ইন্সাফ : দ্য ফাইনাল জাস্টিস, দুপুর ১.৫০ দ্য রিয়েল টাইগার, বিকেল ৪.৩৯ পক্কা কমার্সিয়াল, সন্ধে ৭.২৮ ভীমা, রাত ১০.২০ ছত্রপতি

জি সিনেমা : সকাল ৯.৫১ লাডলা, দুপুর ১২.৫৩ হিরো নাম্বার ওয়ান, ২.৪৯ ভালাত্তি, বিকেল ৪.৪৯ রিয়েল টেভর, সন্ধে ৭.৫৫ সূর্যবংশী, রাত ১০.৫৯ পথু থলা

অ্যান্ড পিকচার্স : সকাল ৯.২৬ ইমার্জেন্সি, দুপুর ১২.০৪ বিম্বিসার, ২.১৬ দ্য হিরো : লভ স্টোরি অফ আ স্পাই, বিকেল ৫.৩৮ নাচ লাকি নাচ, রাত ৮.০০ গীতা গোবিন্দম, ১০.৩২ সিরিভেনেলা

আমি ও আমার মেয়ে
রাত ১০.৩০ **জি বাংলা সোনার**

শাশুড়ি-বৌমা পর্ব

তিলেশ্বরী চিকেন এবং চিংড়ির ভুনা তৈরি শেখাবেন কাজলি ঘোষ এবং সোনালি ঘোষ।
রাঁধুনি দুপুর ১.৩০
আকাশ আট

অ্যান্ড এক্সপ্লোর এইচডি : বেলা ১১.৫৯ ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট, দুপুর ২.১১ সাইনা, বিকেল ৪.২৯ দোবারা, সন্ধে ৬.৪৫ ফিতুর, রাত ৯.০০ মিলি, ১১.০৭ রশমি রকেট

স্টার মুভিজ : দুপুর ২.৩০ হোম অ্যালোন-থ্রি, বিকেল ৪.১৫ উপস! নোয়া ইজ গন, ৫.৩০ কং : স্কাল আইল্যান্ড, রাত ১১.১৫ টাসমেনিয়ান ডেভিলস

লায়ন ব্যাটল জোন বিকেল ৫.০০ **ন্যাট জিও ওয়াইল্ড**

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : সন্তানের পড়াশোনার সাফল্যে গর্বিত হবেন। অতিরিক্ত ব্যয়ের কারণে সঞ্চয়ে বাধা পড়বে। শত্রুতা থেকে সাবধান। বৃষ : খুচরো ও পাইকারি ব্যবসায়ীদের জন্য দিনটি খুব ভালো কাটবে। নতুন বাড়ি গাড়ি কেনার স্বপ্ন সফল হবে। মিথুন : পরিবারে গুরুজনদের সঙ্গে মতবিরোধের কারণে মানসিক অবসাদ বাড়বে। স্ত্রীর স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তা কেটে যাবে। কর্কট : সামাজিক কোনও কাজে অংশ নিয়ে খ্যাতি, প্রতিপত্তি বাড়বে। ব্যবসায় বাড়তি বিনিয়োগে সুফল পাবেন। সিংহ : ঘরে বাইরে চলাফেরার ক্ষেত্রে একটু সতর্ক থাকুন। বুদ্ধিবলে কর্মক্ষেত্রে সকলের মন জয় করতে সক্ষম হবেন। কন্যা : প্রশাসনিক কাজে জড়িতদের দায়িত্ব আরও বাড়বে। সম্পত্তি নিয়ে ভাইবোনেদের সঙ্গে বিবাদ আদালত পর্যন্ত গড়াতে পারে। তুলা : মানসিক অবসাদের কারণে কাজে ক্ষতি হতে পারে। জরুরি কোনও কাগজ হারিয়ে সমস্যায় পড়তে হতে পারে। বৃশ্চিক : রাজনৈতিক নেতাদের কাজের চাপ বাড়বে। খুব কাছের লোকের দ্বারা আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারেন। ধনু : বিশ্বাস করে কাউকে কোনও গোপন কথা বলে পরিবারের কাছে অসম্মানিত হওয়ার সম্ভাবনা। আর্থিক কষ্ট দূর হবে। মকর : প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার সাফল্যে বিশেষভাবে সম্মানিত হবেন। বাসস্থান সংক্রান্ত সমস্যা মিটে যাওয়ার সম্ভাবনা। কুম্ভ : সংসারে সকলকে নিয়ে মানিয়ে চলার চেষ্টা করুন। পুরোনো কোনও অসুখ মাথাচাড়া দিতে পারে। মীন : পুরোনো সম্পত্তি কিনে লাভবান হবেন। কর্মপ্রার্থীরা পছন্দসই চাকরির সুযোগ পেতে পারেন। অতিরিক্ত বিনিয়োগে লাভের সম্ভাবনা।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ১১ কার্ত্তিক, ১৪৩২, ভাঃ ৭ কার্ত্তিক, ২৯ অক্টোবর ২০২৫, ১১ কাতি, সংবৎ ৮ কার্ত্তিক সুদি, ৬ জমাঃ আউঃ। সূঃ উঃ ৫।৪৪, অঃ ৪।৫৯। বুধবার, অষ্টমী শেষরাত্রি ৪।৪৪। উত্তরাষাঢ়ানক্ষত্র দিবা ১।৪৮। শূলযোগ শেষরাত্রি ৪।৪১। বিষ্টিকরণ অপরাহ্ণ ৪।৩৪ গতে ববকর শেষরাত্রি ৪।৪৪ গতে বালবকরণ। জন্মে- মকররাশি বৈশ্যবর্ণ মতান্তরে শূদ্রবর্ণ নরগণ অষ্টোত্তরী বৃহস্পতির ও বিংশোত্তরী রবির দশা, দিবা ১।৪৮ গতে দেবগণ বিংশোত্তরী চন্দ্রের দশা। মৃতে- দ্বিপাদদোষ, দিবা ১।৪৮ গতে দোষ নাই। যোগিনী- ঈশানে, শেষরাত্রি ৪।৪৪ গতে পূর্ব্বে। কালবেলাদি ৮।২৩ গতে ৯।৫৭ মধ্যে ও ১১।২১ গতে ১২।৪৬ মধ্যে। কালরাত্রি ২।৩৩ গতে ৪।৯ মধ্যে। যাত্রা- নাই, দিবা ১।৪৮ গতে যাত্রা শুভ পূর্ব্বে উত্তরে ও দক্ষিণে নিষেধ, রাত্রি ১।৮ গতে ঈশানে বায়ুকোণেও নিষেধ, শেষরাত্রি ৪।৪৪ গতে পুনঃ যাত্রা নাই। শুভকর্ম- দিবা ৩।২২ গতে নবশয্যাসনাদ্যুপভোগ। (অতিরিক্ত বিবাহ- সন্ধা ৪।৫৯ গতে রাত্রি ১২।২৮ মধ্যে বৃষ মিথুন ও কর্কটলগ্নে পুনঃ শেষরাত্রি ৪।৯ গতে ৪।৪১ মধ্যে কন্যালগ্নে সুতহিবুকযোগে যজুর্ব্বিবাহ।) বিবিধ(শ্রাদ্ধ)- অষ্টমীর একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। শেষরাত্রি ৪।৪৪ মধ্যে প্রায়শ্চিত্ত নিষেধ। গোষ্ঠাষ্টমীকৃত, গোপূজা, গোগ্রাসদান ও গোপ্রদক্ষিণ। গোস্বামীমতে গোপাষ্টমী। দিবা ১০।৩৩ গতে পুনঃ অকাল প্রবৃত্তিঃ। অমৃতযোগ- দিবা ৬।৩৮ মধ্যে ও ৭।২১ গতে ৮।৫ মধ্যে ও ১০।১৬ গতে ১২।২৭ মধ্যে এবং রাত্রি ৫।৪১ গতে ৬।৩৩ মধ্যে ও ৮।১৮ গতে ৩।১৭ মধ্যে। মাহেন্দ্রযোগ- দিবা ৬।৩৮ গতে ৭।২১ মধ্যে ও ১।১০ গতে ৩।২১ মধ্যে।

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

উত্তর-পূর্বে বাজার হারাচ্ছে উত্তরের আলু

সপ্তর্ষি সরকার

ধূপগুড়ি, ২৮ অক্টোবর : আলুর দাম চড়লেই স্থানীয় বাজারে দাম কমাতে অসম, ওডিশা সহ ভিনরাজ্যে আলু পাঠানোয় রাজ্য সরকারের কড়াকড়ি নিয়ে ক্ষোভ শোনা যায় আলুর কারবারি এবং কৃষকদের মুখে। ভিনরাজ্যে উত্তরবঙ্গের আলু পাঠাতে সরকারি বাধার জেরে অসম সহ উত্তর-পূর্বের আলুর বাজারের অনেকটাই উত্তরপ্রদেশের দখলে চলে গিয়েছে বলেও অভিযোগ শোনা যায় আলুচাষি এবং রপ্তানি ব্যবসায় যুক্ত কারবারিদের মুখে।

এবছর সেই আশঙ্কা আরও বেড়েছে অসমে আলু বীজের ব্যাপক চাহিদায়। ব্যবসায়ীদের তরফে দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, সদ্য শুরু হওয়া বীজ মরশুমে রেকর্ড পরিমাণ আলুবীজ যাচ্ছে অসমে। নিম্ন অসমের বরপেটা, গোয়ালপাড়ার পাশাপাশি উজান অসমের তিনসুকিয়া এলাকাতেও আলু চাষ শুরু হয়েছে ব্যাপক হারে।

আশঙ্কার কারণ

- সদ্য শুরু হওয়া বীজ মরশুমে রেকর্ড পরিমাণ আলুবীজ যাচ্ছে অসমে
- নিম্ন অসমের পাশাপাশি উজান অসমের তিনসুকিয়া এলাকাতেও শুরু আলু চাষ
- বীজ রপ্তানির হিসেবে এবছর অসমে আলু চাষ বাড়ছে তিনগুণের বেশি

বীজ রপ্তানির হিসেবে এবছর অসমে আলু চাষ বাড়ছে তিনগুণের বেশি। উত্তর-পূর্বে এভাবে ব্যাপক চাষ হলে উত্তরবঙ্গের আলুর বাজারে আরও ধস নামার আশঙ্কা থাকছেই।

ধূপগুড়িকে কেন্দ্র করে প্রতি বছর প্রায় তিন হাজার বড় ট্রেলারবোঝাই আলুবীজ বিক্রি হয় উত্তরবঙ্গ এবং অসমের বিস্তীর্ণ এলাকায়। মূলত পঞ্জাব থেকে আনা এই বীজের একেকটি ট্রেলারে ৫০ কেজি ওজনের ৫০০ থেকে ৬০০ প্যাকেট বীজ থাকে। এরমধ্যে প্রাক-মরশুমি বা আগরি পোখরাজ আলুর বীজ আসে পাঁচ থেকে ছয়শো ট্রেলার। উত্তরবঙ্গ আলু ব্যবসায়ী সমিতির সাধারণ সম্পাদক বাবলু চৌধুরী বলেন, 'আলু পাঠানো নিয়ে আন্তঃরাজ্য সীমানায় সরকারি কড়াকড়ির কারণে অসম সরকার আলুর বিষয়ে বাংলা-নির্ভরতা কমাতে চাইছে, সেটা স্পষ্ট। এই কারণে সেই রাজ্যে আলু চাষে বাড়তি উৎসাহ এবং সুবিধা দেওয়া হচ্ছে কৃষকদের। সাধারণত প্রতিবছর ১০০ ট্রেলার পোখরাজ বীজ অসমে যায়। এবছর সেটা ৪০০ ট্রেলার হবে বলেই মনে হচ্ছে।

উত্তরবঙ্গের আলু চাষকে বাচাতে সহায়কমূল্যে সরকারি স্তরে আলু কেনা এবং রপ্তানির ব্যবস্থা, সুনির্দিষ্ট নীতি প্রণয়ন, গ্রেডিং ব্যবস্থার রূপায়ণ নিয়ে রাজ্য সরকারের ভূমিকার তীব্র সমালোচনা করেছেন সারা ভারত কৃষকসভার জলপাইগুড়ি জেলা সম্পাদক প্রাণগোপাল ভাওয়াল।

জলপাইগুড়ি জেলায় ৬৫০০ থেকে ৭০০০ হেক্টর জমিতে প্রতি বছর আগরি পোখরাজ আলুর চাষ হয়। মূলত নদী চর এবং বেলে মাটিতেই শুরু হয় প্রাক-মরশুমি এই চাষ। বর্ষা দীর্ঘায়িত হওয়ায় এবছর জেলায় জলঢাকা এবং তিস্তার চরে আগরি আলু চাষ কিছুটা হলেও মার খাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। গোদের ওপর বিষফোড়ার মতো প্রতিবেশী অসমের ব্রহ্মপুত্র সহ বড় নদীর চরগুলোয় আগরি আলু চাষ ব্যাপক হারে শুরু হলে উত্তরবঙ্গের আলুচাষিদের কপালে অশেষ দুঃখ আছে তা মেনে নিচ্ছেন সকলেই।

ধূপগুড়িতে আলু শুধু ফসল বা সবজি নয়। বিশাল আর্থিক কর্মকাণ্ডের চালিকাশক্তি এই আলু। একে কেন্দ্র করে বাজারে হাত বদল হওয়া বিশাল অঙ্কের টাকা অন্যান্য ব্যবসাকে যেমন প্রভাবিত করে তেমনই ভোটের বাজারে বড় তহবিলের জোগান দেয়। অসমে বাড়তি চাষের জেরে উত্তরের আলুর কারবারে মন্দা এলে ঘুরপথে অন্যান্য ব্যবসা এমনকি রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও পুঁজির টান পড়বে অচিরেই।

ফের তৃণমূলের উলটো সুর গ্রেটার নেতার গলায়

এসআইআরের পক্ষে বংশী

তাপস মালাকার

বক্তব্য রাখছেন গ্রেটার নেতা বংশীবদন বর্মন। মঙ্গলবার। -জয়দেব দাস

নিশিগঞ্জ, ২৮ অক্টোবর : রাজ্যে এসআইআর এখন আলোচনার মূল বিষয়। এসআইআর হলে কী হবে, কেন হবে, তা নিয়ে তর্জা চলছে পাড়ার চায়ের দোকান থেকে সর্বত্র। রাজ্যের শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেস ইতিমধ্যে এনআরসির বিপক্ষে সুর চড়িয়েছে। এর মধ্যে মঙ্গলবার বিকেলে ফের এনআরসি এবং ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধনীর (এসআইআর) পক্ষে সওয়াল করতে শোনা গেল গ্রেটার নেতা বংশীবদন বর্মনকে। এসআইআর নিয়ে রাজবংশীদের আতঙ্কিত হওয়ার কারণ নেই বলেই তাঁর মত।

সোমবার এসআইআর নিয়ে একগুচ্ছ নির্দেশিকা জারি হওয়ার আগে থেকেই তৃণমূল নেতৃত্ব এর বিরোধিতা করেছে। একজন প্রকৃত ভোটারের নাম বাদ গেলে তৃণমূল ছেড়ে কথা বলবে না, এমনও হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়েছে। সেখানে রাজ্য সরকারের রাজবংশী কালচারাল এবং ডেভেলপমেন্ট বোর্ডের চেয়ারম্যানের দায়িত্বে থাকা বংশীবদন বর্মনের গলায় সম্পূর্ণ উলটো সুর। বংশীর কথায়, 'এসআইআর বা এনআরসি হলে ভূমিপুত্র রাজবংশীদের ভয়ের কোনও কারণ নেই। অভূমিপুত্র বা বিদেশি নাগরিকদের সমস্যা হলে বিষয়টা তাঁরা বুঝবেন। ভারতীয় সংবিধান মোতাবেক নির্বাচন কমিশন নিরপেক্ষ ভোট করানোর জন্য এসআইআর করে থাকে। মৃত ও অবৈধ ভোটার বাদ দিতেই এটা করা হয়ে থাকে।'

এদিন বিকেলে নিশিগঞ্জ নেতাজি সুভাষ সদনে গ্রেটার কোচবিহার পিপলস অ্যাসোসিয়েশনের তরফে 'রাজবংশী ভাষা দিবস' উপলক্ষ্যে অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। সেই অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন বংশীবদন। অনুষ্ঠানে অবশ্য উপস্থিত গ্রেটার নেতারা রাজবংশী ভাষা এবং কৃষ্টির গুরুত্বকে সামনে রেখে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের ডাক দেন। বংশী বলেন, 'আন্দোলন করার ফলেই রাজ্য সরকার রাজবংশী ভাষাকে স্বীকৃতি দিয়েছে। সরকারি উদ্যোগে রাজবংশী ভাষা দিবস পালন হচ্ছে। বীর চিলারায়ের জন্মদিনটিকে সরকারি ছুটির দিন ঘোষণার দাবি পূরণ করতেও আন্দোলন করতে হবে।' এই আন্দোলনের মাধ্যমেই রাজবংশী ভাষাকে সংবিধানের অষ্টম তফশিলভুক্ত করে কেন্দ্রীয় সরকারের স্বীকৃতি আদায় করতে হবে বলে তিনি জানান।

বংশীর বক্তব্য প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা করতে তৃণমূল কংগ্রেসের কোচবিহার জেলা চেয়ারম্যান গিরীন্দ্রনাথ বর্মন বললেন, 'গ্রেটার নেতা কী বলছেন, জানি না। তৃণমূলের অবস্থান এক্ষেত্রে স্পষ্ট। এসআইআর করে কোনও বৈধ ভোটারকে তালিকা থেকে বাদ দিলে আমরা বসে থাকব না। আর এনআরসি সোজাপথে হোক বা ঘুরপথে কোনওভাবেই এরাজ্যে কার্যকর হতে দেওয়া হবে না।'

এদিনের অনুষ্ঠানে জেলার বিভিন্ন প্রান্তের রাজবংশীমাধ্যমের স্কুলগুলির শিক্ষক-শিক্ষিকারাও উপস্থিত ছিলেন। আয়োজক সংগঠনের কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি আশুতোষ বর্মা বলেন, 'বিভিন্ন গ্রামে ছড়িয়ে থাকা রাজবংশী স্কুলগুলোর মধ্যে দিয়ে ভাষা ও কৃষ্টি-সংস্কৃতির উন্নতি করতে হবে।' রাজবংশী কালচারাল ও ডেভেলপমেন্ট বোর্ডের ভাইস চেয়ারম্যান গিরিজাশংকর রায়ও ভাষাচর্চার মধ্যে দিয়ে রাজবংশী শব্দভাণ্ডারকে বাঁচানোর কথা বললেন।

> এসআইআর বা এনআরসি হলে ভূমিপুত্র রাজবংশীদের ভয়ের কোনও কারণ নেই। অভূমিপুত্র বা বিদেশি নাগরিকদের সমস্যা হলে বিষয়টা তাঁরা বুঝবেন। ভারতীয় সংবিধান মোতাবেক নির্বাচন কমিশন নিরপেক্ষ ভোট করানোর জন্য এসআইআর করে থাকে। মৃত ও অবৈধ ভোটার বাদ দিতেই এটা করা হয়ে থাকে।
>
> **বংশীবদন বর্মন**

তুফানগঞ্জ ট্রাক মালিক সমিতিতে দ্বন্দ্ব

সায়নদীপ ভট্টাচার্য

তুফানগঞ্জ, ২৮ অক্টোবর : মহকুমার ট্রাক মালিক সমিতি ঘিরে শুরু হয়েছে চরম টানাপোড়েন। নির্বাচিত এবং মনোনীত, দুটি কমিটির দ্বন্দ্বে কার্যত বিভক্ত তুফানগঞ্জের ট্রাক মালিক সমিতির সংগঠন। বছর ঘুরতেই আর্থিক তছরুপের অভিযোগ আর পালটা অভিযোগে উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে সংগঠনটি।

তুফানগঞ্জ-১ ব্লকের নাককাটিগাছ গ্রাম পঞ্চায়েতের বলরামপুর চৌপথিতে অবস্থিত মহকুমা ট্রাক মালিক সমিতিতে নির্বাচনের মাধ্যমে গঠিত হয়েছিল কমিটি। সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন শ্যামল বসু, সম্পাদক হন সঞ্জয় দাস। কিন্তু এক বছর না পেরোতেই সেই নির্বাচিত কমিটির ভেতরে দেখা দেয় ফাটল। সভাপতি শ্যামল বসুর অভিযোগ, সম্পাদক সঞ্জয় দাস ট্রাক মালিক এবং ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে বেআইনি তোলা আদায় করছিলেন।

সাংবাদিক বৈঠকে মনোনীত কমিটির সদস্যরা। মঙ্গলবার।

যার কোনও হিসেব সংগঠনের কোষাধ্যক্ষের কাছে ছিল না। বিষয়টি নিয়ে একাধিকবার সম্পাদকের সঙ্গে আলোচনায় বসার উদ্যোগ নেওয়া হলেও বারবার তিনি বিষয়টি এড়িয়ে গিয়েছেন। সেই অভিযোগের জেরেই শ্যামল পুরোনো কমিটি ভেঙে দিয়ে মনোনীত কমিটি গঠন করেন।

মঙ্গলবার তুফানগঞ্জ শহরে মহকুমা প্রেস ক্লাবে সাংবাদিক বৈঠক ডাকা হয়। সেখানে মহকুমা ট্রাক মালিক সমিতির মনোনীত কমিটির সভাপতি, সহ সভাপতি, কোষাধ্যক্ষ উপস্থিত ছিলেন। সভাপতি শ্যামল বসু বলেন, 'সঞ্জয় দাস সিমেন্ট ব্যবসায়ীদের থেকে ট্রেনের বগিপ্রতি ৫০০ টাকা এবং ট্রাক মালিকদের থেকে ১৫০০ টাকা করে তুলতেন। অভিযোগ পাওয়ার পর বিষয়টি জানানো হলেও কোনও উত্তর মেলেনি। তাই সংগঠনের স্বচ্ছতা বজায় রাখতে নতুন কমিটি গঠন করা হয়েছে।'

মনোনীত কমিটির সহ সভাপতি সুবোধ তন্ত্রীও অভিযোগ তোলেন, বক্সিরহাটের এক সিমেন্ট ব্যবসায়ীর থেকে সঞ্জয় দাস তিন লক্ষ টাকার বেশি নিয়েছেন। এর কোনও হিসেব কারও কাছে নেই। লিখিত অভিযোগ রাজ্য কমিটিতে পাঠানো হয়েছে। তবে অভিযুক্ত সম্পাদক সঞ্জয় দাস সমস্ত অভিযোগ উড়িয়ে দিয়েছেন। তাঁর পালটা দাবি, 'আমাদের কমিটি নির্বাচিত এবং বৈধ। কয়েকজন প্রভাবশালী নেতা এবং শাসকদলের শ্রমিক সংগঠনের মদতে পেছনের দরজা দিয়ে নতুন কমিটি তৈরি করা হয়েছে। যাতে তোলা আদায়ের সুযোগ মেলে।'

রাজ্য ট্রাক মালিক সমিতির সম্পাদক সজল ঘোষকে এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বললেন, 'সঞ্জয়ের সংগঠনে আমাদের তরফে অনুমতি দেওয়া হয়নি। শ্যামল বসুদের কমিটি আমাদের কাছে আবেদন জানিয়েছে। আমরা এ নিয়ে চিন্তাভাবনা করছি।'

রাস্তার পাশে পড়ে লরি। কোচবিহার-দিনহাটা রাজ্য সড়কে।

লরির ধাক্কায় প্রাণ গেল টোটোচালকের

তুষার দেব

দেওয়ানহাট, ২৮ অক্টোবর : চার নম্বর বাজারের কাছে কোচবিহার-দিনহাটা রাজ্য সড়কে মঙ্গলবার দুপুরে পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল এক ব্যক্তির। এদিন দিনহাটা থেকে কোচবিহারগামী একটি লরি ওই এলাকায় পরপর তিনটি টোটো, দুটি যাত্রীবাহী ছোট গাড়ি ও এক সাইকেল আরোহীকে ধাক্কা মারে। শেষে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে লরিটি রাস্তার পাশে উলটে যায়। মৃত ব্যক্তি একটি টোটোর চালক। তবে এখনও পর্যন্ত তাঁর পরিচয় জানা যায়নি। দুর্ঘটনার খবর পেয়ে কোতোয়ালি থানা ও দেওয়ানহাট ফাঁড়ির বিরাট পুলিশবাহিনী এলাকায় পৌঁছায়। দুমড়ে-মুচড়ে যাওয়া টোটোটি উদ্ধার করে দেওয়ানহাট পুলিশ ফাঁড়িতে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। পুলিশ ভিনরাজ্যের ওই লরির চালককে আটক করেছে। এদিকে ব্যস্ততম কোচবিহার-দিনহাটা রাজ্য সড়কে লরি, ডাম্পারের অনিয়ন্ত্রিত গতি নিয়ে সরব হয়েছেন নিত্যযাত্রীরা।

খবর পেয়ে এদিন কোচবিহারের ডিএসপি (ট্রাফিক) অঙ্কুর সিংহ রায় দুর্ঘটনাস্থলে যান। তাঁর কথায়, 'ওই লরির চালক ঘুমিয়ে পড়েছিলেন বলে আমাদের কাছে দাবি করেছেন। তাঁকে আটক করা হয়েছে। এছাড়া জেলাজুড়ে আমরা দুটি মোবাইল স্পিড লেসার গান দিয়ে যানবাহনের গতিতে নজর রাখছি। প্রয়োজনে আরও পদক্ষেপ করা হবে।' এদিন দুর্ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন, এদিন দুপুরে ওই লরিটি প্রচণ্ড গতিতে আসছিল। সেসময় বিপরীত দিক থেকে আসা টোটো ও গাড়িগুলিকে ধাক্কা মারে। এক সাইকেল আরোহীও দুর্ঘটনার মুখে পড়ে। লরির আঘাতে একটি টোটো দুমড়ে-মুচড়ে যায়। চালককে আশঙ্কাজনক অবস্থায় কোচবিহার এমজেএন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠানো হয়েছিল। সেখানেই তাঁর মৃত্যু হয়। যদিও বাকি দুটি টোটো ও গাড়িগুলির তেমন ক্ষতি হয়নি। একটি টোটোর চালক ও সাইকেল আরোহী জখম অবস্থায় বর্তমানে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন।

এদিকে, পানিশালা গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্য মকসেদুল হক, মানিক রহমান দুর্ঘটনাস্থলে এসে পুলিশ ও স্থানীয় বাসিন্দাদের সঙ্গে কথা বলেন। মকসেদুলের বক্তব্য, 'গুরুত্বপূর্ণ রাজ্য সড়কে দুর্ঘটনা লেগেই থাকে। তা ঠেকাতে ট্রাফিক পুলিশের কড়া পদক্ষেপ প্রয়োজন।' রোজ বাইকে চেপে ওই পথে কোচবিহার থেকে দিনহাটায় কর্মস্থলে যাতায়াত করেন মনোজ দত্ত নামে এক ব্যক্তি। দুর্ঘটনাস্থলে দাঁড়িয়ে ক্ষোভ উগরে দিয়ে তিনি বললেন, 'আমাদের মতো বাইকচালকদের সামান্য ত্রুটি হলেই মোবাইলে জরিমানার মেসেজ চলে আসে। অথচ এই সড়কে লরি ও ডাম্পারের গতি নিয়ন্ত্রণে ট্রাফিক পুলিশের ভূমিকা দেখা যায় না। ফলে প্রতিনিয়ত দুর্ঘটনার আশঙ্কা নিয়েই আমরা চলাফেরা করি।'

> ওই লরির চালক ঘুমিয়ে পড়েছিলেন বলে আমাদের কাছে দাবি করেছেন। তাঁকে আটক করা হয়েছে। এছাড়া জেলাজুড়ে আমরা দুটি মোবাইল স্পিড লেসার গান দিয়ে যানবাহনের গতিতে নজর রাখছি।
>
> **অঙ্কুর সিংহ রায়**
> *ডিএসপি (ট্রাফিক), কোচবিহার*

পুজো পুজো খেলা।। আলিপুরদুয়ারের দক্ষিণ পানিয়ালগুড়িতে আয়ুষ্মান চক্রবর্তীর ক্যামেরায়।

বিদ্যুতের তার ঝোলানো নিয়ে উত্তেজনা

দিনহাটা, ২৮ অক্টোবর : ৩৩ হাজার ভোল্টের বিদ্যুতের তার ঝোলানোকে কেন্দ্র করে মঙ্গলবার চাঞ্চল্য ছড়াল দিনহাটা-১ ব্লকের আটিয়াবাড়ি-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের বড় বোয়ালমারি এলাকায়। স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, এই উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন বৈদ্যুতিক তার অনেক বাড়ির ওপর দিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। ফলে যে কোনও সময় এর জেরে বড় দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। এর প্রতিবাদে মঙ্গলবার বিকেলে গ্রামবাসীরা বিদ্যুতের কাজ বন্ধ করে বিক্ষোভ দেখান।

খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায় দিনহাটা থানার পুলিশ। সেই সময় বিদ্যুৎ দপ্তরের কর্মীদের সঙ্গে গ্রামবাসীদের দীর্ঘক্ষণ কথা কাটাকাটি চলে। পরিস্থিতি কিছুটা উত্তপ্ত হয়ে উঠলেও শেষপর্যন্ত পুলিশের মধ্যস্থতায় পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে। তবে সন্ধ্যা নামায় ওইদিন আর কাজ শুরু করা যায়নি।

বাসিন্দারা জানাচ্ছেন, আগে এলাকায় ১১ হাজার ভোল্টের বিদ্যুতের তার ছিল। কিন্তু গত এক বছর ধরে ৩৩ হাজার ভোল্টের নতুন তার লাগানোর কাজ শুরু হয়েছে। ঘনবসতিপূর্ণ এলাকায় এত উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন তার বাড়ির ওপর দিয়ে যাওয়ায় স্থানীয়রা আতঙ্কিত হচ্ছেন।

এই নিয়ে দিনহাটা বিদ্যুৎ বণ্টন কোম্পানির ডিভিশনাল ম্যানেজার কল্যাণবর সরকার বলেন, 'গত জানুয়ারি মাস থেকেই এই লাইনের কাজ বিভিন্ন জায়গায় আটকে রয়েছে। যাতে অসুবিধা না হয় তাই অনেক ক্ষেত্রে, আমরা মাটির নীচে কেবল করেও কাজ করেছি। এই প্রকল্প বন্ধ হলে পেটলা ও সিতাই অঞ্চলের বহু এলাকায় লোডশেডিং বেড়ে যাবে। তবে এলাকার বাসিন্দাদের যাতে কোনও অসুবিধা না হয়, সেই দিকটাও আমরা নজরে রাখছি।'

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, গ্রামবাসীরা চান বিদ্যুৎ দপ্তর বিকল্প পথে তার বসাক। কিংবা বাড়ির ওপর দিয়ে যাওয়া অংশে ভূগর্ভস্থ কেবলের ব্যবস্থা করুক। এই নিয়ে স্থানীয় বাসিন্দা গোবিন্দ রায় জানান, বাড়ির পেছনে নদী রয়েছে। নদীর ওপর দিয়ে তার নিয়ে গেলে আমাদের ভবিষ্যতে কোনও সমস্যায় পড়তে হবে না।

বিএলও চেয়ে চিঠি স্কুলে, বাড়ছে চিন্তা

গৌরহরি দাস ও প্রসেনজিৎ সাহা

কোচবিহার ও দিনহাটা, ২৮ অক্টোবর : বিএলও'র কাজ করতে ইতিমধ্যে কোচবিহার জেলার স্কুলগুলি থেকে এক বা দুজন করে শিক্ষককে বেছে নেওয়া হয়েছে। এখন আবার শোনা যাচ্ছে, যে বুথগুলিতে ১২০০ জনের বেশি ভোটার রয়েছে, সেই বুথগুলির জন্য দুজন করে বিএলও রাখার কথা ভাবছে প্রশাসন। ফলে আরও শিক্ষক প্রয়োজন। প্রশাসনের তরফে তাই ইতিমধ্যে বেশ কয়েকটি স্কুলে নতুন করে শিক্ষকের তালিকা চেয়ে পাঠানো হয়েছে। এতেই প্রমাদ গুনছে স্কুল কর্তৃপক্ষ। তাহলে বাচ্চাদের পড়াবেন কারা? এটাই লাখ টাকার প্রশ্ন।

৪ নভেম্বর থেকে রাজ্যের পাশাপাশি কোচবিহারেও শুরু হচ্ছে এসআইআর। আর এই কাজ সুষ্ঠুভাবে করতে বিএলওদের জন্য প্রশাসনের তরফে ইতিমধ্যে জেলার অধিকাংশ প্রাথমিক স্কুল থেকে একজন অথবা দুজন করে শিক্ষক বেছে নেওয়া হয়েছে। জেলায় প্রাথমিক স্কুলগুলিতে এমনিতেই শিক্ষক সংখ্যা অনেকটা কম। তার ওপর বিএলও'র জন্য স্কুলগুলি থেকে এতজন শিক্ষক নেওয়ায় স্কুলগুলিতে ফের পঠনপাঠন শিকেয় উঠবে বলে আশঙ্কা।

কোচবিহার জেলা প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদের চেয়ারপার্সন রজত বর্মা অবশ্য বললেন, 'অ্যাসিস্ট্যান্ট বিএলও'-র জন্য শিক্ষক নেওয়ার বিষয়ে সরকারি কোনও নির্দেশ আমরা এখনও পাইনি। তবে এমনটা হলে আমাদের ম্যানেজ করে স্কুল চালাতে হবে।' কোচবিহার জেলায় সরকারি এবং সরকারপোষিত সবমিলিয়ে ১ হাজার ৮৫৩টি প্রাথমিক স্কুল রয়েছে। স্কুলগুলিতে গড়ে তিন-চারজন শিক্ষক থাকলে জেলায় সংখ্যাটা সাত হাজারের মতো। এই পরিস্থিতিতে বিএলও'র জন্য ইতিমধ্যেই অধিকাংশ স্কুল থেকে এক বা দুইজন করে শিক্ষক নেওয়া হয়েছে। তারপর অধিকাংশ স্কুলে বর্তমানে গড়ে দুজন করে শিক্ষক রয়েছেন। দিনহাটা ইনটেনসিভ এরিয়া সার্কেলের খরখরিয়া জুনিয়ার বেসিক স্কুলে আবার তিনজন শিক্ষকের মধ্যে তিনজনই বিএলও'র দায়িত্ব পেয়েছেন।

নিখিলবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির জেলা সম্পাদক দীপক সরকার বলেন, 'বিএলও-র জন্য বিভিন্ন স্কুল থেকে এক-দুইজন করে শিক্ষক নেওয়ায় এমনিতেই স্কুলগুলি চালাতে সমস্যা দেখা দেবে। এরপর শুনতে পাচ্ছি, বিভিন্ন স্কুল থেকে অ্যাসিস্ট্যান্ট বিএলও-র জন্য আরেকজন করে শিক্ষক নেওয়া হবে। সবমিলিয়ে এরফলে স্কুলের লেখাপড়া লাটে উঠবে।' বঙ্গীয় প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির কোচবিহার জেলা সম্পাদক পার্থপ্রতিম ভট্টাচার্যর গলাতেও একই সুর। দিনহাটা শহরের গোসানিমারি রোড প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক বরুণ মজুমদারের কথায়, 'সমস্যা তো হবেই, তবে ওভাবেই কাজ করতে হবে। তাছাড়া তো কোনও উপায় দেখছি না।'

> অ্যাসিস্ট্যান্ট বিএলও'র জন্য শিক্ষক নেওয়ার বিষয়ে সরকারি কোনও নির্দেশ আমরা এখনও পাইনি। তবে এমনটা হলে আমাদের ম্যানেজ করে স্কুল চালাতে হবে।
>
> **রজত বর্মা,** *চেয়ারপার্সন, জেলা প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদ*

আজও চালু হল না দূষণ সূচক বোর্ড

বাবাই দাস

তুফানগঞ্জ, ২৮ অক্টোবর : দীপাবলির রেশ কাটতেই শহরের দূষণের মাত্রা অনেকটা বেড়েছে। এদিকে, যানবাহনের সংখ্যাও পাল্লা দিয়ে বেড়েছে। বেড়েছে শব্দ এবং বায়ু দূষণ। জেলার বিভিন্ন শহরের দূষণ সূচক বোর্ড যেন সেটাই চোখে আঙুল দিয়ে বুঝিয়ে দিচ্ছে। তুফানগঞ্জের একিউআই (এয়ার কোয়ালিটি ইনডেক্স) লেভেল কেমন, নাগরিকরা যাতে সেটা দেখে সচেতন হতে পারেন, সেজন্য বছর দুয়েক আগে একটি ডিজিটাল বোর্ড লাগানো হয়। পশ্চিমবঙ্গ পলিউশন কন্ট্রোল বোর্ডের তরফে সেটি বসেছিল শহরের থানা মোড় এলাকায়। কিন্তু সেটা লাগানোই সার! আজ পর্যন্ত সেটি একদিনের জন্যও জ্বলেনি।

বিদ্যুৎ সংযোগ না থাকায় অচল অবস্থায় সেটি পড়ে রয়েছে। যা নিয়ে ক্ষোভ ছড়িয়েছে নাগরিকদের মধ্যে। যদিও এ ব্যাপারে পুরসভার চেয়ারপার্সন কৃষ্ণা ঈশোরের বক্তব্য, 'বিষয়টি আমাদের হাতে নেই। তারপরও খুব শীঘ্রই যাতে বোর্ডটি চালু করা যায়, সেই ব্যবস্থাই করব।'

দূষণ শব্দটি কানে আসা মাত্রই প্রথমেই যে শহরের নাম মনে পড়ে, সেটা হল দিল্লি। তবে শুধু দিল্লিই নয়, এই প্রতিযোগিতায় শামিল হয়েছে এই রাজ্যের বিভিন্ন শহরও। সে বিষয়ে সচেতনতা গড়ে তুলতে বিভিন্ন জায়গায় দূষণ সূচক বোর্ড লাগানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। কোচবিহার, দিনহাটা, মাথাভাঙ্গা সহ বিভিন্ন শহরে এই বোর্ড লাগানো হয়। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, অন্যান্য শহরে সেটি চললেও তুফানগঞ্জে এখনও পর্যন্ত সেটির উদ্বোধন হয়নি। কেন বোর্ডটি চলছে না? প্রশ্ন তুলছেন শহরের মানুষজন। পুরসভা সূত্রে খবর, ডিজিটাল বোর্ডটি ২৪ ঘণ্টা চালাতে গেলে অনেক বিদ্যুৎ খরচ হবে। আর সে কারণেই পিছু হটেছে পুরসভা।

থানা মোড় এলাকায় অচল অবস্থায় পড়ে দূষণ সূচক বোর্ড।

পুর এলাকার ৬ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা সুব্রত দাসের কথায়, 'আজকের দিনে চলতে গেলে দূষণ সূচক বোর্ড সচল থাকা প্রয়োজন। কারণ এতে বায়ু দূষণের পাশাপাশি শব্দ দূষণ এবং তাপমাত্রা কত, সেটাও পথচলতি মানুষজন অতি সহজেই জানতে পারেন। পরিবেশ দূষণ সম্পর্কে সাধারণ মানুষকে সচেতন করতে আরও আগে বোর্ডটি চালু করা প্রয়োজন ছিল।' একই কথা বললেন তুফানগঞ্জ বিবেকানন্দ হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক ডঃ বিক্রমজিৎ সাহা। তিনি মনে করিয়ে দিলেন, অত্যাধুনিক প্রযুক্তির বশীভূত হয়ে প্রতিনিয়ত বেড়ে চলেছে দূষণের মাত্রা। এর বাইরে যানবাহনের ধোঁয়া থেকে শুরু করে ইটভাঁটার ধোঁয়া তো রয়েছেই। এই পরিস্থিতিতে দূষণ সূচক বোর্ডটি চালু থাকলে তুফানগঞ্জের পরিবেশের হাল জানা যেত। সেইমতো প্রশাসন পদক্ষেপ করতে পারত।

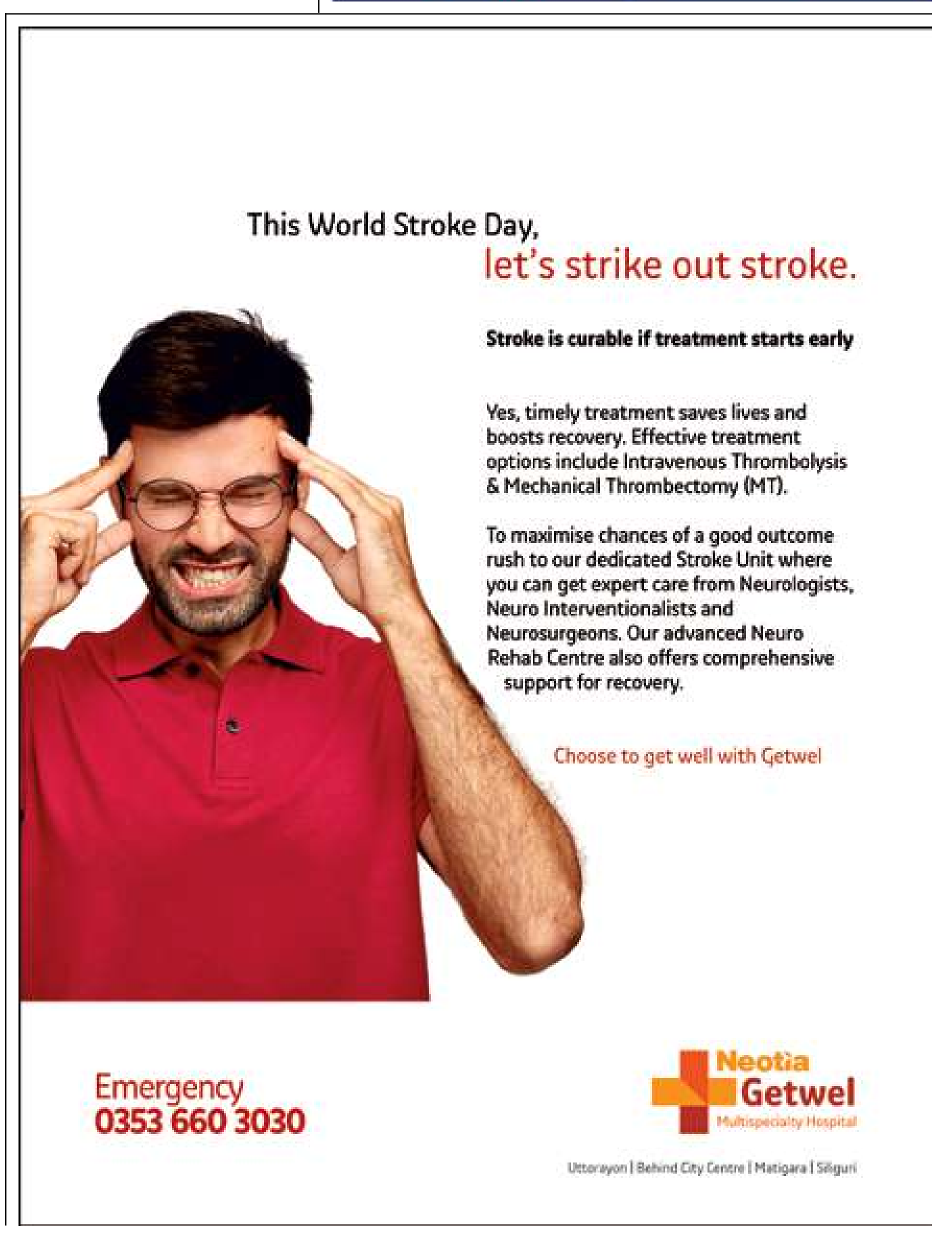

তিনদিন পরে জল এল ৪ বুথে

কোচবিহার, ২৮ অক্টোবর : তিনদিন পর পানীয় জল এল কোচবিহার শহরের একেবারে লাগোয়া গুড়িয়াহাটি-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের ১৬৩, ১৬৪, ১৬৫ ও ১৬৬ নম্বর বুথ এলাকায়। গত রবিবার থেকে এই চারটি বুথ এলাকায় পানীয় জল বন্ধ ছিল। সকাল হতে না হতেই এলাকার বয়স্ক থেকে শুরু করে বিভিন্ন বয়সের লোকজন হাতে কলসি, বালতি, বোতল সহ বিভিন্ন পাত্র নিয়ে ছুটেছিলেন পানীয় জল সংগ্রহ করার জন্য। মঙ্গলবার দুপুরে জল আসায় তারা স্বস্তি পেয়েছেন।

স্থানীয় বাসিন্দা অনিমা দাস বলেন, 'আমার বাড়িতে অনেক সদস্য। এই অবস্থায় গত রবিবার থেকে বাড়িতে বা এলাকায় কোথাও পানীয় জল না আসায় আমরা চরম সমস্যায় পড়েছিলাম। এই কয়েকদিন অন্যের বাড়ির চাপাকল থেকে জল নিয়ে এসে খাচ্ছিলাম। মাঝেমধ্যে আবার জল কিনেও খেয়েছি।' স্থানীয় বাসিন্দা অলকা দেব বলেন, 'রবিবার থেকে জল না আসায় তিনদিন ধরে যা ভোগান্তি হচ্ছিল, তা বলার নয়।'

পিএইচই'র পানীয় জলের পাইপ ফেটে বেশ কিছুদিন কোচবিহার শহর লাগোয়া চাকির মোড় এলাকায় জেলার ব্যস্ততম কোচবিহার দিনহাটা রোডের একাংশ ভাসছিল। অথচ সেই চাকির মোড় লাগোয়া গুড়িয়াহাটি-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের ১৬৩,১৬৪, ১৬৫ ও ১৬৬ এই ৪টি বুথের হাজার হাজার বাসিন্দা পানীয় জলের চরম সংকটে ভুগছিলেন।

জনস্বাস্থ্য ও কারিগরি দপ্তরের এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার সুব্রত ধর বলেন, 'চাকির মোড় এলাকায় কোচবিহার-দিনহাটা রোডের পাশে গ্যাসলাইনের কাজ করতে গিয়ে গ্যাস কোম্পানি জলের লাইন ফাটিয়ে ফেলেছিল। যে কারণে এই সমস্যা দেখা দেয়। তবে আমরা টেকনিকাল সাপোর্ট দিয়েছি।'

প্রতারণায় গ্রেপ্তার

নিশিগঞ্জ, ২৮ অক্টোবর : এক আদিবাসী তরুণী নার্সকে বিয়ের প্রলোভন দেখিয়ে সহবাস ও প্রতারণার অভিযোগ উঠেছিল এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে। সোমবার রাতে কোচবিহার শহর থেকে অভিযুক্ত তরুণকে গ্রেপ্তার করা হয়। অভিযোগ, কোচবিহারের এক সরকারি হাসপাতালে কর্মরত ভিনরাজ্যের ওই তরুণী নার্সের কাছ থেকে সে প্রায় ৫ লক্ষ টাকা হাতিয়ে নিয়েছে। এছাড়াও গত চার বছরে বিয়ের আশ্বাস দিয়ে জোর করে অভিযুক্ত তাঁর সঙ্গে শারীরিক সম্পর্ক স্থাপন করে। এমনকি দুজনের মধ্যে প্রেমের সম্পর্ক ভাঙার পরও হাসপাতালে তরুণীর কোয়ার্টারে গিয়ে অভিযুক্ত হুমকি দিত বলে অভিযোগ। সোমবার সন্ধ্যায় হওয়া অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করেছে। মঙ্গলবার তাকে আদালতে তোলা হয়। বিচারক তাকে পুলিশ হেপাজতে পাঠান। অন্যদিকে, এদিন নার্সের ডাক্তারি পরীক্ষা সম্পন্ন হয়েছে। বুধবার তিনি আদালতে গোপন জবানবন্দি দেবেন। ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে জেলার স্বাস্থ্য মহলেও। ওই নার্স অভিযুক্তের শাস্তি ও হাসপাতালের কর্মীদের নিরাপত্তা দাবি করেছেন।

বাউল উৎসব

চ্যাংরাবান্ধা, ২৮ অক্টোবর : চ্যাংরাবান্ধার দেবী কলোনি তরুণ সংঘের পরিচালনায় দু'দিনব্যাপী বাউল সংগীত অনুষ্ঠানের মঙ্গলবার ছিল শেষ দিন। দু'দিনই ব্লকের বিভিন্ন এলাকার মানুষজন ভিড় করে অনুষ্ঠান শুনতে আসেন। তরুণ সংঘের সম্পাদক পরেশচন্দ্র সিংহ বলেন, 'শ্যামাপুজো উপলক্ষ্যে বহু বছর থেকে পুজোর পর বাউল উৎসব অনুষ্ঠিত হয় আমাদের এখানে। উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জায়গার শিল্পীরা সংগীত পরিবেশন করেছেন।'

শোভাযাত্রা

হলদিবাড়ি, ২৮ অক্টোবর : দক্ষিণ বড় হলদিবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের পাঠানপাড়া রাধাগোবিন্দ গিরিধারী লাল মন্দিরের পরিচালনায় ধর্মীয় কার্তিক মাস উপলক্ষ্যে একটি শোভাযাত্রার আয়োজন করা হয়। শোভাযাত্রাটি হলদিবাড়ি বাজার ট্রাফিক মোড় হয়ে মন্দির প্রাঙ্গণে ফিরে যায়।

রাস্তাজুড়ে কেবলই আবর্জনা ও মাটি।। হাঁটাচলা দায় কোচবিহার নতুনবাজার এলাকায়। ছবি : অপর্ণা গুহ রায়

১৫ দিনে উদ্ধার ৪টি গন্ডার

১৩ বছর পরও চালু হয়নি আবাসস্থল

কৌশিক বর্মন

পুণ্ডিবাড়ি, ২৮ অক্টোবর : গত ৫ অক্টোবর উত্তরবঙ্গজুড়ে দুর্যোগ পরিস্থিতি তৈরি হলে সেই প্রভাব পড়েছিল বন্যপ্রাণের ওপরও। অসহায় হয়ে একের পর এক গন্ডার ঢুকে পড়েছিল জনবসতি এলাকায়। তবে শুধু সেই সময় নয়, এখনও জলদাপাড়া অভয়ারণ্য থেকে লোকালয়ে ঢুকে পড়ছে গন্ডার। এমনই একটি গন্ডারকে পাতলাখাওয়ার জঙ্গল লাগোয়া এলাকা থেকে সোমবার রাতে উদ্ধার করেন বনকর্মীরা।

এই নিয়ে গত ১৫ দিনে শুধুমাত্র পাতলাখাওয়া জঙ্গল লাগোয়া এলাকা থেকে এখনও পর্যন্ত ৪টি গন্ডার উদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছে বন দপ্তর। গত ১৩ অক্টোবর ২টি, ১৭ অক্টোবর ১টি এবং সোমবার রাতে ১টি গন্ডার উদ্ধার করা হয়েছে। তবে এই জঙ্গলের মধ্যে আরও গন্ডার রয়েছে বলে মনে করছেন বন দপ্তরের আধিকারিকরা।

জলদাপাড়া, গরুমারার পর পাতলাখাওয়া বনাঞ্চলে গত ২০১২ সালে তৎকালীন বনমন্ত্রী হিতেন বর্মনের সময়কাল থেকে গন্ডার ছাড়ার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল। গন্ডারের আবাসস্থল হিসেবে তৈরি করতে একাধিক পরিকাঠামো তৈরির কাজও করা হয়। এমনকি গন্ডারের আবাস তৈরি করতে জঙ্গলের কিছু অংশে বৈদ্যুতিক তার বসানো হয়েছিল। কাদাযুক্ত জলাশয় ও গন্ডারের খাবারের জন্য নানা গাছপালা রোপণ করা হয়েছিল। পাশাপাশি নতুন করে আরও ৩০ হেক্টর জমিতে গন্ডারের খাওয়ার জন্য ঘাস রোপণের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। তবে এই উদ্যোগ শুরু হওয়ার ১৩ বছর পেরিয়ে গেলেও এখনও সেখানে গন্ডার ছাড়তে পারেনি বন দপ্তর।

গন্ডার উদ্ধার করে নিয়ে যাচ্ছেন বনকর্মীরা। -সংবাদচিত্র

> পাতলাখাওয়ার জঙ্গলে গন্ডার ছাড়ার জন্য আমাদের অস্থায়ী বনকর্মী হিসেবে নিয়োগ করা হয়েছিল। তিন বছর কাজ করার পর প্রকল্পের টাকা না থাকায় আমাদের কাজ থেকে বাদ দেওয়া হয়। আমরা চাই, দ্রুত এই জঙ্গলে গন্ডার প্রকল্প শুরু হোক। তাহলে আমরাও কাজে পুনরায় যোগ দিতে পারব।
>
> **শ্যামল সরকার**
> *অস্থায়ী বনকর্মী*

এ বিষয়ে কোচবিহার বন বিভাগের ডিএফও অসিতাভ চট্টোপাধ্যায় বলেন, 'এই প্রোজেক্টের কাজ চলছে। এবছরও কিছু কিছু কাজ হয়েছে। সময়মতো সেটা তৈরি হবে। এর থেকে বেশি কিছু আমার বলার নেই।'

২০১৭ সালে এই গন্ডার সংরক্ষণ প্রকল্পের আওতায় বনাঞ্চল সংলগ্ন এলাকার ৩২ জনকে অস্থায়ী বনকর্মী হিসেবে নিয়োগ করা হয়। তাঁদের মধ্যে শ্যামল সরকার বলেন, 'পাতলাখাওয়ার জঙ্গলে গন্ডার ছাড়ার জন্য আমাদের অস্থায়ী বনকর্মী হিসেবে নিয়োগ করা হয়েছিল। তিন বছর কাজ করার পর প্রকল্পের টাকা না থাকায় আমাদের কাজ থেকে বাদ দেওয়া হয়। আমরা চাই, দ্রুত এই জঙ্গলে গন্ডার প্রকল্প শুরু হোক। তাহলে আমরাও কাজে পুনরায় যোগ দিতে পারব।'

কোচবিহারের পর্যটনস্থলগুলির মধ্যে পাতলাখাওয়া অন্যতম। এই পর্যটনকেন্দ্রে একসময় বহু পর্যটকের ভিড় হলেও, ২০২১ সাল থেকে সেখানে পর্যটকদের প্রবেশ নিষিদ্ধ রয়েছে। কোচবিহার-২ ব্লকের পাতলাখাওয়া গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার ১৬০০ হেক্টর এলাকাজুড়ে এই পর্যটনস্থল। বুড়িতোর্ষা নদীর এলাকা বাদ দিলে প্রায় ১৪০০ হেক্টরজুড়ে রয়েছে এই বনাঞ্চল। তবে এই সুবিশাল বনাঞ্চলে এক দশক সময় পেরিয়ে গেলেও গন্ডার প্রকল্পের কাজ সম্পন্ন না হওয়ায় বন দপ্তরের সদিচ্ছা নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে।

ফোনে পুলিশকে অভিযোগ স্ত্রীদের

জুয়ায় সর্বস্বান্ত স্বামীরা

অমৃতা দে

দিনহাটা, ২৮ অক্টোবর : বিকেল হলেই স্বামী বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাচ্ছেন। সঙ্গে থাকছে বাড়ির আলমারিতে জমানো টাকা। বাড়ি ফিরছেন একেবারে ভোরে। আর যখন বাড়ি ফিরছেন তখন হাতে নিয়ে বেরোনো টাকা থেকে একটি পয়সাও আর অবশিষ্ট নেই। যেই জমানো টাকা দিয়ে বাড়ির প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র কেনার কথা ছিল, তা দিয়ে জুয়া খেলে স্বামী সর্বস্বান্ত। ঘটনাটি শুধুমাত্র একদিনের বা একটি পরিবারের নয়। কেউ আবার স্ত্রীর গয়না বিক্রি করে দিয়েছেন। অতিষ্ঠ স্ত্রীরা বাড়িতে তুমুল অশান্তির পর সরাসরি ফোন করছেন দিনহাটা মহকুমা পুলিশ আধিকারিক ধীমান মিত্রকে। পুজোর মরশুমে ফোন করে একাধিক মহিলা তাঁদের ক্ষোভের কথা জানিয়েছেন। তাঁদের প্রশ্ন, কেন জুয়া বন্ধ করা হচ্ছে না?

এব্যাপারে ধীমান বললেন, 'কালীপুজোর পর থেকে প্রায় ১৭ থেকে ১৮ জন মহিলা এই নিয়ে ফোন করেছেন। স্বামীদের জুয়ার নেশায় তাঁরা অতিষ্ঠ। প্রতিটি ফোনকলে আসা অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ তৎপর হচ্ছে। গ্রামের মহিলারা এখন অনেক সচেতন। তাঁরা সরাসরি আমাদের জানাচ্ছেন এবং এতে আমাদের কাজ সহজ হচ্ছে।' পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, গত কয়েকদিনে দিনহাটা মহকুমাজুড়ে প্রায় ২০ থেকে ২৫টি জায়গায় জুয়ার ঠেকে অভিযান চালানো হয়েছে। পেটলা, শৈলমারি, গোসানিমারি, ভেটাগুড়ি সহ একাধিক এলাকায় জুয়ার আসর বসে। তবে বর্তমানে পুলিশ কৌশল বদল করেছে। জুয়াড়িদের পালানোর আগেই সাদা পোশাকে পুলিশ বাইকে করে সেইসব আড্ডায় পৌঁছে যাচ্ছে। পুলিশ ভ্যান আসছে পরে। ফলে হাতেনাতে বহু জুয়াড়ি ধরা পড়ছে।

> স্বামীদের জুয়ার নেশায় তাঁরা অতিষ্ঠ। প্রতিটি ফোনকলে আসা অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ তৎপর হচ্ছে। গ্রামের মহিলারা এখন অনেক সচেতন। তাঁরা সরাসরি আমাদের জানাচ্ছেন এবং এতে আমাদের কাজ সহজ হচ্ছে।
>
> – **ধীমান মিত্র,** এসডিপিও, দিনহাটা

কড়া পদক্ষেপ

- কালীপুজোর পর থেকেই দিনহাটার বিভিন্ন গ্রামে জুয়ার রমরমা চলছে
- ১৭-১৮ জন মহিলা জুয়া আসর নিয়ে এসডিপিও ধীমান মিত্রকে ফোনে অভিযোগ জানিয়েছেন
- এখনও পর্যন্ত ৪৪ জনকে আটক করা হয়েছে, প্রায় ৫৫ হাজার টাকা বাজেয়াপ্ত হয়
- প্রায় ১২টি জুয়ার দল ধরা পড়েছে

দিনহাটা থানার আইসি জয়দীপ মোদক জানান, জুয়া বন্ধ করতে পুলিশ বদ্ধপরিকর। এখনও পর্যন্ত ৪৪ জনকে আটক করা হয়েছে। এছাড়া প্রায় ৫৫ হাজার টাকা বাজেয়াপ্ত হয়েছে। প্রায় ১২টি জুয়ার দল ধরা পড়েছে। এছাড়া এলাকাজুড়ে এরকম অভিযান প্রতিনিয়ত চলবে বলে জানিয়েছেন।

এদিকে জুয়ার আসরের এমন রমরমায় উদ্বিগ্ন গোটা দিনহাটা মহকুমা। মানুষ এর বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ করার দাবি জানিয়েছেন। তাঁদের মতে, পুলিশের লাগাতার অভিযানই আপাতত একমাত্র ভরসা।

বড় শৈলমারি গ্রাম পঞ্চায়েতের রেখা বর্মন এই ব্যাপারে ভুক্তভোগী। তাঁর স্বামী তিনদিন ধরে বাড়িই ফেরেন না। অভিযোগ, দিনের পর দিন তাঁর স্বামী জুয়ার আসরেই বসে থাকেন। কালীপুজোর পর থেকেই দিনহাটার বিভিন্ন গ্রামে জুয়ার রমরমা চলছে। তাতে অতিষ্ঠ হয়ে পড়ছেন সাধারণ মানুষ। পুলিশকে একনাগাড়ে ফোন করে অভিযোগ জানানো হচ্ছে।

নয়ানজুলিতে ট্রেলার

চ্যাংরাবান্ধা, ২৮ অক্টোবর : সোমবার রাতে চ্যাংরাবান্ধা গ্রাম পঞ্চায়েতের চৌরঙ্গি এলাকায় বড়সড়ো দুর্ঘটনার হাত থেকে রক্ষা পায় একটি ট্রেলার। স্থানীয় সূত্রের খবর, ট্রেলারটি চৌরঙ্গির সুটুঙ্গা সেতু এলাকায় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার ধারে নয়ানজুলিতে পড়ে যায়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয় মেখলিগঞ্জ থানার পুলিশ। পুলিশ সূত্রে খবর, ট্রেলারটির সামান্য ক্ষতি হলেও দুর্ঘটনায় কেউ হতাহত হয়নি। ট্রেলারটি খালি ছিল এবং চৌরঙ্গি থেকে রানিরহাটের দিকে যাচ্ছিল। স্থানীয়দের সহায়তায় পরবর্তীতে ট্রেলারটি গন্তব্যের দিকে রওনা হয়।

কর্মীসভা

গোপালপুর, ২৮ অক্টোবর : আগামী ১০ নভেম্বর ত্রিপুরায় সন্তানদলের কর্মসূচি এবং ১৪ নভেম্বর মাথাভাঙ্গা-২ ব্লকের নিশিগঞ্জে সন্তানদলের কর্মসূচিকে সফল করতে মঙ্গলবার মাথাভাঙ্গা-১ ব্লকের কেদারহাট গ্রাম পঞ্চায়েতের জোড়শিমুলি এলাকায় সন্তানদলের কর্মীসভা অনুষ্ঠিত হল। এই কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের উত্তরবঙ্গ কমিটির কার্যনির্বাহী সদস্য তপন রায় প্রধান, মেখলিগঞ্জ মহকুমা কমিটির সম্পাদক ভবেশ রায়, কেদারহাট অঞ্চল সংগঠক জিতেন বর্মন সহ অন্যরা।

খুঠামারা নদীর চানঘাটে সেতুর কাজ শুরু

শীতলকুচি, ২৮ অক্টোবর : বাসিন্দাদের দাবি মেনে সেতু তৈরির কাজ শুরু করল উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তর। মঙ্গলবার সেতুর প্রথম পিলারের কাজ শুরু হয় শীতলকুচি ব্লকের খুঠামারা নদীর চানঘাটে। উপস্থিত ছিলেন শীতলকুচি পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি মদন বর্মন, তৃণমূল কংগ্রেসের ব্লক সভাপতি তপনকুমার গুহ প্রমুখ। সেতুটির জন্য উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তর প্রায় ৫ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছে। ইতিমধ্যে টেন্ডার হয়েছে।

চানঘাটে সেতু তৈরির জন্য বসানো হচ্ছে পিলার। -সংবাদচিত্র

এবিষয়ে শীতলকুচি পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি মদন বর্মনের বক্তব্য, 'চানঘাটের সেতুর দাবি বিভিন্ন দপ্তরে জানিয়েও কোনও লাভ হচ্ছিল না। তৃণমূল কংগ্রেসের ব্লক সভাপতি তপনকুমার গুহ নিজে উদ্যোগ নিয়ে দপ্তরের মন্ত্রী উদয়ন গুহর নজরে আনেন বিষয়টি। অবশেষে সেতুর দাবি পূরণ হতে যাচ্ছে।'

দীর্ঘদিন ধরে বাঁশের সাঁকো দিয়েই চানঘাট পারাপার করতে হত বাসিন্দাদের। এই সাঁকো দিয়েই যাতায়াত করেন পূর্ব শীতলকুচি, চানঘাট, নেলেরবাড়ি, আক্রারহাট এলাকার কয়েক হাজার মানুষ। প্রতি বছরই বর্ষায় জলের স্রোতে সাঁকো ভেঙে গেলে সমস্যায় পড়ত স্কুল, কলেজের পড়ুয়ারা। সেতু না থাকায় কৃষকের উৎপাদিত ফসল প্রায় ৮ কিলোমিটার ঘুরপথে গোঁসাইরহাট বাজারে বিক্রির জন্য নিয়ে যেতে হয়। এতে যাতায়াত খরচ অনেক বেশি পড়ে। তাই সেতুর দাবি পূরণ হওয়ায় খুশি গ্রামবাসীরা।

স্থানীয় বাসিন্দা বুলু বর্মনের কথায়, 'প্রতি বছর গ্রাম পঞ্চায়েত থেকে এই ঘাটে বাঁশের সাঁকো বানিয়ে দেওয়া হত। কয়েক হাজার লোকের যাতায়াতে দ্রুত ভেঙে যায় সাঁকো। ভোগান্তি হত বাসিন্দাদের। সেতু তৈরির ব্যবস্থা করায় ধন্যবাদ জানাই উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরকে।'

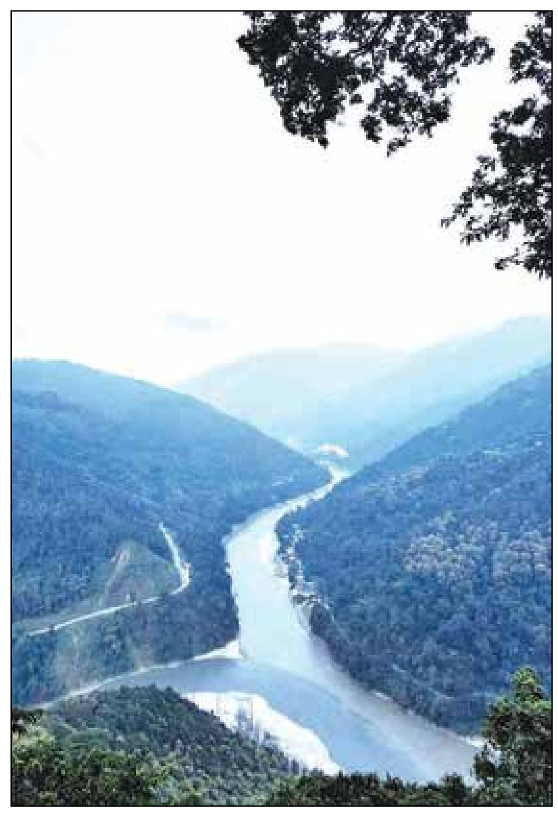

নিসর্গ।। দার্জিলিংয়ের লাভার্স ভিউপয়েন্টে ছবিটি তুলেছেন সুদেষ্ণা সেন।

পাঠকের লেন্সে
8597258697
picforubs@gmail.com

সাঁকোর বদলে কালভার্ট দাবি

বুল নমদাস

নয়ারহাট, ২৮ অক্টোবর : ভোট এলে রাজনৈতিক দলগুলির নেতারা প্রতিশ্রুতি দেন ঠিকই, কিন্তু বাস্তবে সমস্যার সমাধান ঘটে না মাথাভাঙ্গা-১ ব্লকের শিকারপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের পূর্ব মোহনপুর এলাকার বাসিন্দাদের। কোনও উপায় না পেয়ে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে নড়বড়ে বাঁশের সাঁকো হয়েই নদী পারাপার করতে হয় গ্রামবাসীকে। একাধিকবার কালভার্ট তৈরির দাবি উঠলেও তা কার্যকর হয়নি বলে জানিয়েছেন স্থানীয়রা।

শিকারপুরের পূর্ব মোহনপুর বুথে এক হাজারের বেশি মানুষের বসবাস। তাঁদের অনেকেই নিত্যদিন শিউলি নদীর সাঁকো পেরিয়ে হাটবাজার সহ অন্যত্র যাতায়াত করেন। সাঁকো থেকে খানিক দূরেই পঞ্চায়েত সদস্যের বাড়ি। ভোটারদের অনেকেই নানা প্রয়োজনে পঞ্চায়েত সদস্যের বাড়িতে যাতায়াত করতে হয়।

নড়বড়ে সাঁকো পেরিয়ে যাতায়াত। পূর্ব মোহনপুরে। সংবাদচিত্র

স্থানীয় নিতাই বর্মনের কথায়, 'নড়বড়ে সাঁকোর ওপর দিয়ে যাতায়াত করা ঝুঁকিপূর্ণ। তবুও অনেকে সাঁকোর ওপর দিয়ে বাইক বা সাইকেল ঠেলে নিয়ে যান। যে কোনও মুহূর্তে অঘটন ঘটে যেতে পারে। সাধারণ মানুষের সুরক্ষার স্বার্থেই সাঁকোর জায়গায় কালভার্ট তৈরি করা উচিত।'

স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্য উজ্জ্বলশংকর বর্মনের বক্তব্য, 'কালভার্ট তৈরির বিষয়টি একাধিকবার ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নজরে আনা হয়েছে। কিন্তু কোনও সুরাহা হয়নি। ফের বিষয়টি নিয়ে ওপরমহলে যোগাযোগ করা হবে।'

স্থানীয়দের অসুবিধার বিষয়টি নিয়ে শিকারপুর গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান দীপিকা বর্মনের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেন, 'দ্রুত কালভার্ট তৈরির বিষয়ে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনা করা হবে।' তৃণমূলের শিকারপুর অঞ্চল সভাপতি নিত্যজিৎ বর্মনও বিষয়টি নিয়ে প্রশাসনের সঙ্গে যোগাযোগ করার আশ্বাস দিয়েছেন। এত আশ্বাসের পর এখন দেখার কত দ্রুত ওই এলাকায় কালভার্ট তৈরি হয়।

প্রতীক্ষালয়ে যান না যাত্রীরা, থামে না বাস

অমৃতা দে

দিনহাটা, ২৮ অক্টোবর : দিনহাটা থেকে চৌধুরীহাট যাওয়ার পথটা একসময় ছিল জনবহুল। সকালবেলায় স্কুলগামী পড়ুয়া, অফিসযাত্রী, আর বাজারের দিকে রওনা দেওয়া মহিলাদের কোলাহলে মুখরিত থাকত গোটা রাস্তা। আমবাড়ি, নিগমনগর, সাতপুকুর, সাহেবগঞ্জ একটার পর একটা প্রতীক্ষালয় যেন ছিল সেই যাত্রাপথের ছায়াসঙ্গী।

আজও সেই প্রতীক্ষালয়গুলি দাঁড়িয়ে রয়েছে। কিন্তু সেখানে নেই যাত্রী, নেই বাসের হর্ন। শুধু ভাঙাচোরা বেঞ্চ, ধুলো মাখা ছাউনি আর নীরবতার শব্দ। দুপুরের রোদে প্রতীক্ষালয়ের পাশে বসে থাকে গ্রামের কয়েকজন বয়স্ক মানুষ। কখনও আড্ডা, কখনও তাস খেলা চলে। কেউ কেউ আবার সেই জায়গাগুলিকে বাড়ি তৈরির সামগ্রী রাখার ঘর বানিয়ে ফেলেছেন। যেন যাত্রার অপেক্ষা মুছে গিয়ে এখন তা গ্রামীণ জীবনের অন্য কাজে মিশে গিয়েছে।

মনোজ রায় এক সময় বাস ধরে প্রতিদিন এই রাস্তা ধরে অফিস যেতেন। তাঁকে বলতে শোনা গেল, 'আমাদের সময়ে এই প্রতীক্ষালয়গুলি ছিল প্রাণবন্ত। সকাল সকাল দাঁড়িয়ে থাকতাম বাসের জন্য। আজ সেখানে গোরু ছাগল বসে, কেউ আর যাত্রী নয়, সবাই কেবল দর্শক।'

প্রায় তিন দশক আগেও এই পথে চলত সরকারি ও বেসরকারি বাস। প্রতীক্ষালয় মানেই ছিল গ্রামের মানুষের মিলনক্ষেত্র। বৃষ্টি এলে আশ্রয়, গরমে বিশ্রাম সবই মিশে ছিল সেই কংক্রিটের ঘরে। কিন্তু সময়ের সঙ্গে বদলেছে যাতায়াতের ব্যবস্থা। টোটো, ছোটগাড়ির যুগে মানুষ আর নির্দিষ্ট সময়ে বাস ধরার প্রয়োজন বোধ করে না। নিগমনগরের রুবিনা খাতুনের কথায়, 'এখন টোটো, অটো সব সময় পাওয়া যায়। তাই কেউ আর দাঁড়িয়ে থাকে না। কিন্তু মাঝেমাঝে যখন পুরোনো প্রতীক্ষালয়টার সামনে দিয়ে যাই, মনে হয় ও যেন এখনও কারও জন্য অপেক্ষা করছে।'

একসময়ের ব্যস্ত প্রতীক্ষালয়গুলি আজ যেন নিঃসঙ্গ প্রহরী। রাস্তা পেরিয়ে যায় নতুন প্রজন্মের যান, কিন্তু এই প্রতীক্ষালয়গুলি রয়ে গিয়েছে অতীতের প্রহরী হয়ে, যেন চুপচাপ অপেক্ষা করছে সেই দিনের জন্য, যখন কেউ এসে বলবে, 'চলো, বাস এসেছে।'

প্রতীক্ষালয়ের সামনে যাত্রী নেই, পড়ে রয়েছে নির্মাণসামগ্রী।

অত্যাধুনিক কমিউনিটি হল চাইছে মেখলিগঞ্জ

শুভ্রজিৎ বিশ্বাস

মেখলিগঞ্জ, ২৮ অক্টোবর : মেখলিগঞ্জে অত্যাধুনিক মানের কমিউনিটি হল তৈরির দাবি উঠছে বিভিন্ন মহল থেকে। ৯টি ওয়ার্ডবিশিষ্ট শহর মেখলিগঞ্জ। বরাবরই সাংস্কৃতিক দিক থেকে সমৃদ্ধ এই শহর। দু'দশক আগে শহরে 'কথা ও গান সাংস্কৃতিক ভবন' নামে একটি কমিউনিটি হল তৈরি করা হয়েছিল। দীর্ঘদিন যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে বেশকিছু সমস্যা রয়েছে এই হলটিতে। সাংস্কৃতিক ভবনটি শীতাতপনিয়ন্ত্রিত নয়।

হলটিতে তাছাড়া হলে পার্কিংয়ের জন্য কোনও জায়গা নেই। এর ফলে যানবাহন বেশি হলে সমস্যা বাড়ে। এছাড়া সমস্যা রয়েছে আলো, সাউন্ডের পাশাপাশি গ্রিনরুমেরও। মেখলিগঞ্জের সংস্কৃতিপ্রেমী মানুষের দাবি, এবার পরিকল্পনা করে শহরে তৈরি করা হোক অত্যাধুনিক কমিউনিটি হল। এতে একদিকে যেমন সাংস্কৃতিক দিককে তুলে ধরার সুযোগ হবে, অন্যদিকে তেমনই পুরসভার আরেকটি আয়ের পথ খুলবে।

মেখলিগঞ্জের বাসিন্দা মানস কর বলেন, 'মেখলিগঞ্জের একটা সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য রয়েছে। তাকে ধরে রাখতে সময়োপযোগী একটি অত্যাধুনিক কমিউনিটি হল গড়ে তোলা ভীষণ প্রয়োজন। মেখলিগঞ্জে একটি কমিউনিটি হল থাকলেও তাতে বেশকিছু পরিকাঠামোগত ত্রুটি সৃষ্টি হয়েছে। এই ত্রুটিগুলি পূরণ করা কিছু ক্ষেত্রে ব্যয়সাধ্য এবং কিছু ক্ষেত্রে অসম্ভব। তাই নতুন প্রেক্ষাগৃহ তৈরির বিষয় ভেবে দেখা উচিত।'

কথা ও গান সাংস্কৃতিক ভবন। -সংবাদচিত্র

সমস্যা যেখানে

- 'কথা ও গান সাংস্কৃতিক ভবন' নামে একটি কমিউনিটি হল তৈরি হয়েছিল
- নেই যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণের ব্যবস্থা, সমস্যা রয়েছে আলো, সাউন্ডের পাশাপাশি গ্রিনরুমেরও
- এই ত্রুটিগুলি পূরণ করা কিছু ক্ষেত্রে ব্যয়সাধ্য এবং কিছু ক্ষেত্রে অসম্ভব

শহরের আরেক বাসিন্দা শুভজিৎ দাস বলেন, 'মেখলিগঞ্জে এই মুহূর্তে একটি অত্যাধুনিক কমিউনিটি হল ভীষণ প্রয়োজন। যে হলটি বর্তমানে রয়েছে তাতে জায়গা সংকীর্ণ হওয়ার পাশাপাশি আরও অনেক অসুবিধা রয়েছে। এইসব সমস্যার সমাধান করা কোনওভাবেই সম্ভব নয়। তাই আমরা নতুন কমিউনিটি হলের দাবি করছি।'

দাবির বিষয়ে মেখলিগঞ্জ পুরসভার চেয়ারম্যান প্রভাত পাটনি বলেন, 'শহরে অত্যাধুনিক মানের একটি কমিউনিটি হলের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। তবে কমিউনিটি হল তৈরির ক্ষেত্রে আমাদের কাছে সবচেয়ে বড় সমস্যা হল, উপযুক্ত জায়গা খুঁজে বের করা। জায়গা নির্বাচন হলে আমরা সংশ্লিষ্ট দপ্তরের কাছে প্রস্তাব পাঠাব।'

পুলিশ ল্যাব

ডিজিটাল দুনিয়ায় মহিলাদের নিরাপত্তা বাড়াতে অত্যাধুনিক সাইবার অপরাধ তদন্ত ল্যাবরেটরি গড়ে তুলছে কলকাতা পুলিশ। নির্ভয়া তহবিলের আওতায় প্রায় ৬ কোটি টাকায় তৈরি হবে এটি।

দেহ উদ্ধার

আসানসোলে তৃণমূলের প্রাক্তন বোরো চেয়ারম্যান বেবি বাউড়ির বাড়ির পেছন থেকে কার্তিক বাউড়ি নামক তরুণের মৃতদেহ উদ্ধার হল মঙ্গলবার। পরিবারের দাবি, কার্তিককে খুন করা হয়েছে।

সীমান্তে সোনা

পাচার রুখে বনগাঁর পেট্রোপোল সীমান্তে বিএসএফ উদ্ধার করল আড়াই কোটি টাকার সোনা। অভিযোগ, ট্রাকে করে সোনা পাচার হচ্ছিল। ট্রাকচালককে আটক করা হয়েছে।

পিটিয়ে খুন

বিষ্ণুপুরে স্ত্রীর সামনেই স্বামীকে পিটিয়ে খুনের অভিযোগ উঠল প্রতিবেশীদের বিরুদ্ধে। ঘটনার পর থেকে অভিযুক্ত প্রতিবেশীরা পলাতক। তদন্ত চালাচ্ছে পুলিশ।

বাউলের এই মনটা রে... মঙ্গলবার বীরভূমে। ছবি-পিটিআই।

বিএলএ কম সব দলেরই

সময়ে এসআইআর শেষ হওয়া নিয়ে সন্দেহ

অরূপ দত্ত

কলকাতা, ২৮ অক্টোবর : ভোটার তালিকার নিবিড় সংশোধন বা এসআইআর-এর কাজে রাজনৈতিক দলগুলির যে প্রতিনিধি দেওয়ার কথা ছিল, তা এখনও বিশবাঁও জলে। মঙ্গলবার কলকাতায় মুখ্য নির্বাচনি আধিকারিকের দপ্তরে আয়োজিত সর্বদল বৈঠকে সিইও মনোজ আগরওয়াল দ্রুততার সঙ্গে বুথ লেভেল এজেন্টের তালিকা দেওয়ার বিষয়ে ফের আর্জি জানিয়েছেন। তৃণমূল সহ সব রাজনৈতিক দলের তরফেই সিইওকে আশ্বস্ত করে বলা হয়েছে, এব্যাপারে যতটা সম্ভব তারা করবে। সিইও বলেন, 'আমরা এমন ভোটার তালিকা তৈরি করব যে, একজন বৈধ ভোটারও বাদ যাবে না।'

এখনও পর্যন্ত রাজ্যের প্রায় ৮০ হাজারেরও বেশি বুথে সব রাজনৈতিক দলের দেওয়া এজেন্টের সংখ্যা সাকুল্যে ১৮ হাজারের কিছু বেশি। ৪ নভেম্বর মঙ্গলবার থেকে তালিকা যাচাই করতে বাড়ি বাড়ি যাওয়া শুরু করবেন বিএলওরা। সেই কাজে বিএলওদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বুথের সব রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিদেরও থাকার কথা। কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতিতে সেই কাজ কীভাবে সম্ভব হবে তা নিয়ে স্পষ্ট উত্তর এদিন দিতে পারেনি কমিশন। সিইও মনোজ আগরওয়াল বলেন, 'আমরা সব রাজনৈতিক দলের কাছেই দ্রুততার সঙ্গে তাঁদের বিএলএ-২-র তালিকা কমিশনে জমা দিতে বলেছি। আশা করছি সুষ্ঠু ভোটার তালিকা তৈরির স্বার্থে সব রাজনৈতিক দলের থেকেই এবিষয়ে সহযোগিতা পাব।'

সর্বদলীয় বৈঠকে সিইও'র সঙ্গে বিভিন্ন দলের নেতা। ছবি-রাজীব মণ্ডল।

মঙ্গলবার থেকে বিএলওরা এনুমারেশন ফর্ম নিয়ে তাঁর বুথের প্রতিটি বাড়িতে যাওয়া শুরু করবেন ভোটারদের চিহ্নিতকরণ ও তথ্য যাচাই করতে। কোনও ভোটারের বৈধতা বা শনাক্তকরণে কোনও সংশয় থাকলে বিএলওকে ওই বুথের সব রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিদের (বিএলএ-২) সঙ্গে সহমতের ভিত্তিতে সেই বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। সেক্ষেত্রে বিএলএ-২ না থাকলে ওই বুথের ভোটার তালিকা সংশোধনের কাজ কার্যত অসম্ভব হয়ে পড়তে পারে। কারণ বিএলএ-২ ছাড়া তালিকা সংশোধনের কাজ বিএলও একতরফাভাবে করলে তাতে পরবর্তীকালে পক্ষপাতের অভিযোগ ওঠা খুবই সম্ভব। এই পরিস্থিতিতে নির্দিষ্ট সময়ের (৩ মাসের) মধ্যে ভোটার তালিকা সংশোধনের কাজ কীভাবে সম্ভব হবে তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে বিভিন্ন মহলে। মুখে না স্বীকার করলেও উদ্বিগ্ন কমিশনও। যদিও এদিন সিইও বলেন, 'বিহারেও এসআইআর শুরুর সময় বুথ লেভেল এজেন্ট পর্যাপ্ত সংখ্যায় ছিল না। প্রক্রিয়া চলাকালীন ধাপে ধাপে তাঁরা যুক্ত হয়েছেন।'

বৈঠকে বিজেপির সিএএ শিবির করা নিয়ে তুমুল হইচই করে তৃণমূল, সিপিএম ও কংগ্রেস। সিপিএমের সুজন চক্রবর্তী বলেন, 'যখন কমিশন এসআইআর করছে, তখন একটা দল সিএএ শিবির করছে। নাগরিকত্ব দেওয়ার কথা বলছে। সমান্তরালভাবে এই দুটো প্রক্রিয়া চলতে পারে না। এটা কমিশনকে দেখতে হবে। ঐতিহাসিক কারণে বাংলা ভাগ হয়েছে। তার জন্য বাংলাভাষীদের বাংলাদেশি বলে দাগিয়ে দেওয়া যাবে না। নাগরিকত্ব যাচাই করার অধিকার কে দিয়েছে কমিশনকে?'

তৃণমূলের অরূপ বিশ্বাস বলেন, 'এই সময়েই সিএএ করতে বিজেপি ক্যাম্প করবে কেন? সিএএ-র বিরুদ্ধে আমরা পথে নামছি।' ফিরহাদ হাকিম বলেন, 'ইলেকশন কমিশন ও বিজেপি ভাই ভাই এটা আমরা চলতে দেব না।' সিএএ শিবিরের বিরোধিতায় তৃণমূলের সঙ্গে গলা মেলানোয় বাম-কংগ্রেসকে তৃণমূলের বি টিম বলে কটাক্ষ করেছে বিজেপি। যদিও সিইও বলেন, 'সিএএ ক্যাম্প কে করছে সেটা আমাদের জানার বিষয় নয়। সিইও অফিস কমিশনের নির্দেশ মেনে নির্ভুল ভোটার তালিকা তৈরি করবে।'

ফের অভিযোগ শ্লীলতাহানির

কলকাতা, ২৮ অক্টোবর : পার্ক স্ট্রিট গণধর্ষণ কাণ্ডে ১৩ বছর আগে দোষী সাব্যস্ত হওয়া নাসির খানের নাম ফের শ্লীলতাহানির অভিযোগে জড়াল। রবিবার রাতে কলকাতার বাইপাস সংলগ্ন একটি হোটেলের নাইট ক্লাবে এক তরুণীকে হেনস্তার অভিযোগ উঠেছে নাসির ও তাঁর বন্ধু জুনেদ খানের বিরুদ্ধে। ইতিমধ্যেই ওই তরুণী তাঁদের দু'জনের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেছেন। অভিযোগের ভিত্তিতে তাঁদের নোটিশ পাঠানোর প্রক্রিয়া শুরু করেছে পুলিশ। তাঁদের বিরুদ্ধে ভারতীয় ন্যায়সংহিতার ১১৫(২), ১১৭(২), ১২৬(২), ৩(৫), ৩৫১(২) ও ৭৪ ধারায় মামলা দায়ের করেছে। অভিযোগপত্রে মহিলা জানিয়েছেন, রবিবার রাতে ওই নাইট ক্লাবে স্বামী ও বন্ধুদের সঙ্গে পার্টি করছিলেন। আচমকা তাঁদের সঙ্গে বচসা শুরু করেন অভিযুক্ত ও তাঁর সঙ্গীরা। তারপরই তাঁকে শারীরিকভাবে হেনস্তা করা হয়। যৌন হেনস্তারও চেষ্টা করা হয়। পরে পুলিশ তাঁকে উদ্ধার করে। ঘটনার পর থেকে তাঁকে হুমকিও দেওয়া হচ্ছে বলে অভিযোগ।

২০১২ সালে পার্ক স্ট্রিট গণধর্ষণ কাণ্ড নিয়ে রীতিমতো তোলপাড় হয়েছিল। পার্ক স্ট্রিটের এক পানশালা থেকে এক তরুণী ফেরার সময় বিশ্বাস করে নাসিরদের গাড়িতে উঠেছিলেন। চলন্ত গাড়িতেই ওই তরুণীকে ধর্ষণ করা হয়। নাসির সহ ৫ জনের বিরুদ্ধে গণধর্ষণের অভিযোগ ওঠে। তরুণীকে গণধর্ষণের পর রবীন্দ্রসদনের কাছে গাড়ি থেকে রাস্তায় ফেলে পালিয়ে যান অভিযুক্তরা। ধরা পড়েন নাসির, রুমান খান, সুমিত বাজাজ। ২০১৫ সালে ৫ জনকে দোষী সাব্যস্ত করা হয়। ২০১৬ সালে মূল অভিযুক্ত কাদের খান ও আলি ধরা পড়েন। নাসির অবশ্য পরবর্তীতে জামিন পেয়েছেন। এরই মধ্যে তাঁর বিরুদ্ধে ফের শ্লীলতাহানির অভিযোগ উঠল।

চাপ বাড়াতে ফের সক্রিয় ইডি

কলকাতা, ২৮ অক্টোবর : পুর নিয়োগ দুর্নীতিতে মঙ্গলবার সকাল থেকেই শহরে একাধিক জায়গায় তল্লাশি চালাল কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা ইডি। বেলেঘাটা, বেন্টিঙ্ক স্ট্রিট, পার্ক স্ট্রিট সহ একাধিক জায়গায় অভিযান চালানো হয়। জানা গিয়েছে, বেলেঘাটার ৭৫ নম্বর হেমচন্দ্র নস্কর রোডে এক ব্যবসায়ীর বাড়িতে ইডির ৬ সদস্যের দল পৌঁছোয়। ব্যবসায়ীর ভাইয়ের বাড়িতেও তল্লাশি চালানো হয়। এছাড়াও ১০/১ প্রিন্সেপ স্ট্রিটের একটি ঠিকানাতেও হানা দেয় ইডির দল। সূত্রের খবর, শীঘ্রই পুর নিয়োগ দুর্নীতিতে ফের চার্জশিট দেবে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। তাই তদন্তে আরও গতি আনা হয়েছে। ইতিমধ্যেই আরও বেশ কয়েকটি জায়গায় তারা হানা দেবে।

এদিন এসএসসির একটি মামলায় নিজের হয়ে ভার্চুয়ালি সওয়াল করেছেন প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়। তাঁর দাবি, বিচার প্রক্রিয়া যেন দ্রুত শেষ হয়। প্রয়োজনে নিজেই নিজের হয়ে সওয়াল করতে রাজি আছেন তিনি। তিনি সম্প্রতি সুপ্রিম কোর্ট ও হাইকোর্ট থেকে জামিন পেয়েছেন। কিন্তু তাঁর মুক্তি নির্ভর করছে প্রধান সাক্ষীদের সাক্ষ্যগ্রহণের ওপর। দু'মাসের মধ্যে তা সম্পন্ন করতে হবে। এই প্রক্রিয়া দ্রুত হোক, এটাই চাইছেন প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী। এরই মধ্যে শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতি নিয়েও তৎপর হচ্ছে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। এসএসসির মামলায় শিক্ষা আধিকারিকদের বিরুদ্ধে একের পর এক বিস্ফোরক অভিযোগ এনেছেন।

তড়িঘড়ি হাইকোর্টে আর্জি রাজ্যের

১০০ দিনের বরাদ্দ চাই

কলকাতা, ২৮ অক্টোবর : সুপ্রিম কোর্টের রায় প্রকাশ্যে আসতেই ১০০ দিনের কাজ নিয়ে কলকাতা হাইকোর্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করল রাজ্যের পঞ্চায়েত দপ্তর। বকেয়া টাকার দাবি সহ একাধিক অভিযোগ নিয়ে হাইকোর্টে মামলা দায়ের হয়েছিল। সেই মামলা এখনও বিচারাধীন। মামলাগুলির দ্রুত নিষ্পত্তির আর্জি জানিয়ে ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি সুজয় পাল ও বিচারপতি স্মিতা দাস দে'র ডিভিশন বেঞ্চের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। ৭ নভেম্বর শুনানি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

১ অগাস্ট থেকে রাজ্যে ১০০ দিনের কাজ চালু করতে নির্দেশ দিয়েছিলেন তৎকালীন প্রধান বিচারপতি টিএস শিবজ্ঞানমের ডিভিশন বেঞ্চ। কেন্দ্রকে প্রয়োজনীয় অর্থ দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। এই নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে কেন্দ্র শীর্ষ আদালতের দ্বারস্থ হতেই হাইকোর্টের নির্দেশ বহাল থাকে। রাজনৈতিক মহলের মতে, সুপ্রিম কোর্টের এই রায়ের ফলে স্বস্তি পেয়েছে রাজ্যের শাসক দল। এতদিন কেন্দ্রের বিরুদ্ধে টাকা বকেয়া থাকার যে অভিযোগ তারা করছিল, তার পক্ষেই রায় গিয়েছে। দেশের শীর্ষ আদালতে বিষয়টির সমাধান হতেই হাইকোর্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। আদালত সূত্রে খবর, ৫১ হাজার কোটি টাকা বকেয়া রয়েছে। সেই বিষয়টি আদালতে উল্লেখ করা হয়েছে। এছাড়াও মনরেগা প্রকল্পে যাঁরা কাজ করেছেন, এরকম প্রকৃত সুবিধাভোগীরা এখনও টাকা পাননি এই বিষয়টি নিয়েও আদালতের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন আইনজীবী শামিম আহমেদ। মামলাগুলি একযোগে শুনানির সম্ভাবনা রয়েছে।

১০০ দিনের কাজ নিয়ে কলকাতা হাইকোর্টের একাধিক মামলা দায়ের হয়েছিল। পশ্চিমবঙ্গ খেতমজুর সমিতি, বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীরা কাজ চালুর জন্য আর্জি জানিয়েছিলেন। এদিনই রাজ্যের পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়নমন্ত্রী প্রদীপ মজুমদার জানান, পরিসংখ্যান তুলে ধরে বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলিতে ১০০ দিনের কাজে কত পরিমাণ টাকা নয়ছয় হয়েছে, তা দেখান। সেই রাজ্যগুলিতে কতগুলি কেন্দ্রীয় দল গিয়েছে তা নিয়েও প্রশ্ন তোলেন তিনি।

ছটপুজো উপলক্ষ্যে অনুষ্ঠান। মঙ্গলবার কলকাতায়। ছবি-পিটিআই।

সপ্তমীতেই ভাঙল মণ্ডপ

কলকাতা, ২৮ অক্টোবর : এবার জগদ্ধাত্রী পুজোর এক মাস আগে থেকেই চন্দননগরের কানাইলাল পল্লির পুজোর টিজার ছিল 'বিশ্বের সবচেয়ে বড় জগদ্ধাত্রী'। ৭০ ফুটের মণ্ডপ ও প্রায় ৬০ ফুটের প্রতিমাও তৈরি করেছিল তারা। কিন্তু মঙ্গলবার জগদ্ধাত্রী পুজোর সপ্তমীতেই ভিড়ের চাপে হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়ল মণ্ডপ। ঘটনায় জখম হলেন ১৫ জন। তাঁদের মধ্যে দু-জনের অবস্থা গুরুতর। জখমদের চন্দননগর মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসা চলছে। দু-জনকে পাঠানো হয়েছে চুঁচুড়া জেলা হাসপাতালে। একই ধরনের ঘটনা ঘটেছে পূর্ব মেদিনীপুরের তমলুকে। ঘূর্ণিঝড় মন্থার প্রভাবে এদিন সকাল থেকেই দুই মেদিনীপুরের আবহাওয়া খারাপ ছিল। দমকা হাওয়ার দাপটে বিকেল নাগাদ তমলুকের হাকোল্লা এলাকায় জগদ্ধাত্রীপুজোর জন্য বানানো একটি বিশাল তোরণ ভেঙে পড়ে। বন্ধ হয়ে যায় তমলুক-পাঁশকুড়া রাজ্য সড়ক। ঝড়ের দাপট কমার পর বাঁশের কাঠামো সরানো হলে রাজ্য সড়ক ফের চালু হয়।

এদিন সকাল থেকেই চন্দননগর, মানকুণ্ডু, ভদ্রেশ্বরে দর্শনার্থীদের ভিড় ছিল চোখে পড়ার মতো। প্রতিবার নবমীতে যে ভিড় দেখা যায়, এবার সপ্তমীতেই সেই ভিড় দেখা গিয়েছে। কানাইলাল পল্লির সর্ববৃহৎ জগদ্ধাত্রী দেখার জন্য মানুষের উৎসাহ ছিল বেশি। প্রতিমা ভারী হতে পারে এই আশঙ্কা করে ফাইবারের প্রতিমা এবারে তৈরি করা হয়েছিল। সন্ধ্যা নাগাদ ভিড় ক্রমশ বাড়তে শুরু করে। ভিড় সামলাতে হিমসিম খান স্বেচ্ছাসেবকরা। আর তখনই হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়ে মণ্ডপটি। প্রতিমাও মাটিতে পড়ে যায়। খবর পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে ঘটনাস্থলে আসে পুলিশ। স্থানীয় লোক, ক্লাবের সদস্য এবং পুলিশ মণ্ডপের নীচে আটকে থাকা আহতদের উদ্ধার করে চন্দননগর মহকুমা হাসপাতালে পাঠায়।

খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসেন চন্দননগরের পুলিশ কমিশনার পি জাভালগি। রাত পর্যন্ত উদ্ধারকাজ চলে। দুর্ঘটনার কারণ খতিয়ে দেখতে তদন্ত শুরু হয়েছে। তবে এটা নিছক দুর্ঘটনা বলে মনে করছেন ক্লাবকর্তারা। চন্দননগর জগদ্ধাত্রী পুজো কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক শুভজিৎ সাউ বলেন, 'এর আগে চন্দননগরে এরকম দুর্ঘটনা ঘটেনি। আমরা প্রতিটি পুজো কমিটিকে ভিড় নিয়ন্ত্রণের জন্য অনুরোধ করেছি। পুজোর মধ্যে যাতে আর কোনও দুর্ঘটনা না ঘটে, সেদিকে আমাদের নজর রয়েছে।'

কলকাতা চলচ্চিত্র উৎসবের লোগো উন্মোচনে অরূপ বিশ্বাস, ইন্দ্রনীল সেন, প্রসেনজিৎ প্রমুখ।- রাজীব মণ্ডল।

১০ অফিসারের বদলি স্থগিতে প্রশ্নে নবান্ন

দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ২৮ অক্টোবর : নির্দেশিকা বেরনোর ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই কোচবিহার, পুরুলিয়া ও ঝাড়গ্রামের জেলাশাসক সহ ১০ জন আইএএস ও ডব্লুবিসিএস অফিসারের বদলির নির্দেশ স্থগিত করল নবান্ন। সোমবার রাজ্য সরকারি ছুটি চলাকালীনই ৬৪ জন আইএএস সহ মোট ৫১৭ জন পদস্থ অফিসারের বদলির নির্দেশিকা জারি করেছিল রাজ্য। তার মধ্যে কোচবিহার, পুরুলিয়া ও ঝাড়গ্রামের জেলাশাসকরাও ছিলেন। এছাড়াও বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ব্লকের বিডিওদের বদলি করা হয়েছিল। কিন্তু ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই নবান্নের পক্ষ থেকে সংশোধনী প্রকাশ করে ১০ জনের বদলি রুখে দেওয়া হল। এর মধ্যে জলপাইগুড়ি জেলার রাজগঞ্জের বিডিও প্রশান্ত বর্মনও রয়েছেন। তাঁকে আগে দু'বার বদলি করা হলেও পরে সেই পদে তাঁকে পুনর্বহাল করা হয়েছে। ফের তাঁর বদলি স্থগিত হয়ে যাওয়ায় প্রশ্ন উঠেছে। সোমবার ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সংশোধন বা এসআইআর ঘোষণার কয়েক ঘণ্টা আগেই একলপ্তে রেকর্ড সংখ্যক অফিসারকে বদলি করা হয়। কিন্তু হঠাৎই নির্দেশিকায় ১০ জন অফিসার কেন ছাড় পেলেন তা নিয়ে নবান্নের অন্দরে জল্পনা শুরু হয়েছে।

সোমবার বদলির নির্দেশিকা জারির পরে দিল্লিতে মুখ্য নির্বাচনী কমিশনার এসআইআর চালুর প্রক্রিয়া শুরু করার কথা ঘোষণা করেন। তার আগেই নির্বাচন কমিশনের কাছে লিখিত অভিযোগ জমা দেয় বিজেপি। রাজনৈতিক সুবিধা লাভের জন্যই এই বদলি করা হয়েছে বলে অভিযোগ ছিল গেরুয়া শিবিরের। এই নিয়ে নির্বাচন কমিশনের হস্তক্ষেপও দাবি করে তারা। নিয়ম অনুযায়ী এসআইআর চালু হলে বদলি সংক্রান্ত যাবতীয় নির্দেশিকা কার্যকর করার আগে নির্বাচন কমিশনের মতামত নেওয়া বাধ্যতামূলক। এমনকি আদর্শ আচরণবিধি কার্যকর থাকাকালীন নির্বাচন কমিশন যেভাবে প্রত্যক্ষভাবে প্রশাসনে হস্তক্ষেপ করে এসআইআর চালু হলে একইভাবে প্রশাসনিক ক্ষেত্রে হস্তক্ষেপের অধিকার রয়েছে কমিশনের। নবান্ন সূত্রের খবর, বিজেপির অভিযোগ পাওয়ার পরেই রদবদল সংক্রান্ত বিষয় কমিশন পর্যালোচনা করে। নির্দেশিকা জারি হলেও এসআইআর প্রক্রিয়া ঘোষণার আগে পর্যন্ত এই ১০ অফিসারের বদলি কার্যকর করা হয়নি। সেই সুযোগে কমিশনের পক্ষ থেকে মঙ্গলবার সকালেই নবান্নকে জানিয়ে দেওয়া হয়, বদলি কার্যকর না হওয়া অফিসারদের পুনর্বহাল করতে হবে।

নবান্ন সূত্রে খবর, কমিশনের এই নির্দেশিকা পাওয়ার পরেই এই অফিসারদের বদলির নির্দেশিকা প্রত্যাহার করা হয়। প্রশাসনিক ক্ষেত্রে বিজেপি নাক গলাচ্ছে বলে অভিযোগ জানিয়েছেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি বলেন, 'এই নির্বাচিত সরকারের ক্ষমতা ২৬ সালের মে মাস পর্যন্ত। কিন্তু অক্টোবর মাস থেকেই প্রশাসনকে কমিশনের মাধ্যমে প্রশাসনকে নিজেদের কুক্ষিগত করতে চাইছে বিজেপি। রাজ্য প্রশাসনের সিদ্ধান্তে তারা হস্তক্ষেপ করছে।'

ধর্ষণে ধৃত পদ্ম নেতার ভাইপো

দুর্গাপুর, ২৮ অক্টোবর : নাবালিকাকে ধর্ষণের অভিযোগে দুর্গাপুর পশ্চিমের বিজেপি বিধায়ক লক্ষ্মণ ঘোড়ুইয়ের ভাইপোকে মঙ্গলবার গ্রেফতার করল পুলিশ। ধৃতের নাম সহদেব ঘোড়ুই। এই ঘটনাকে রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র বলে দেগে শুভেন্দু অধিকারী বলেন, 'লক্ষ্মণ ঘোড়ুইয়ের পরিবারের কাউকে কালিমালিপ্ত করা হলে পুরো বিজেপি পরিবার তাঁর পাশে থাকবে। আইন আইনের পথে চলবে।'

২০২০ সালে দুর্গাপুরের কাঁকসার আমলাজোড়া এলাকার বাসিন্দা তথা বিজেপি নেতা সহদেবের বিরুদ্ধে দলেরই এক কর্মীর নাবালিকা সন্তানকে ধর্ষণের অভিযোগ ওঠে। থানায় তার পরিবার অভিযোগ দায়ের করতেই এলাকাছাড়া হয় সহদেব। পাঁচ বছর ধরে তার খোঁজ মেলেনি। পুলিশ জানিয়েছে, কিছুদিন আগে কাঁকসার রাজবাঁধে এক পরিচিতের বাড়িতে আসে সহদেব। এদিন সকালে প্রাতঃভ্রমণ করতে বেরোলে তাকে দেখে চিনতে পারেন স্থানীয় বাসিন্দারা। থানায় খবর দিলে সহদেবকে গ্রেফতার করে পুলিশ। তাকে দুর্গাপুর মহকুমা আদালতে পেশ করা হয়েছে।

নভেম্বরেই বিজেপির রাজ্য কমিটি

কলকাতা, ২৮ অক্টোবর : সম্ভবত নভেম্বরের শুরুতেই বিজেপির রাজ্য কমিটি ঘোষণা হতে চলেছে। প্রায় ৪ মাস আগে নতুন রাজ্য সভাপতি হিসেবে শমীক ভট্টাচার্য দায়িত্ব নেওয়ার পর প্রথামাফিক রাজ্যের সাধারণ সম্পাদক এবং রাজ্য কমিটি তৈরির প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল। শেষপর্যন্ত বহু টানাপোড়েনের পর তা চূড়ান্ত করা গিয়েছে বলে দলীয় সূত্রে জানা গিয়েছে। সেই সঙ্গেই শুরু হয়েছে নতুন কমিটি নিয়ে জল্পনা।

রাজ্য সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব নেওয়ার পরই শমীক প্রকাশ্যে বলেছিলেন, দলের আদি-নব্য দ্বন্দ্ব ঘুচিয়ে সহমতের ভিত্তিতে নতুন কমিটি গড়া হবে। আদি-নব্য দ্বন্দ্বে দলে নিষ্ক্রিয় হয়ে যাওয়া সকলকেই পদের কথা বিবেচনা না করে '২৬-এর বিধানসভা ভোটের লক্ষ্যে কাজ শুরু করার আহ্বান জানিয়েছিলেন। কিন্তু সাংগঠনিক ধাঁচা ঢেলে সাজানোর কাজ শুরু হতেই জেলায় জেলায় গোষ্ঠীকোন্দল বাড়তে থাকে। রাজ্য বিজেপির দুই শীর্ষ নেতা প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার ও বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর গোষ্ঠীর নেতা-কর্মীদের কমিটিতে রাখা নিয়ে টানাপোড়েন চরমে ওঠে। রাজ্য সভাপতির পছন্দের সঙ্গে এই দুই গোষ্ঠীর সমন্বয় করে তালিকা চূড়ান্ত করতে হস্তক্ষেপ করতে হয় কেন্দ্রীয় নেতা সুনীল বনসল, ভূপেন্দ্র যাদব এবং আরএসএসকে। যদিও প্রকাশ্যে রাজ্য সভাপতি বলেছেন, আমাদের দলে কোনও দ্বন্দ্ব নেই। দলের নির্দিষ্ট রীতি মেনেই যথাসময়ে সাংগঠনিক প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ হবে। জটিলতা কাটাতে কমিটির রদবদলে লক্ষণরেখা টেনে দিয়েছিলেন বনসল। তাঁর নির্দেশ ছিল, কোনও কমিটিতেই এক ধাক্কায় অর্ধেকের বেশি স্থায়ী সদস্যের পরিবর্তন করা যাবে না। দ্বিতীয়ত, যাঁরা সাংগঠনিক দায়িত্বে থাকবেন, তাঁদের '২৬-এর বিধানসভা ভোটে প্রার্থী করা হবে না। যদিও সূত্রের খবর, বনসলের এই ফর্মুলা একশোভাগ মানা যায়নি। রাজ্যের বর্তমান ৫ সাধারণ সম্পাদকের মধ্যে সর্বাধিক ২ থেকে ৩ জন বদলাতে পারে। সূত্রের খবর, লকেট চট্টোপাধ্যায় ও সাংসদ জ্যোতির্ময় সিং মাহাতোকে রেখে দিয়ে বাকি ৩ জনের জায়গায় নতুন মুখ আসতে পারে। মহিলা মোর্চা ও যুব মোর্চার দায়িত্বেও বদল হতে চলেছে। প্রাক্তন সাংসদ এক মহিলা নেত্রীকে মোর্চার দায়িত্ব দেওয়া হতে পারে। শমীক ঘনিষ্ঠ এক নেতা বলেন, 'সংঘের সঙ্গে আলোচনার ভিত্তিতে আদি-নব্যের সমন্বয়ে নতুন কমিটি হবে।'

এক ক্লিকে জানা যাবে গাছের সংখ্যা

নয়নিকা নিয়োগী

কলকাতা, ২৮ অক্টোবর : কলকাতা শহরজুড়ে কত গাছ আছে, এবার তা জানা যাবে পুরসভা সূত্রে। সাধারণ নাগরিকের জন্য তৈরি হচ্ছে ডিজিটাল ডেটাবেস। রাস্তার নাম লিখলেই গুগল ম্যাপের মাধ্যমে দেখতে পাওয়া যাবে কোথায় কোন গাছ রয়েছে। ক্লিক করলেই জানতে পারা যাবে গাছের সংখ্যা, প্রজাতি, উচ্চতা সহ যাবতীয় তথ্য। এর জন্য শীঘ্রই সমীক্ষা শুরু করবে পুরসভা। প্রকল্পটির জন্য দরপত্র ডাকার সিদ্ধান্তও নেওয়া হয়েছে। দূষণ নিয়ন্ত্রণ, গাছ কাটা রোধ, গাছের রক্ষণাবেক্ষণ ও নতুন গাছ রোপণের তথ্য সংগ্রহের জন্যই এই উদ্যোগ বলে জানিয়েছে পুরসভা। রাজ্যের দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ ও বন দপ্তর ইতিমধ্যেই পুরসভার এই উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়েছে।

দূষণমাত্রা যেভাবে বাড়ছে, তাতে কলকাতার পরিস্থিতি খুবই আশঙ্কাজনক হতে পারে বলে মনে করছেন পরিবেশবিদরা। শহরে গাছের সংখ্যা কত, সেই সম্পর্কে নাগরিকদের অবগত করতে এবার উদ্যোগী হল পুরসভা। একটি ইন্টারঅ্যাক্টিভ ডেটাবেস তৈরির মাধ্যমে শহরের পরিবেশ পরিকল্পনাকে আরও নিখুঁত করাই তাদের উদ্দেশ্য। দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের চেয়ারম্যান কল্যাণ রুদ্রর কথায়, 'খুবই প্রশংসনীয় উদ্যোগ। কেউ গাছ কেটে দিলে এবার থেকে সেই প্রমাণও পাওয়া যাবে। দূষণ নিয়ন্ত্রণ করা খুব সহজ হবে।'

পুরসভার ওয়েবসাইট বা মোবাইল অ্যাপ খুললেই গাছের অবস্থান জানা যাবে মানচিত্রে। বর্তমানে পুরসভার অধীনে মোট কত গাছ রয়েছে, তার কোনও নির্ভুল তথ্য নেই। উদ্যান বিভাগ সূত্রে খবর, রাস্তা ও পার্ক মিলিয়ে প্রায় সাড়ে তিন লক্ষ গাছ রয়েছে। তবে নিশ্চিত সংখ্যা জানতে হলে পুঙ্খানুপুঙ্খ তথ্যভিত্তিক সমীক্ষা প্রয়োজন। তাই প্রথমে প্রতিটি গাছের অবস্থান ও বৈশিষ্ট্য রেকর্ডের জন্য ক্ষেত্র সমীক্ষা করা হবে। তারপর তাকে ডিজিটালি ম্যাপিং করে সংরক্ষণ করা হবে। প্রয়োজনে ড্রোনও ব্যবহার করা হতে পারে। পরিবেশবিদদের একাংশ এই উদ্যোগকে স্বাগত জানালেও অপর অংশের মত, প্রায় ১৫ বছর ধরে এরকম উদ্যোগের কথা পুরসভা জানালেও কোনওদিনই তা সফল হয়নি। ফলে এবারেও আশার আলো দেখতে পাচ্ছেন না তাঁরা। পরিবেশবিদ সুভাষ দত্ত বলেন, 'ভোট এলেই এরকম অনেক প্রতিশ্রুতি শোনা যায়। বিগত ১০-১৫ বছর ধরে পুরসভা গাছের ম্যানুয়ালি নম্বর গুনতেই পারল না। সেখানে ডিজিটাল উপায় অবলম্বন কোনওদিনই হবে বলে মনে হয় না।'

কুপ্রস্তাবে শাস্তি দাবি

অশোক মণ্ডল

দুবরাজপুর, ২৮ অক্টোবর : আদিবাসী তরুণীকে কুপ্রস্তাব ও জাত তুলে গালাগালির অভিযোগে গ্রেপ্তার হল রাজনগর ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সহকারি সভাপতির ছেলে কৌশিক রায়। তাঁর দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে সরব হয়েছে বিজেপি। ঘটনায় অস্বস্তি বেড়েছে তৃণমূলের। মঙ্গলবার রাজনগর থানার সামনে অবস্থান বিক্ষোভ করেন বিজেপির বীরভূম জেলা সভাপতি ধ্রুব সাহা, বিজেপির রাজ্য সাধারণ সম্পাদক জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায়, দুবরাজপুর বিধানসভার বিজেপি বিধায়ক অনুপকুমার সাহা ও রাজনগর পঞ্চায়েত সমিতির বিরোধী দলনেতা বিজেপির অনুপকুমার গড়াই সহ অন্যান্য কর্মী-সমর্থকরা।

■ ৪৬ বর্ষ ■ ১৫৯ সংখ্যা, বুধবার, ১১ কার্তিক, ১৪৩২

বদলির ছক

রুটিন বদলি বলে পার পাওয়ার উপায় নেই। একবারে ৫০০-র বেশি আমলার কর্মক্ষেত্রে পরিবর্তনের পিছনে নিশ্চয়ই বড় কোনও কারণ আছে। সেই কারণ প্রশাসনিক হওয়ার চেয়ে রাজনৈতিক হওয়ার জল্পনাই বেশি। গণতন্ত্রে প্রশাসনের নিরপেক্ষভাবে নিজের মতো করে চলার আইনি বিধান আছে ঠিকই। কিন্তু এদেশে সংসদীয় গণতন্ত্রের অভিজ্ঞতা থেকে স্পষ্ট যে, ক্ষমতাসীন দলের সবুজ সংকেত বা অঙ্গুলিহেলন ছাড়া প্রশাসন সাধারণত একটি পা-ও ফেলে না।

রাজ্য হোক বা কেন্দ্র- সর্বত্রই এটা বাস্তব। যে কারণে আমলাদের সম্পর্কে দলদাস শব্দটি এত বেশি প্রচলিত। শব্দটির অভিঘাত অত্যন্ত নেতিবাচক। এতে এক ধরনের নিন্দাসূচক ও তাচ্ছিল্যের ভাব প্রকট। সংবাদমাধ্যমে, সমাজমাধ্যমে, বিভিন্ন আলোচনায়, রাজনৈতিক বক্তব্যে শব্দটি বারবার উচ্চারিত হয়। তা সত্ত্বেও প্রশাসন নির্বিকার। শাসক শিবিরের ইচ্ছানুযায়ী চলা বা মন রক্ষা করাই যেন প্রশাসনের মোক্ষ হয়ে উঠেছে।

জনসাধারণের কাছে এতে প্রশাসনের বিশ্বাসযোগ্যতা নষ্ট হয়। নিরপেক্ষতা কাঠগড়ায় ওঠে। তা সত্ত্বেও আমলাদের একাংশের এই ধরনের সমালোচনায় ভ্রূক্ষেপ থাকে না। এর দুটি সম্ভাব্য কারণ আছে। প্রথমত, শাসকদলের অঙ্গুলিহেলনে চলতে তাঁরা বাধ্য হন বা তাঁরা অন্য কিছু করতে নিরুপায়। দ্বিতীয়ত, নিজেদের আখের গুছিয়ে নিতে বা বিশেষ সুবিধা ভোগ করার লক্ষ্যে কিংবা পছন্দের পদ বাগানো অথবা পদোন্নতির স্বার্থে শাসকদলের আজ্ঞাবহ হয়ে চলেন তাঁরা। দ্বিতীয় কারণের ক্ষেত্রে লজ্জা, অমর্যাদা, অপমানবোধ ইত্যাদি কিছুই আর থাকে না।

বাংলায় একদিনে এত আমলার বদলি প্রায় নজিরবিহীন। যাঁদের বদলি করা হয়েছে, তাঁরা সবাই প্রায় কোনও না কোনও প্রশাসনিক দায়িত্বে আছেন। মূলত যাঁরা বিভিন্ন জেলার প্রশাসনিক দেখভাল করেন, তাঁদেরই কর্মক্ষেত্র পরিবর্তন করে দেওয়া হয়েছে। বদলির বিজ্ঞপ্তিতে কোথাও এটা সরকারের রুটিন পদক্ষেপ বলা নেই। সেটা থাকেও না। সরকারের কেউ কেউ রুটিন বদলি বলেছেন মাত্র।

কিন্তু সেই সাফাই নিয়ে প্রশ্ন ওঠার নির্দিষ্ট কারণ আছে। যেমন, রুটিন বদলিও যদি করা হয়ে থাকে, তাহলে এত তাড়াহুড়ো কেন যে, সরকারি ছুটির দিনে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করতে হল? ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধনী (এসআইআর) ঘোষণার সঙ্গে কি এই বদলির সম্পর্ক আছে? ২৪ ঘণ্টা আগে জাতীয় নির্বাচন কমিশন সাংবাদিক বৈঠক ডাকায় সকলেরই ধারণা হয়েছিল যে, এসআইআর ঘোষণা করতেই এই পদক্ষেপ।

তারপর সাংবাদিক বৈঠকের দিন সকালে নবান্নের একটার পর একটা বদলির বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের উদ্দেশ্য তাই সন্দেহের ঊর্ধ্বে থাকে না। সাংবাদিক বৈঠকে মুখ্য নির্বাচন কমিশনার রাত ১২টায় ঘোষণা কার্যকর হবে বলার পরেও কিছু বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ হয়। ঘোষণা কার্যকর হয়ে গেলে যে কোনও প্রশাসনিক বদলিতে কমিশনের সম্মতি প্রয়োজন। সেই সম্মতি যাতে নিতে না হয়, সেকারণেই এই তড়িঘড়ি বদলির বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে বলে ধরে নিতে অসুবিধা নেই।

নির্বাচন কমিশনের অধীনে যে এসআইআর চলবে, তা জেলা স্তরে বাস্তবায়নের দায়িত্বে যে আধিকারিকরা থাকবেন, তাঁদের অনেককে বদলি করা হয়েছে। স্বভাবতই সেই দায়িত্বে যাতে সরকার বকলমে শাসকদলের পছন্দের অফিসারদের রাখতে পারে, সে কারণেই এই বদলি বলে মনে করা যেতেই পারে। সাধারণ নিয়মে কোনও আধিকারিক একটানা কোনও পদে ৩ বছর থেকে গেলে নির্বাচন কমিশন তাঁকে বদলি করে থাকে। সরকারি বিজ্ঞপ্তিতে যাঁরা বদলি হলেন, তাঁদের অনেকে সেই মেয়াদ পার করে ফেলেছেন।

সরকার আগেই তাঁদের বদলি করে দিল যাতে তিন বছরের বিধানের সুযোগ নিয়ে কমিশনের আর কিছু করার না থাকে। যদিও কমিশন মনে করলে যে কোনও পদক্ষেপ, বদলি করতেই পারে। কিন্তু সাধারণ বিধানের পথটা এভাবে মেরে রেখে দিল রাজ্য সরকার। আগ বাড়িয়ে এমন সিদ্ধান্ত যে রুটিন প্রশাসনিক বন্দোবস্ত হতে পারে না, এরপর তা বুঝতে অসুবিধা হয় না।

অমৃতধারা

জীবনের ভিত্তি খুব পাকা হওয়া চাই। ত্যাগ, সংযম, সত্য, ব্রহ্মচর্য জীবনের মূল ভিত্তি। এই ভিত্তির উপর জীবন সুপ্রতিষ্ঠিত হইলেই প্রকৃত মানুষ হওয়া যাইবে। খুব উচ্চাকাঙ্ক্ষা চাই। উচ্চাকাঙ্ক্ষাই মানুষকে সমস্ত বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়া উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে সাহায্য করে। কায়মনোবাক্যে বীর্য ধারণ করিবে। বীর্য জীবন, বীর্যই প্রাণ,বীর্যই মানুষে যথাসর্বস্ব। বীর্যই মানুষের মনুষ্যত্ব। এই বীর্য রক্ষা করিলেই মানুষ দেবতা হয়। আর এই বীর্য নষ্ট করিলেই মানুষ পশুত্বপ্রাপ্ত হয়। প্রতিদিন কিছু সময় প্রার্থনা ও ভগবানের নাম জপ করিবে। নাম করিলে হৃদয়ের সমস্ত অন্ধকার দূর হইবে, কু-বাসনা, কু-প্রবৃত্তি নষ্ট হইবে।

-শ্রীশ্রী প্রণবানন্দ

আলোচিত

বিজেপি সাংবিধানিক গণতন্ত্র থেকে ভয়ের রঙ্গমঞ্চে পরিণত করেছে, যেখানে মানুষকে তাদের অস্তিত্বের অধিকার সম্পর্কে সন্দেহ করতে বাধ্য করা হচ্ছে। পানিহাটির মর্মান্তিক মৃত্যু বিজেপির বিষাক্ত প্রচারের প্রত্যক্ষ পরিণতি। এই নির্মম খেলা চিরতরে বন্ধ হোক।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

ভাইরাল

আহমেদাবাদের এক হাসপাতালের ঘটনা। একজন তাঁর মেয়ের চিকিৎসার জন্য তাকে হাসপাতালে নিয়ে গিয়েছিলেন। সেখানে মহিলা চিকিৎসকের সঙ্গে তাঁর বচসা হয়। সেই ব্যক্তি ঘটনাটি মোবাইল ফোনে রেকর্ড করছিলেন। মহিলা চিকিৎসক উত্তেজিত হয়ে তাঁকে চড় মেরে বসেন।

আজ

১৯৮৮

স্বাধীনতা সংগ্রামী কমলাদেবী চট্টোপাধ্যায় প্রয়াত হন এই দিনে ।

১৯৮৫

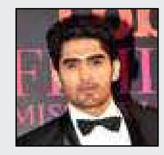

আজকের দিনে জন্ম অলিম্পিক পদকজয়ী বক্সার বিজেন্দর সিংয়ের।

সোজা-সাপটা

এত ভেঙে পড়তে কখনও দেখিনি প্রতুলকে। সারা ঘরে পায়চারি করছেন। সিগারেট তিনি খুব কম খেতেন। কিন্তু অবাক হয়ে দেখলাম, একের পর এক সিগারেট খেয়ে চলেছেন। ওদিকে, আমার মনের মধ্যে তখন শুরু হয়েছে এক বিরাট ঝড়ের তাণ্ডব।

যে ঘটনা আমার জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছিল

পি সি সরকার

ঘটনাটা আগেই শুরু করেছিলাম। তবুও একটু মুখবন্ধ না হলে কথাটা খোলসা হয় না।

১৯৫৮। ক্লাস এইট। নিউ এম্পায়ারে বাবার ম্যাজিক দেখানোর অনুষ্ঠানের ঠিক দু'দিন আগে নন্দীবাবু, পলান এবং আরও দু'-চারজন সহকারী বাবাকে এসে চাপ দিলেন মাইনে বাড়াবার জন্য। ওঁদের দাবি একেবারে দ্বিগুণ। মাইনে না বাড়ালে ওঁরা তক্ষুনি দল ছেড়ে দেবেন। বাবাকে জীবনে কোনও দিন হারতে দেখিনি। সোজা দাঁড়িয়ে বলেছিলেন, 'বেরিয়ে যাও। তোমাদের ছাড়াও চলবে।' ততদিনে খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন বেরিয়ে গেছে। অগ্রিম টিকিটও বিক্রি হয়ে গেছে। এই সময়ে চাপ দিলে পি সি সরকার নিশ্চয়ই মাইনে বাড়াতে বাধ্য হবেন। বাবা বললেন, 'ভেবো না, তোমাদের ছাড়া আমার ম্যাজিক আটকাবে। একটু কষ্ট হবে প্রথম কয়েকটা দিন। কিন্তু আমার শো তোমরা নষ্ট করতে পারবে না।'

ঘটনাটা আমার জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দিল। নন্দীবাবুরা ছিলেন বহুদিনের রিহার্সাল এবং বোঝাপড়ায় তৈরি সহকারী। ওঁদের তিল তিল করে তৈরি করেছিলেন বাবা। এমনও দেখেছিলাম, মায়ের দেওয়া একই থালা থেকে বাবা আর নন্দীবাবু খাচ্ছেন। নন্দীমামার সঙ্গে ওই আন্তরিকতা এবং ওই পাতানো ভাইপোর এই সৌভাগ্য দেখে মাঝে মাঝে আমাদের যে ঈর্ষা হয়নি তা নয়। কারণ আমাদের ওই অধিকার ছিল না। নন্দীবাবুরা অধিকারের অপব্যবহার করলেন। ওঁরা মনে করেছিলেন, নতুন সহকারী ওই দু'দিনে পি সি সরকার মোটেই তৈরি করে নিতে পারবেন না। বলেছিলেন, 'আমরা যাচ্ছি, প্রয়োজন হলে ডাকবেন। যদি সময় থাকে তো নিশ্চয়ই সাহায্য করব। কিন্তু তখন টাকা আরও বেশি লাগবে।' উত্তেজনায় কাঁপতে শুরু করলেন বাবা। দরকার নেই তোমাদের। তোমরা না থাকলেই বরং বেশি আনন্দ পাব, ভগবান আমার সহায়। আমি তোমাদের ভয় পাই না।

নন্দীবাবুরা চলে গেলেন। এত ভেঙে পড়তে কখনও দেখিনি প্রতুলকে। সারা ঘরে পায়চারি করছেন। সিগারেট তিনি খুব কম খেতেন। কিন্তু অবাক হয়ে দেখলাম, একের পর এক সিগারেট খেয়ে চলেছেন। বিপদে পড়েছেন উনি, এটা ভাবতেও অস্বস্তি হচ্ছিল। আমার মনের মধ্যে তখন শুরু হয়েছে এক বিরাট ঝড়ের তাণ্ডব। ওঁকে কি বলব সব কথা? পড়াশোনা ফাঁকি দিয়ে, ওঁর আদেশের বিরুদ্ধে গিয়ে, আমি যে ওঁর রিহার্সাল সব একা একা রপ্ত করে রেখেছি হাজার হাজার কাল্পনিক দর্শকের সামনে আমি যে নির্ভুলভাবে সব ম্যাজিকই দেখিয়েছি, সে কথা বলব কি বলব না?

অনেক দুঃসাহস নিয়ে এগিয়ে গেলাম। ভয়ে ভয়ে বললাম, নন্দীবাবুদের সব পার্ট আমি করতে পারব। আমি ওদের সব কাজ জানি। সিগারেট ফেলে ছুটে এলেন বাবা।-- কী বলছিস কী পাগলের মতো? কত কঠিন কাজ জানিস? কতদিনের রিহার্সাল!

পুরো ব্যাপারটা আমি খুব ভয়ে ভয়ে বললাম ওঁকে। আমি এতদিন ধরে সবকিছুই যে লুকিয়ে লুকিয়ে দেখেছি।

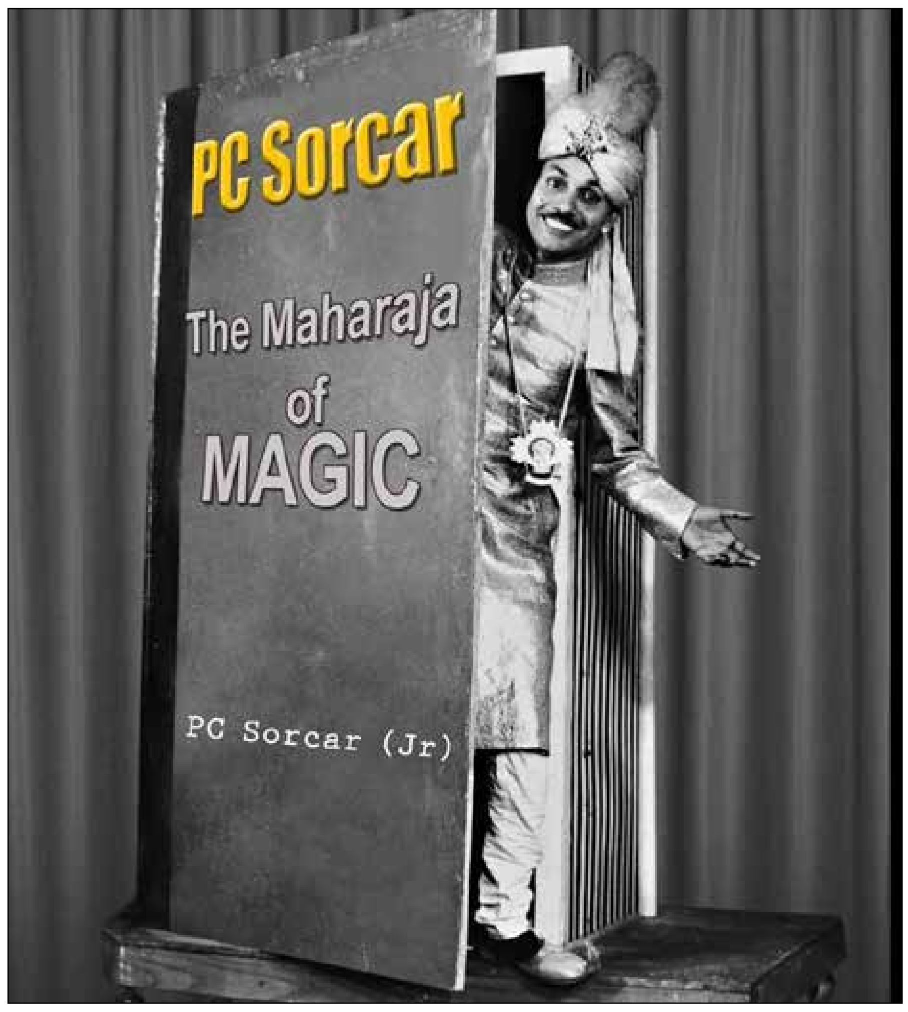

অভ্যাস করেছি মনে মনে, সব বললাম। মনে আছে, উনি আমার হাত ধরে হিড়হিড় করে টেনে রিহার্সালের বড় জায়গায় এনেছিলেন। এক এক করে সবকিছুই আমি করে দেখিয়েছিলাম। এতদিনের প্রাণঢালা রিহার্সাল-- একটুও আমার ভুল হল না। ছোটবেলার প্রায় প্রতিটি বিকেল আমার কেটেছে যে ম্যাজিক দেখিয়ে, সে কি কখনও ভুল হতে পারে?

শুরু হল নিউ এম্পায়ারে পি সি সরকারের ভুবনভোলানো ইন্দ্রজাল। বহু পার্ট আমার। দলের মাধববাবুর সঙ্গে কিছুটা ভাগ করে হালকা করে নিয়েছিলাম। ঘড়ির কাঁটার মতো একটার সঙ্গে একটা হিসেব করে কাজ করতে হবে। একটু ভুল হলেই হবে ডোমিনো এফেক্ট অর্থাৎ পরের পর সব কিছুতেই ভুল। দর্শকরা বাবাকে দেখে হাততালি দিচ্ছিলেন, কিন্তু আমার মনে হচ্ছিল তাঁরা যেন আমায় দেখে দিচ্ছেন। প্রতিটি পার্টেই তিনি মুখ টিপে হেসেছিলেন আমায় দেখে। কী অদ্ভুত সেই হাসি। মেকআপ মাখা হাসি নয়। অন্য কীরকম যেন হাসিটা। আমার খুব ভালো লাগছিল। অনুপ্রেরণা পেয়ে জানপ্রাণ দিয়ে আমি আরও খেটে অভিনয় করেছিলাম। ইন্দ্রজালে অংশগ্রহণ করতে পারার অর্থই যে জাদুর জগতে প্রবেশ করা, তা নয়, তা আমায় ক'দিনের মাথাতেই বুঝিয়ে দিলেন বাবা। মাসখানেক স্বপ্নজগতে বিচরণের পর এল স্বর্গ থেকে বিদায়ের পালা। আমাকে চমকে দিয়ে বাবা হঠাৎ ঘোষণা করলেন, 'নিউ এম্পায়ারে প্রোগ্রাম শেষ হওয়ার পর থেকে জহরকে আর স্টেজে নামতে হবে না।' সে কী? কেন? আমি একদম আকাশ থেকে পড়ি। বাবার বক্তব্য, এভাবে এই কাঁচা বয়সে স্টেজে নেমে নাকি আমি লেখাপড়ায় পিছিয়ে যাব। লেখাপড়া শেষ হবে, তারপর। লেখাপড়া? সে তো আমি করছিই। ফাঁকি তো দিচ্ছি না। কান্নাকাটি শুরু করলাম। বাবার দেখি কোনও ভাবান্তর নেই। আমাকে অন্ততপক্ষে গ্র্যাজুয়েট হতে হবে, তারপর প্রদীপ আসতে পারে পাদপ্রদীপের আলোতে। তার আগে নয়।

ঘটনাটা আমার জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দিল। মঞ্চে ম্যাজিক দেখানোর জন্য যে সুপ্ত বাসনা আমার ছিল, তা আরও চাগিয়ে উঠল। এতদিন ধরে উনি যেরকম বিধিনিষেধের বেড়াজালে আমাদের আটকে রাখতে চাইতেন, সেই জালটাই হয়ে উঠল আমার নিজের ইন্দ্রজাল।

আবার পুরোনো দিনের কথায় ফিরে যাই। ম্যাজিক থেকে উপার্জিত টাকায় আশকপুরে সুন্দর পাকা বাড়ি তৈরি হয়েছিল। নাম দেওয়া হয়েছিল 'জাদুভবন'। ম্যাজিকের সুবাদে বিশ্বের নানা দেশভ্রমণের সুযোগ হয়েছিল তাঁর। আর সব জায়গায় মহারাজা হনবন্ত সিং-এর শখ হল তিনি নিজেই কিছু ম্যাজিক দেখাবেন। বাবার কাছে কিছু ম্যাজিক শিখলেন। সদস্য হলেন লণ্ডন ম্যাজিক সার্কেলের। বিলিতি ম্যাজিকও কিছু আনালেন। কিছুদিন তালিম দেবার পর বুঝলেন, কয়েকমাস ধরে যা শিখেছেন তা দিয়ে মিনিট পাঁচেকের বেশি অনুষ্ঠান করা যাবে না। এদিকে শখ তাঁর ম্যাজিক দেখাবার। বন্ধুবান্ধব অনেককে বলে ফেলেছেন। সবাই জেনে গিয়েছেন এক বিশেষ দিনে মহারাজ হনবন্ত সিং একটা এক্সক্লুসিভ ম্যাজিক অনুষ্ঠান করবেন, তাতে শুধু রাজা এবং রাজন্যবর্গই থাকবেন নিমন্ত্রিত। অন্য কারও প্রবেশ নিষেধ। সব ঠিক আছে, কিন্তু পাঁচ মিনিটের ম্যাজিক নিয়ে তো আর প্রোগ্রাম হয় না। আসর জমাতে আরও অনেক ম্যাজিক চাই। সুতরাং আবার তিনি হাত পাতলেন বন্ধু প্রতুলের কাছে। আরও তালিম নিতে শুরু করলেন। কিন্তু ম্যাজিকের কৌশল শেখা আর সেটাকে দক্ষতার সঙ্গে উপস্থাপন করে জাদুরস সৃষ্টি করা তো সহজ ব্যাপার নয়।

হাড়ে হাড়ে বুঝেছিলেন মহারাজ। সেজন্য একসময়ে দু'হাত তুলে আত্মসমর্পণ করে ফেলেন পি সি সরকারের কাছে। আমি পাঁচ মিনিট দেখাব, বাকিটা তুমি ম্যানেজ করো। কিন্তু এই অনুষ্ঠানে তো শুধু রাজন্যবর্গ ছাড়া আর কারুর প্রবেশ নিষেধ। সমস্যার সমাধানও করলেন মহারাজ হনবন্ত সিং। বললেন, তুমি তো জাদুর সম্রাট, তুমিও রাজন্যবর্গের একজন। সুতরাং তুমি থাকতেই পারো। বাবাকে মহারাজার উষ্ণীষ উপহার দিয়েছিলেন মহারাজ। সামনে তার নানারকম ঝলমলে পাথর বসানো যোধপুর রাজবাড়ির এমব্লেম। গায়ে ব্রোকেডের শেরওয়ানি। উষ্ণীষটি কেনা নয়, বানিয়ে উপহার দিয়েছিলেন বাবাকে। নিজে হাতে উষ্ণীষ পরিয়ে তিনি অনুষ্ঠানকে 'সমৃদ্ধ' করেন। উপস্থিত সকলের দুই হাত যে করতালিতে মুখর হয়েছিল তা না বললেও চলে। সেই উষ্ণীষটা বাবা খুব বেশি পরতেন না। এমনকি মহারাজার দেওয়া সেই রয়্যাল ড্রেসও। কিন্তু সেদিন থেকেই আস্তে আস্তে হ্যাট-কোট-প্যান্ট ছেড়ে তিনি শো-এর সময় সেই রাজন্যবর্গের পোশাক পরা শুরু করলেন।

জনমন
জনমত

কার্বাইড গান বিপজ্জনক

এবারের দীপাবলিতে নতুন আকর্ষণ ছিল কার্বাইড গান, যা আসলে কোনওপ্রকার আতশবাজি বা খেলনা নয়। বিজ্ঞান বলছে, এটি একটি মারাত্মক ধরনের বিস্ফোরক যন্ত্র।

এটি প্রধানত বিভিন্ন ধরনের ফল পাকানোর কাজে ব্যবহৃত ক্যালসিয়াম কার্বাইড ও জলের সংমিশ্রণে তৈরি এক ধরনের বিপজ্জনক গ্যাস। প্লাস্টিক বা টিনের পাইপ দিয়ে তৈরি এক ধরনের যন্ত্র যা প্রচণ্ড শব্দ তৈরিতে ব্যবহৃত হয়।

বিজ্ঞানের ভাষায়, সামান্য ক্যালসিয়াম কার্বাইডকে জলের সঙ্গে বিক্রিয়া ঘটিয়ে অ্যাসিটিলিন গ্যাস উৎপন্ন করা হয় যা অত্যন্ত দাহ্য। এরপর ছোট গ্যাস জ্বালানোর লাইটারের সাহায্যে ওই গ্যাসে সামান্য আগুনের ফুলকি দিলেই জ্বলে উঠবে। বিস্ফোরণের সময় কার্বাইডের ক্ষতিকারক উপাদান ছিটকে এসে চোখে পড়লে চোখ জ্বলে যেতে পারে এবং মারাত্মক ধরনের ক্ষতি হতে পারে।

অত্যুৎসাহী কিছু বাচ্চার হাতে দীপাবলিতে এই কার্বাইড গান দেখা গিয়েছে। অভিভাবকদের এব্যাপারে সচেতন থাকা দরকার

ছিল। বিভিন্ন জায়গায় এর ব্যবহারের ফলে ক্ষয়ক্ষতির খবর সামনে এসেছে। অনেক বাচ্চা আজ অন্ধ হতে বসেছে। এর কুফল সম্পর্কে জনসমাজে বার্তা পৌঁছে দিতে হবে সচেতন নাগরিকদের, যাতে আর কোনও বাচ্চার ক্ষতি না হয়।

কাকলি রায়, ময়নাগুড়ি।

সরকারি শিক্ষা ব্যবস্থায় অনেক গলদ

সম্প্রতি উত্তরবঙ্গ সংবাদে প্রকাশিত 'ছাত্রশূন্য স্কুলে এগিয়ে বাংলা' এবং 'ছাত্রহীন স্কুলে উদ্বেগ বাড়ছে শিক্ষকদের' শীর্ষক খবর দুটি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে।

চিন্তার বিষয় হল, ছাত্রশূন্য স্কুল, স্কুলের অনুন্নত পরিকাঠামো, শিক্ষক ঘাটতি, স্কুলছুট- এইসব বিষয় নিয়ে রাজ্য কিংবা কেন্দ্র কোনও সরকারের তরফে উদ্বেগ প্রকাশের খবর দেখলাম না। বেশ কিছুদিন থেকে লক্ষ করছি, স্কুল-কলেজ সহ বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ছাত্র ভর্তির সংখ্যা কমছে। ভোটার তালিকা অনুসারে জনসংখ্যা বাড়ছে অথচ প্রাথমিক স্তর থেকে উচ্চশিক্ষা পর্যন্ত ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা কমছে। তাহলে কি ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে লেখাপড়ায় অনীহা তৈরি হয়েছে? অবশ্যই চাকরির সুযোগ কমে যাওয়ার ফলে কিছু ছাত্রছাত্রীর মধ্যে শিক্ষায় অনীহার কথা অস্বীকার করা যায় না। পাশাপাশি সরকারি স্কুলের পরিকাঠামো, পঠনপাঠন তলানিতে।

এমনিতে অনেক সরকারি স্কুলে শিক্ষক কম। যাঁরা আছেন তাঁদের স্কুলের অন্যান্য কাজ করতে সময় চলে যায়। অতঃপর লেখাপড়া চুলোয়। এই পরিস্থিতিতে অভিভাবকরা সরকারি স্কুলের ওপর ভরসা রাখতে পারছেন না। পাশাপাশি বেসরকারি স্কুলের উন্নত

পরিকাঠামো, বিজ্ঞানভিত্তিক পঠনপাঠনে আগ্রহ বাড়ছে ছাত্রছাত্রীদের। সরকারি স্কুলের দৈন্যদশা শুধু পশ্চিমবঙ্গে নয়, তেলেঙ্গানা, মধ্যপ্রদেশ সহ একাধিক রাজ্যে ছাত্রশূন্য স্কুলের সংখ্যা বাড়ছে।

কেন যেন মনে হচ্ছে, অদূরভবিষ্যতে ভারতের শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পূর্ণভাবে বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের হাতে তুলে দেওয়া হবে না তো? কারণ, সরকারি স্কুলের পরিকাঠামোর উন্নয়ন বরাদ্দ সহ স্কুল পরিচালনায় যতটা অর্থ প্রয়োজন তা বরাদ্দ করা হচ্ছে না। শিক্ষক নিয়োগ কমে গিয়েছে। ঘরপোড়া গোরু যেমন সিঁদুরে মেঘ দেখলে ভয় পায়, তেমনই আমরাও ভয় পাচ্ছি যে, আগামীদিনে সরকারি স্কুল সম্পূর্ণভাবে বন্ধ হয়ে যাবে না তো?

প্রাণগোপাল সাহা
সুভাষপল্লি, গঙ্গারামপুর।

প্রয়োজন দীর্ঘমেয়াদি নদী পরিকল্পনা

সরকারি প্রকল্প বা ত্রাণ দিয়ে ক্ষণিকের সান্ত্বনা পাওয়া যায়, কিন্তু চিরস্থায়ী মুক্তি নয়। যে অঞ্চলে প্রতিবছর নদী তার সীমানা ভেঙে ফেলে, সেখানে প্রয়োজন দীর্ঘমেয়াদি নদী পরিকল্পনা, যেখানে থাকবে নদী বিজ্ঞানীদের পরামর্শ এবং স্থানীয় মানুষের অভিজ্ঞতা। জাপান, নেদারল্যান্ডস বা বাংলাদেশের মতো দেশ দেখিয়ে দিয়েছে, বিজ্ঞান আর মানবিক উদ্যোগ মিলে বন্যাকে বশ করা যায়।

আমাদেরও পারতে হবে।

কারণ বন্যা শুধু নদীর নয়, মানুষের দুর্বুদ্ধিরও প্রতিফলন। এই অবিরাম ক্ষয় থামাতে হলে চাই দায়িত্ববোধ, প্রকৃতির সঙ্গে সহাবস্থানের শিক্ষা। নদীর সঙ্গে যুদ্ধ নয়, তাকে বোঝার প্রয়াসই হবে আমাদের পরিত্রাণের পথ। তাতেই হয়তো একদিন দেখা যাবে, তোর্ষা, জয়ন্তী, করলা নদী আবার শান্ত গলায় গান গাইছে। তখন বন্যা হবে না আতঙ্ক, হবে জীবনের সঙ্গী, যেমন ছিল একদিন- প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের অটুট বন্ধনের প্রতীক।

শমিত বিশ্বাস
সূর্য সেন কলোনি, শিলিগুড়ি।

পত্রলেখকদের প্রতি

জনমত বিভাগে লেখা পাঠান। নিজের এলাকা, রাজ্য, দেশ ও বিদেশের নানা বিষয়ে আপনার মতামত জানান। নিজের এলাকার ছবি বাঞ্ছনীয়। সরাসরি ডাকযোগেও চিঠি পাঠাতে পারেন।

-ঃ ঠিকানা ঃ-
সম্পাদক, জনমত বিভাগ
উত্তরবঙ্গ সংবাদ, বাগরাকোট,
সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১

ই-মেল janamat.ubs@gmail.com
হোয়াটসঅ্যাপ 9735739677

শব্দরঙ্গ ■ ৪২৭৮

পাশাপাশি : ২। নীচু গলায় পরামর্শ ৫। বাঘের মাসি বলে পরিচিত প্রাণী ৬। দুটো একই রকম ঘটনা, কিন্তু একটার সঙ্গে অন্যটার যোগ নেই ৮। পোকা অথবা অলংকার ৯। মাশুল বা চুক্তি অনুযায়ী দেয় অর্থ ১১। পর্যটকদের থাকার জায়গা ১৩। নলযুক্ত জলপাত্র ১৪। লোক সমাজে প্রচলিত রীতি।

উপর-নীচ : ১। জ্ঞাপন করা বা জানানো ২। মিথ্যে কথা ৩। সুপারি গাছ ৪। গাছের ডালে পাখির বাসা ৬। ধুতির পেছনে গোঁজার অংশ ৭। ভালো স্বাস্থ্য ৮। চুল বাঁধা ৯। পাখির নাম যাকে পাণ্ডবদের অস্ত্র প্রশিক্ষণে ব্যবহার করা হত ১০। অজুহাত ১১। জাগতিক বিষয় ১২। অপ্রাপ্তবয়স্ক মেয়ে ১৩। বিয়ের পাত্র।

সমাধান ■ ৪২৭৭

পাশাপাশি : ১। প্রতিযোগ ৩। কালানো ৫। কুসুমকোরক ৬। সম্বল ৭। উর্মিলা ৯। পরিসংখ্যান ১২। গরিমা ১৩। রাতারাতি।

উপর-নীচ : ১। প্রতিভাস ২। গতাসু ৩। কানকো ৪। নোলক ৫। কুল ৭। উন ৮। লালবাতি ৯। পরাগ ১০। সরমা ১১। খ্যাংরা।

বিন্দুবিসর্গ

সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারীর পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : বিহানি আবাসন, গ্রাউন্ড ফ্লোর (নেতাজি মোড়ের কাছে), গোলাপট্টি, বাঁধ রোড, মালদা-৭৩২১০১, ফোন : ৯৮০০৫৮৫৯৫০। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Editor & Proprietor : Sabyasachi Talukdar
Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Proprietor from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Regn. No. 35012 and Postal Regn. No. WB/DE/010/2024-26. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

বাংলা ও বিহারের ভোটার পিকে

শোকজ নির্বাচন কমিশনের, পালটা গাফিলতির অভিযোগ

পাটনা, ২৮ অক্টোবর : ভুয়ো ভোটার বাদ দিতে বিহারের দেখাদেখি পশ্চিমবঙ্গ সহ ১২টি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধন বা এসআইআর করার কথা ঘোষণা করেছে নির্বাচন কমিশন। অথচ সোমবার কমিশনের ওই ঘোষণার পরপরই জানা গিয়েছে, জন সুরাজ পার্টির প্রধান তথা বিশিষ্ট ভোটকুশলী প্রশান্ত কিশোর বা পিকের নাম একই সঙ্গে বিহার ও পশ্চিমবঙ্গের ভোটার তালিকায় রয়েছে। স্বাভাবিকভাবেই বিষয়টি নিয়ে বিহারে প্রথম দফার ভোটের আগে পিকে যতটা বিপাকে তার থেকেও ঢের বেশি অস্বস্তিতে নির্বাচন কমিশন। কারণ ১৯৫০ সালের জনপ্রতিনিধিত্বমূলক আইনের ১৭ নম্বর ধারা অনুযায়ী একজন একটির বেশি কেন্দ্রের ভোটার হিসেবে নাম নথিভুক্ত করতে পারেন না। সেক্ষেত্রে পিকে কীভাবে একই সঙ্গে বাংলা ও বিহারের ভোটার হয়ে গেলেন তা নিয়ে প্রশ্নের মুখে কমিশন।

যদিও নির্বাচন কমিশন বিষয়টি জানতে পেরেই তাঁকে শোকজ নোটিশ পাঠিয়েছে। কীভাবে তাঁর নাম দু'টি রাজ্যের ভোটার তালিকায় ঢুকে পড়ল, তিনদিনের মধ্যে তার কৈফিয়ত দিতে বলা হয়েছে। সেই সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গেও সিইও-কে অবিলম্বে পিকের নাম রাজ্যের ভোটার তালিকা থেকে বাদ দিতে বলা হয়েছে। পিকে ইতিমধ্যে দাবি করেছেন, নির্বাচন কমিশনের গাফিলতির কারণেই দু'টি রাজ্যে তাঁর নাম রয়েছে। তিনি বলেন, 'আমার নাম যদি দুই জায়গাতেই থাকে, তাহলে এসআইআরে কেন আমার নাম বাদ দেওয়া হল না সেটা নির্বাচন কমিশন আগে বলুক। ২০১৯ সাল থেকে আমি কোনারের ভোটার। মাঝে দু-বছর আমি কলকাতায় ছিলাম। সেখানকার ভোটার ছিলাম। আমাকে এখন নোটিশ পাঠানো হয়েছে। পারলে আমাকে গ্রেপ্তার করুন।'

বিহারের রোহতাস জেলার

“আমার নাম যদি দুই জায়গাতেই থাকে, তাহলে এসআইআরে কেন আমার নাম বাদ দেওয়া হল না সেটা নির্বাচন কমিশন আগে বলুক।

প্রশান্ত কিশোর

সাসারামের কারগাহার বিধানসভা কেন্দ্রের রিটার্নিং অফিসারের পাঠানো নোটিশে জানানো হয়েছে, পিকে কারগাহারের ৬২১ নম্বর বুথের পার্ট নম্বর ৩৬৭-এর ভোটার। তাঁর বুথ হল কোনার মিডল স্কুল নর্থ সেকশন। তাঁর এপিক কার্ডের নম্বর ১০১৩১২৩৭১৮। বিহারের পাশাপাশি পিকে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্বাচনি কেন্দ্র ভবানীপুরেরও ভোটার। তাঁর বুথ রানি শংকরী লেনের সেন্ট হেলেন স্কুল। তাঁর ঠিকানা ১২১ কালীঘাট রোড। যেখানে তৃণমূলের কার্যালয় রয়েছে। ২০২১ সালের বিধানসভা ভোটের সময় তৃণমূলের ভোটকুশলী হিসেবে কাজ করেছিলেন পিকে এবং তাঁর সংস্থা আই-প্যাক। পরবর্তীতে আই-প্যাক থেকে পিকে সরে গেলেও তাঁর সংস্থা এখনও তৃণমূলের পরামর্শদাতা হিসেবে কাজ করে।

স্থানীয় তৃণমূল কাউন্সিলার তথা মুখ্যমন্ত্রী ভ্রাতৃবধূ কাজরী বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছেন, পিকে যখন তৃণমূলের পরামর্শদাতা ছিলেন, তখন প্রায়ই ১২১ কালীঘাট রোডের বাড়িতে আসতেন। তবে ভোটকুশলী ওই এলাকার ভোটার কি না সেই ব্যাপারে তিনি কিছু জানেন না। সিপিএমের ভবানীপুর ২ নম্বর এরিয়া কমিটির সম্পাদক বিশ্বজিৎ সরকার বলেন, 'আমরা গত বছর লোকসভা ভোটের সময় নির্বাচন কমিশনকে জানিয়েছিলাম, পিকে এখানকার বাসিন্দা নন। তাই ভোটার তালিকা থেকে তাঁর নাম বাদ দেওয়া উচিত।'

তারপরও কীভাবে পিকের নাম দুই রাজ্যের ভোটার তালিকায় থেকে গেল তা নিয়ে অবশ্য নির্বাচন কমিশনের দিকেই আঙুল উঠেছে। বিহারে এসআইআর বা ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধন হওয়ার পর চলতি মাসের গোড়ায় চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ করেছিল কমিশন। তখন কেন পিকের বিষয়টি সামনে আসেনি তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে।

গ্রাফিতি মানচিত্র নিয়ে ভিন্ন সুর বাংলাদেশের

ঢাকাতে করাচি বন্দর ব্যবহারের পাক প্রস্তাব

ইসলামাবাদ ও ঢাকা, ২৮ অক্টোবর : 'বদলে যাওয়া' বাংলাদেশের ওপর প্রভাব বাড়ানোর চেষ্টায় খামতি রাখতে চাইছে না পাকিস্তান। দু'দেশের সেনা, সাধারণ প্রশাসন, মন্ত্রী-আমলাদের মধ্যে বহুস্তরীয় যোগাযোগ বৃদ্ধির পাশাপাশি অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেও বাংলাদেশের পাক নির্ভরতা বাড়ানোর চেষ্টা চলছে। সেই কৌশলের অঙ্গ হিসাবে ঢাকাকে করাচি বন্দর ব্যবহারের প্রস্তাব দিয়েছে ইসলামাবাদ।

ভারত যখন বাংলাদেশের সঙ্গে বাণিজ্যিক সম্পর্কে ধাপে ধাপে রাশ টানছে, সেই সুযোগকে কাজে লাগাতে চাইছে পাকিস্তান। সোমবার শাহবাজ শরিফ সরকারের তরফে করাচি বন্দর ব্যবহারের প্রস্তাবটি ঢাকায় পৌঁছেছে। চলতি বছরের শুরুতে বাংলাদেশ থেকে পাট আমদানির ওপর ২ শতাংশ শুল্ক প্রত্যাহার করেছে পাকিস্তান।

বাংলাদেশের আরও কয়েকটি পণ্যের ওপর থেকেও তারা শুল্ক তুলে নিতে পারে বলে সেদেশের সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত খবরে দাবি করা হয়েছে। এখানেই শেষ নয়, বাংলাদেশি শিক্ষার্থীদের পাক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে পড়তে যাওয়ার সুযোগ দিতে ৫০০টি বৃত্তি দেওয়ার কথা ঘোষণা করেছে ইসলামাবাদ। বাংলাদেশে পাকিস্তানের বিশ্ববিদ্যালয়গুলির ক্যাম্পাস তৈরি নিয়েও দু'পক্ষের মধ্যে আলোচনা চলছে। বাংলাদেশের উচ্চপদস্থ আমলা, সেনা আধিকারিক ও ব্যাংক ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত কর্মীদের পাকিস্তানে নিয়ে গিয়ে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করার ব্যাপারেও একমত হয়েছে দুই দেশ।

সম্প্রতি পাকিস্তানের জয়েন্ট চিফ অফ স্টাফ কমিটির চেয়ারম্যান জেনারেল সাহির সামশাদ মির্জা শনিবার বাংলাদেশের প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূসের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেছিলেন। সেই বৈঠকের আগে পাক সেনাকর্তাকে 'দ্য আর্ট অফ ট্রায়াম্ফ' নামে একটি বই উপহার দিয়েছিলেন ইউনূস।

সেই বইয়ের প্রচ্ছদে আঁকা বাংলাদেশের মানচিত্রের গ্রাফিতি নিয়ে শুরু হয়েছে বিতর্ক। দেখা যাচ্ছে, মানচিত্রটি এমনভাবে আঁকা হয়েছে যাতে উত্তর-পূর্ব ভারতের ৭টি রাজ্য বাংলাদেশের মধ্যে ঢুকে গিয়েছে। এই ভুল ইচ্ছাকৃত নাকি উদ্দেশ্যপ্রণোদিত? কূটনৈতিক মহলের মতে, ভারতকে প্ররোচনা দিতে উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে উপহার হিসাবে বইটি বেছে নেওয়া হয়েছে।

অভিযোগ অস্বীকার করেছে ইউনূস সরকার। মঙ্গলবার প্রধান উপদেষ্টার দপ্তর থেকে জারি করা বিবৃতিতে গ্রাফিতি মানচিত্রে উত্তর-পূর্ব ভারতকে বাংলাদেশের অংশ হিসাবে দেখানোর বিষয়টিকে 'সম্পূর্ণ অসত্য ও কল্পনাপ্রসূত' বলে বর্ণনা করা হয়েছে।

পাকিস্তানের করাচি বন্দর। - ফাইলচিত্র

এসজে-১০০ বানাবে হ্যাল

নয়াদিল্লি, ২৮ অক্টোবর : রাশিয়ার ইউনাইটেড এয়ারক্র্যাফট কর্পোরেশনের (ইউএসি) সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধে এস-১০০ জেট বিমান বানাবে রাষ্ট্রায়ত্ত হ্যাল। মার্কিন রক্তচক্ষু সত্ত্বেও রাশিয়ার সঙ্গে এই চুক্তি থেকে স্পষ্ট, মস্কোর সঙ্গে দীর্ঘ কয়েক দশকের ঘনিষ্ঠতার পথ থেকে আপাতত সরতে নারাজ নয়াদিল্লি। এসজে-১০০ একটি টুইন ইঞ্জিন, ন্যারো বডি এয়ারক্র্যাফট। যা মোদি সরকারের উড়ান প্রকল্পে ছোট শহরগুলির মধ্যে যাতায়াতের ক্ষেত্রে গেমচেঞ্জার হতে পারে বলে ধারণা ওয়াকিবহাল মহলের। হ্যাল জানিয়েছে, এই প্রথমবার কোনও একটি যাত্রীবিমান সম্পূর্ণরূপে ভারতে তৈরি হতে চলেছে। এর আগে এভিআরও এইচ-এস ৭৪৮ তৈরি করেছিল হ্যাল।

সরছেন মিস্ত্রি

মুম্বই, ২৮ অক্টোবর : স্যর দোরাবজি টাটা ট্রাস্ট এবং স্যর রতন টাটা ট্রাস্টের বোর্ড থেকে সরতে হচ্ছে মেহলি মিস্ত্রিকে। গত সপ্তাহে ভোটাভুটিতে ৬ জনের মধ্যে ৩ জন ট্রাস্টি তাঁর পুনর্মনোনয়নের বিরোধিতা করেছেন। সেক্ষেত্রে টাটা ট্রাস্টের বোর্ড থেকে মেহলির সরে যাওয়াটা আর কিছু সময়ের অপেক্ষা। সূত্রের খবর, মেহলিকে ট্রাস্টে রেখে দেওয়ার বিরোধিতা করেন টাটাদের চেয়ারম্যান নোয়েল টাটা, টিভিএসের চেয়ারম্যান বেণু শ্রীনিবাসন এবং প্রাক্তন প্রতিরক্ষাসচিব বিজয় সিং। অপরদিকে দারিয়ুস খাম্বাটা, প্রমীত জাভেরি এবং জাহাঙ্গির এইচ জাহাঙ্গির তাঁকে রেখে দেওয়ার পক্ষে মত দিয়েছিলেন। ২০২২ সাল থেকে টাটা ট্রাস্টে রয়েছেন মেহলি। প্রয়াত রতন টাটার ঘনিষ্ঠ সহযোগী ছিলেন তিনি। মেহলি মিস্ত্রি শাপুরজি পালোনজি পরিবারের সঙ্গে যুক্ত।

আসছে মেলিসা

কিংস্টন (জামাইকা), ২৮ অক্টোবর : চলতি বছরের সবচেয়ে শক্তিশালী ক্রান্তীয় ঝড় মেলিসার মুখোমুখি হতে চলেছে জামাইকা। ক্যারিবীয় সাগর থেকে ঝড় ক্রমশ উত্তর-পূর্বমুখী হচ্ছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ন্যাশনাল হ্যারিকেন সেন্টার জানিয়েছে, এই ঝড়ে বাতাসের সর্বোচ্চ গতিবেগ হতে পারে ঘণ্টায় ১৭৫ মাইল (২৮২ কিলোমিটার)। আবহাওয়া বিশেষজ্ঞরা সতর্ক করে দিয়ে জানিয়েছেন, ২০২৫-এর সবচেয়ে ভয়ংকর ঝড় হতে পারে মেলিসা। ঝড়ের সঙ্গে প্রবল বৃষ্টি, জলোচ্ছ্বাসে তছনছ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে জামাইকার। দ্বীপরাষ্ট্রটির উপকূল থেকে বহু মানুষকে ইতিমধ্যে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে।

খনি বিস্ফোরণ

ক্যানবেরা, ২৮ অক্টোবর : অস্ট্রেলিয়ার নিউ সাউথ ওয়েলসের একটি খনিতে মঙ্গলবার বিস্ফোরণে দু'জন মারা গিয়েছেন। তাঁদের একজন পুরুষ ও একজন মহিলা। আহতদের সংখ্যা জানা যায়নি। ২০১৫ সালের পর এই প্রথম খনি দুর্ঘটনা ঘটল অস্ট্রেলিয়ায়। সিডনি থেকে প্রায় ৭০০ কিলোমিটার দূরে কোবারের এন্ডেভার খনিতে দুর্ঘটনাটি ঘটে। খবর পাওয়া মাত্র জরুরি পরিষেবা দলকে অকুস্থলে পাঠানো হয়। খনিটিতে যাবতীয় কর্মকাণ্ড বন্ধ রাখা হয়েছে।

বিমান দুর্ঘটনা

নাইরোবি, ২৮ অক্টোবর : কেনিয়ায় এক ভয়াবহ বিমান দুর্ঘটনায় অন্তত ১২ জন যাত্রীর মৃত্যুর আশঙ্কা করা হচ্ছে। তাঁদের মধ্যে অধিকাংশই পর্যটক। মঙ্গলবার সকালে মাসাইমারার জাতীয় অভয়ারণ্যে যাওয়ার পথে ওই ছোট বিমানটি ভেঙে পড়ে। কেনিয়ার দিয়ানি বিমানঘাঁটি থেকে মাসাইমারার উদ্দেশে যাত্রা করেছিল বিমানটি। কোয়ালে কাউন্টির সিম্বা গোলিনিতে ভেঙে পড়ে বিমানটি।

মন্থার ধাক্কায় উপড়ে পড়েছে গাছ। মঙ্গলবার অন্ধ্রপ্রদেশের কাকিনাড়ায়।

অন্ধ্র উপকূলে মন্থা, বঙ্গে বৃষ্টির পূর্বাভাস

অমরাবতী, ২৮ অক্টোবর : বঙ্গোপসাগরে গভীর নিম্নচাপটি প্রবল ঘূর্ণিঝড় মন্থা-তে পরিণত হয়ে স্থলভাগের দিকে ধেয়ে এসে আছড়ে পড়ল অন্ধ্রপ্রদেশের কাঁকিনাড়ায়। অতি প্রবল ঘূর্ণিঝড়ে পরিণত হয়েছে এই ক্রান্তীয় ঝড়। আছড়ে পড়ার সময় এর গতিবেগ ছিল ঘণ্টায় ১০০ কিলোমিটার। ঝড়ের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ব্যাপক বৃষ্টি শুরু হয়েছে। পরিস্থিতির মোকাবিলায় সাধারণ মানুষের পাশে থাকতে রাজ্যের সব মন্ত্রী, সাংসদ ও বিধায়কদের নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী চন্দ্রবাবু নাইডু। তিনি রাজ্যবাসীকে হাওয়া অফিসের বুলেটিনের দিকে নজর রেখে তাদের নির্দেশ অনুসরণ করতে অনুরোধ জানিয়েছেন।

মন্থা আছড়ে পড়ার আগেই ঝোড়ো হাওয়ার দাপট শুরু হয়ে যায় অন্ধ্রের উপকূলবর্তী এলাকাগুলিতে। কোনাসিমা জেলার মাকানাগুডেম গ্রামে ঝড়ে গাছ উপড়ে পড়ায় এক মহিলার মৃত্যু হয়েছে। এই তথ্য দিয়েছেন এক পুলিশ আধিকারিক।

মন্থা আছড়ে পড়ার আগেই সতর্কতা হিসেবে তেলেঙ্গানার শামসাবাদ ও অন্ধ্রের বিজয়ওয়াড়া, বিশাখাপত্তনম, রাজামুন্দ্রি বিমানবন্দর থেকে ৩৫-রও বেশি উড়ান বাতিল করা হয়। ৮০০-রও বেশি ত্রাণকেন্দ্রে অধিবাসীদের সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। অন্তঃসত্ত্বাদের রাখা হয়েছে হাসপাতালে।

দক্ষিণে ৮০০-র বেশি প্রাণকেন্দ্র

চিত্তুর, কাঁকিনাড়া, তিরুপতি সহ একাধিক উপকূলবর্তী জেলায় গত চারদিন ধরে মাঝারি থেকে ভারী বৃষ্টি হতে থাকায় জনজীবন প্রায় বিপর্যস্ত। একাধিক রাস্তার ওপর দিয়ে বইছে কোশাস্থালাইয়া নদীর জল। বহু গ্রামীণ এলাকায় যান চলাচল বন্ধ হয়ে গিয়েছে। একাধিক জায়গায় যানবাহন বিকল্প পথে ঘোরানো হয়েছে। পুলিশ নদী তীরবর্তী এলাকাগুলিতে ঢোকার ব্যাপারে নিয়ন্ত্রণ জারি করেছে।

ঘূর্ণিঝড়ের প্রভাবে পশ্চিমবঙ্গের হাওড়া, হুগলি, কলকাতা, দুই ২৪ পরগনা ও দুই মেদিনীপুরে বজ্রবিদ্যুৎ সহ ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। বাতাসের গতিবেগ হতে পারে ঘণ্টায় ৮০ থেকে ৯০ কিলোমিটার। হলুদ সতর্কতা জারি হয়েছে পূর্ব মেদিনীপুর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনায়। উপকূলবর্তী এলাকায় পুলিশের তরফে মানুষকে সতর্ক করা হয়েছে।

ধাক্কা সিদ্দা সরকারের, স্বস্তি সংঘের

বেঙ্গালুরু, ২৮ অক্টোবর : বেসরকারি সংগঠনগুলির অছিলায় প্রকাশ্যে আরএসএস-এর কার্যকলাপের ওপর বিধিনিষেধ আরোপ করতে চেয়েছিল কর্ণাটকের সিদ্দারামাইয়া সরকার। কিন্তু সেই ইচ্ছায় আপাতত জল ঢেলে দিল কর্ণাটক হাইকোর্ট। সরকারি স্কুল, কলেজ বা প্রতিষ্ঠানিক জমিতে ১০ জনের বেশি লোকের জমায়েতের জন্য আগাম অনুমতি নেওয়ার যে নির্দেশ কর্ণাটক সরকার দিয়েছিল, তাতে অন্তর্বর্তীকালীন স্থগিতাদেশ দিয়েছেন কর্ণাটক হাইকোর্টের ধারওয়াড় বেঞ্চের বিচারপতি নাগাপ্রসন্ন। ১৭ নভেম্বর এই মামলার পরবর্তী শুনানির দিন ধার্য হয়েছে।

সরকারি এলাকায় সভার অধিকার

আবেদনকারীর আইনজীবী অশোক হারানাহাল্লি বলেন, 'সরকার নির্দেশ দিয়েছিল, ১০ জনের বেশি লোকের জমায়েত করতে হলে আগাম অনুমতি নিতে হবে। এতে সংবিধানের মৌলিক অধিকার খর্ব করা হয়েছে।' কোনও বেসরকারি সংগঠনের নাম করা না হলেও সিদ্দারামাইয়া সরকারের সিদ্ধান্তকে আরএসএসের কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা বলে মনে করা হচ্ছিল। বিজেপির রাজ্য সভাপতি বিওয়াই বিজয়েন্দ্র বলেন, 'এটা সিদ্দারামাইয়া সরকারের কাছে বড় ধাক্কা। প্রিয়াংক খাড়গে বলেছিলেন, আরএসএস এবং তাদের কাজকর্ম নিষিদ্ধ করা হবে। হাইকোর্টের নির্দেশের পর এবার হয়তো মুখে তালাচাবি দেবে সরকার।'

তেলের বরাত স্থগিত ভারতের

নয়াদিল্লি, ২৮ অক্টোবর : ইউক্রেন যুদ্ধের জেরে রাশিয়ার প্রথম সারির তেল উৎপাদক সংস্থাগুলির ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে আমেরিকা। তারপর থেকে রুশ তেল সংস্থাগুলিকে নতুন করে বরাত দেওয়া বন্ধ করেছে ভারতের আমদানিকারী সংস্থাগুলি। সূত্রের খবর, রাশিয়া থেকে তেল আমদানি নিয়ে কেন্দ্রের অবস্থান জানতে চেয়েছে ভারতের রাষ্ট্রায়ত্ত ও বেসরকারি তেল সংস্থাগুলি। সরকারের নীতি-নির্দেশের ভিত্তিতে পরবর্তী পদক্ষেপ করবে তারা। ততদিন বন্ধ থাকবে রুশ তেল উৎপাদক সংস্থাগুলিকে বরাত দেওয়ার প্রক্রিয়া।

গত কয়েকদিন ধরে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ক্রমাগত দাবি করেছেন যে, রাশিয়া থেকে তেল কেনা বন্ধ করেছে ভারত। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি নাকি ব্যক্তিগতভাবে তাঁকে এ বিষয়ে অবগত করেছেন। বছর শেষ হওয়ার আগেই রাশিয়া থেকে ভারতের তেল আমদানির পরিমাণ তলানিতে পৌঁছোবে বলে জানান ট্রাম্প। ভারতীয় বিদেশ বা বাণিজ্যমন্ত্রক অবশ্য মার্কিন প্রেসিডেন্টের দাবি নিয়ে কিছু জানায়নি।

তবে সূত্র মারফত প্রাপ্ত তথ্য ট্রাম্পের দাবিতে কার্যত সিলমোহর দিয়েছে। গত সপ্তাহ থেকে রাশিয়ার বৃহত্তম তেল উৎপাদক সংস্থা লুকঅয়েলের ওপর নিষেধাজ্ঞা কার্যকর করেছে ট্রাম্প সরকার। নিষেধাজ্ঞার আওতায় আনা হয়েছে রাশিয়ার অপর তেল সংস্থা রসনেফটকেও। এই পরিস্থিতিতে যেসব সংস্থা ওই ২টি সংস্থার কাছ থেকে তেল কিনবে, তারাও আমেরিকার নিষেধাজ্ঞার আওতায় চলে আসবে।

আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত রিপোর্ট বলছে, শুধু ভারত নয়, রাশিয়া থেকে তেল কেনায় রাশ টেনেছে চিনও। ভারতীয় সংস্থাগুলির মধ্যে ২০২২ থেকে তেল আমদানিতে এক নম্বরে রয়েছে রিলায়েন্স। সংস্থার তরফে জানানো হয়েছে, আন্তর্জাতিক নিষেধাজ্ঞা মেনে চলছে তারা। পাশাপাশি তেল উৎপাদক সংস্থাগুলির সঙ্গে যোগাযোগ রাখা হচ্ছে। প্রাথমিকভাবে রসনেফটের কাছ থেকে তেল কেনা বন্ধ রাখার কথা জানিয়েছে রিলায়েন্স। রাষ্ট্রায়ত্ত তেল সংস্থাগুলি সৌদি আরব, সংযুক্ত আরব আমিরশাহির মতো দেশ থেকে আমদানির পরিমাণ বাড়িয়েছে।

রুশ সংস্থার ওপর নিষেধাজ্ঞার জের

কাজ শুরু অষ্টম বেতন কমিশনের

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ২৮ অক্টোবর : বিহার ভোটের ঠিক আগেই কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ থেকে মঙ্গলবার অষ্টম কেন্দ্রীয় বেতন কমিশনের শর্তাবলি বা টার্মস অফ রেফারেন্স অনুমোদন করা হয়েছে। এই সিদ্ধান্তে প্রায় ৫০ লক্ষ কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারী ও ৬৯ লক্ষ পেনশনভোগী উপকৃত হবেন। অষ্টম বেতন কমিশন কেন্দ্রীয় কর্মচারীদের বেতন, ভাতা এবং পেনশন কাঠামোর সার্বিক পুনর্মূল্যায়ন করবে বলে জানা গিয়েছে। তথ্য ও সম্প্রচারমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণো জানান, অষ্টম বেতন কমিশন গঠনের তারিখ থেকে ১৮ মাসের মধ্যে তার সুপারিশ পেশ করবে। চলতি বছরের জানুয়ারিতেই কমিশন গঠনের অনুমোদন দেওয়া হয়েছিল, এখন টার্মস অফ রেফারেন্স অনুমোদিত হওয়ায় কমিশনের কার্যক্রম আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হল।

সরকারি সূত্রে দাবি, টার্মস অফ রেফারেন্স প্রস্তুত করতে বিভিন্ন মন্ত্রক, রাজ্য সরকার ও কর্মচারী সংগঠনের প্রতিনিধিদের সঙ্গে পরামর্শ করা হয়েছে। নতুন কমিশনের চেয়ারম্যান হবেন শীর্ষ আদালতের প্রাক্তন বিচারপতি রঞ্জনা প্রকাশ দেশাই, তাঁর সঙ্গে থাকছেন অধ্যাপক পুলক ঘোষ এবং পঙ্কজ জৈন। আশা করা হচ্ছে, এই কমিশনের সুপারিশে বেতন কাঠামো ও ভাতা ব্যবস্থায় গুরুত্বপূর্ণ সংস্কার আসবে।

কমিশন ১৮ মাসের মধ্যে তার চূড়ান্ত রিপোর্ট জমা দেবে। ভারতে প্রতি দশ বছর অন্তর নতুন বেতন কমিশন গঠনের প্রথা রয়েছে। সপ্তম বেতন কমিশন গঠিত হয়েছিল ২০১৪ সালের ফেব্রুয়ারিতে এবং তার সুপারিশ কার্যকর হয় ২০১৬ সালের ১ জানুয়ারি থেকে। এবার নতুন বেতন কাঠামো ২০২৬ সালের জানুয়ারি থেকে কার্যকর হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

ত্যাজ্য অমৃতা

নয়াদিল্লি, ২৮ অক্টোবর : ইউপিএসসি পরীক্ষার্থী হত্যা মামলায় নয়া মোড়। আদালতের নথি থেকে জানা গিয়েছে, উত্তর দিল্লির গান্ধিবিহারে ইউপিএসসি পরীক্ষার্থী রামকেশ মিনা হত্যা মামলায় অভিযুক্ত ও ধৃত অমৃতা পরিবারের ত্যাজ্যকন্যা। অমৃতার পরিবার তাঁকে আনুষ্ঠানিকভাবে পরিত্যাগ করে। তাঁর মা-বাবা সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দিয়ে তা জানিয়েছিলেন। বিজ্ঞাপনে লেখা ছিল, বি.এসসি-র ফরেন্সিক ছাত্রী অমৃতাকে পরিবার ত্যাগ করেছে।

আগুনে ছাই হয়ে গেল এয়ার ইন্ডিয়ার এসএটিএস বাস। দিল্লি বিমানবন্দরের ৩ নম্বর টার্মিনালের কাছে দাঁড়িয়ে থাকা বাসটিতে মঙ্গলবার দুপুরে আচমকা আগুন লেগে যায়। দমকল বাহিনীর তৎপরতায় আগুন দ্রুত নিয়ন্ত্রণে চলে আসে। কোনও হতাহত না হলেও কীভাবে এমনটা হল, তার তদন্ত শুরু হয়েছে।

ভুয়ো বিশ্ববিদ্যালয়

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ২৮ অক্টোবর : ভুয়ো বিশ্ববিদ্যালয় চিহ্নিত করতে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন (ইউজিসি) সোমবার তাদের সরকারি ওয়েবসাইটে এক বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে। সেই তালিকায় উঠে এসেছে বাংলা সহ দেশের বিভিন্ন প্রান্তে কার্যরত ২২টি ভুয়ো বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম। পশ্চিমবঙ্গে ইউজিসি যে দুটি বিশ্ববিদ্যালয়কে ভুয়ো বলে চিহ্নিত করেছে, দু'টিই যুক্ত রয়েছে ডাক্তারি শিক্ষার সঙ্গে। একটি হল, ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ অল্টারনেটিভ মেডিসিন এবং অপরটি হল, ইনস্টিটিউট অফ অল্টারনেটিভ মেডিসিন অ্যান্ড রিসার্চ। কমিশনের প্রকাশিত তালিকা অনুযায়ী, দিল্লিতে ভুয়ো বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা সর্বাধিক, মোট ৯টি। তারপরেই রয়েছে উত্তরপ্রদেশ, যেখানে ৫টি ভুয়ো বিশ্ববিদ্যালয়ের হদিস মিলেছে। এই প্রতিষ্ঠানগুলি নিজেদের বৈধ বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে দাবি করলেও, ইউজিসি-র মতে তারা কেন্দ্র বা রাজ্য আইনের আওতায় প্রতিষ্ঠিত নয় এবং ইউজিসি আইন, ১৯৫৬-এর ধারা ২(এফ) ও ৩ অনুযায়ী স্বীকৃত নয়। ফলে এই প্রতিষ্ঠানগুলি থেকে প্রাপ্ত কোনও সনদ বা ডিগ্রি অ্যাকাডেমিক বা পেশাগতভাবে বৈধ বলে গণ্য হবে না।

বহু কর্মী ছাঁটাই

নিউ ইয়র্ক, ২৮ অক্টোবর : কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ব্যবহার বাড়ার সঙ্গে মানবসম্পদ কমানোর পথে হাঁটছে বিভিন্ন সংস্থা। খরচ বাঁচাতে এবার একই নীতি নিয়েছে ই-কমার্স সংস্থা অ্যামাজন। কয়েকমাসের মধ্যে ৩০ হাজার কর্মী ছাঁটাই করবে মার্কিন বহুজাতিকটি। কাজ হারানো কর্মীদের জায়গায় কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ব্যবহার করার পরিকল্পনা করেছে অ্যামাজন। বিশ্বে অ্যামাজনের মোট কর্মীর সংখ্যা ১৫ লক্ষের বেশি। সংস্থার বিভিন্ন অফিসে প্রায় সাড়ে ৩ লক্ষ লোক কাজ করেন। এই হিসাবে তাঁদের ১০ শতাংশ বাদ পড়তে চলেছে।

কৃত্রিম বৃষ্টি রাজধানীতে

নয়াদিল্লি, ২৮ অক্টোবর : পোশাকি নাম 'ক্লাউড সিডিং'। সংক্ষেপে বলতে গেলে, কৃত্রিম মেঘ সঞ্চার করে বৃষ্টির ব্যবস্থা করা। মঙ্গলবার সেই ঘটনার সাক্ষী হল ভারতের রাজধানী শহর।

এদিন দুপুরে কানপুর থেকে দিল্লির উদ্দেশে রওনা দেয় ক্লাউড সিডিংয়ের জন্য তৈরি বিশেষ বিমান। সেই বিমানের সাহায্যে বিকেল নাগাদ শুরু হয় কৃত্রিম বৃষ্টি নামানোর প্রক্রিয়া। একাজে ব্যবহার করা হয়েছে শুকনো বরফ, সিলভার আয়োডাইড ন্যানো পার্টিকেলস, আয়োডাইজড লবণ এবং রক সল্টের একটি মিশ্রণ। যা বিমান থেকে বাতাসে মিশিয়ে দেওয়া হয়েছে। এর মাধ্যমে চলছে মেঘ তৈরির কাজ। সেই মেঘ ঘনীভূত হয়ে বৃষ্টিপাত হওয়ার কথা দিল্লিতে।

কৃত্রিম বৃষ্টির জন্য কানপুর আইআইটির সঙ্গে মউ স্বাক্ষর করেছে দিল্লি সরকার। সব মিলিয়ে ৫ বার ক্লাউড সিডিংয়ের পরিকল্পনা

বায়ুদূষণের দাওয়াই

করা হয়েছে। যার প্রথমটি এদিন সম্পন্ন হল। কানপুর আইআইটির তরফে জানানো হয়েছে, ক্লাউড সিডিংয়ের পর মেঘ সঞ্চার হতে ১৫ মিনিট থেকে ৪ ঘণ্টা পর্যন্ত সময় লাগে। তারপর হয় বৃষ্টি। সেই হিসাবে মঙ্গলবার রাতের দিকে অকাল বর্ষণে ভিজতে পারে রাজধানীর মাটি। স্বস্তির নিঃশ্বাস নেবেন দিল্লিবাসী।

প্রতি বছর দেওয়ালির পর দিল্লিতে দূষণের মাত্রা অস্বাভাবিক বেড়ে যায়। এবারও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি। গত কয়েকদিন ধরে শহরের এয়ার কোয়ালিটি ইনডেক্স (একিউআই) ৩০০ থেকে ৪০০-র মধ্যে ঘোরাফেরা করছে। মঙ্গলবার সকাল ৮টায় দিল্লিতে একিউআই-এর গড় ছিল ৩০৬। আনন্দ বিহারে একিউআই ছিল ৩২১। আরকেপুরমে ৩২০, সিরি ফোর্টে ৩৫০, বাওয়ানায় ৩৩৬ এবং পাঞ্জাবি বাগ তা ৩২৩-এ পৌঁছে গিয়েছিল। বৃষ্টি হলে সেই দূষণ অনেকটাই কমবে বলে আশাবাদী দিল্লি সরকার। এখন বৃষ্টির অপেক্ষা।

মহাজোটের যৌথ ইস্তাহার তেজস্বীময়

পাটনা, ২৮ অক্টোবর : নামেই বিরোধী মহাজোটের যৌথ ইস্তাহার। আদতে বিরোধী শিবিরের মুখ্যমন্ত্রী পদপ্রার্থী তেজস্বী যাদবময় হয়েই চিহ্নিত থাকল ওই দলিল। মঙ্গলবার 'তেজস্বী প্রণ' নামের ওই যৌথ ইস্তাহার প্রকাশ করে বিরোধী মহাজোট। কিন্তু ওই দলিলে তেজস্বী ছাড়া বিরোধী শিবিরের আর কোনও নেতার ছবি চোখে পড়া অত্যন্ত কষ্টকর। লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধির ছবি রয়েছে বটে, কিন্তু সেটাও না থাকারই মতো। ইস্তাহার প্রকাশের অনুষ্ঠানের মঞ্চে যে ব্যানার পোস্টার লাগানো হয়েছিল, তাও ছিল তেজস্বীময়। রাহুল গান্ধির ছবি একেবারে বামদিকে ছোট করে ছিল। এমনকি ওই অনুষ্ঠানে তেজস্বী যাদব, সিপিআই (এম-এল) লিবারেশনের সাধারণ সম্পাদক দীপঙ্কর ভট্টাচার্য, ভিআইপি নেতা তথা বিরোধীদের উপমুখ্যমন্ত্রী পদপ্রার্থী মুকেশ সাহনি ছাড়া আর কোনও হেভিওয়েট নেতা হাজির ছিলেন না। কংগ্রেসের তরফে উপস্থিত ছিলেন দলের মুখপাত্র পবন খেরা এবং অখিলেশ প্রতাপ সিং। বিরোধী মহাজোটের সর্বত্র তেজস্বীর এহেন দাপট এবং কংগ্রেস হাইকমান্ডের একপ্রকার গা-ছাড়া মনোভাব ঘিরে স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠেছে বিরোধী রাজনীতির পরিসরে।

ইস্তাহার প্রকাশ করে তেজস্বী বলেন,'আমাদের শুধু বিহারে নতুন সরকার গড়লেই হবে না, নতুন বিহারও গড়তে হবে। বিহারে আইনশৃঙ্খলা পুরোপুরি ভেঙে পড়েছে। কিন্তু সরকার তা নিয়ে বিন্দুমাত্র চিন্তিত নয়।' মহিলাদের জন্য প্রতি মাসে ২৫০০ টাকা করে ভাতা, প্রতিটি পরিবার পিছু একটি করে সরকারি চাকরি, ২০০ ইউনিট পর্যন্ত বিদ্যুৎ, ৫০০ টাকার রান্নার গ্যাসের মতো জনমুখী প্রকল্পগুলির কথা রয়েছে মহাজোটের ইস্তাহারে। তবে প্রচারে নামতে বিলম্ব করলেও নীতীশের ডবল ইঞ্জিন সরকারকে নিশানা করতে ছাড়েননি রাহুল গান্ধি। সমাজমাধ্যমে তিনি অভিযোগ করেন, মোদি-নীতীশ সরকার বিহারের তরুণদের আকাঙ্ক্ষার কণ্ঠরোধ করেছে। রাজ্যকে উন্নয়নের প্রতিটি মানদণ্ডে পিছিয়ে দিয়েছে। এদিকে এনডিএ ৩০ নভেম্বর ইস্তাহার প্রকাশ করতে পারে।

বিরোধী মহাজোটের সংকল্পপত্র প্রকাশ তেজস্বীদের। মঙ্গলবার পাটনায়।

কিং ছবিতে বিশ্বখ্যাত গায়ক, সঙ্গে বিদ্যার যোগ

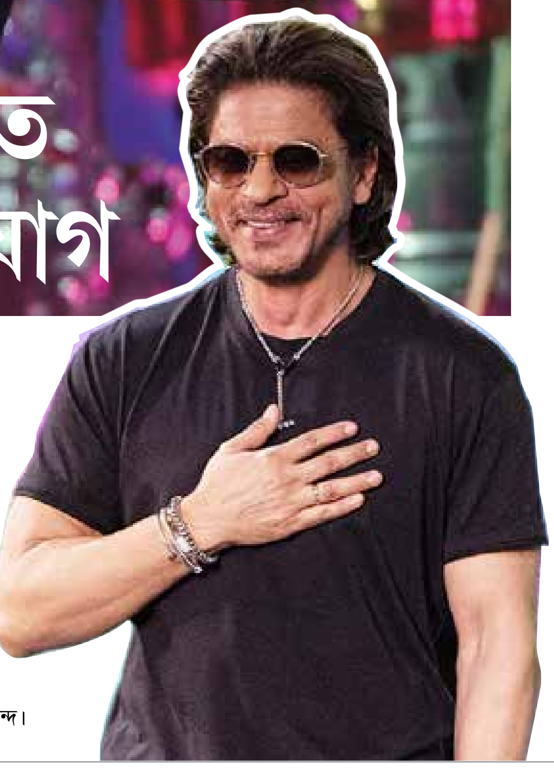

শাহরুখ খান জওয়ান, পাঠান-এর পালা শেষ করে এবার 'কিং' হয়ে আসছেন, সে খবর তো জানাই। এবার জানা যাচ্ছে, গ্লোবাল পপ সেনসেশন এনরিক ইগলেসিয়াস কিং-এ গান গাইবেন। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক দুই মহাতারকার এই গাঁটছড়া অনুরাগীদের মধ্যে দারুণ উন্মাদনা তৈরি করেছে, নিঃসন্দেহে। স্পেনীয় গায়ক এই এনরিক এখন মুম্বাইয়ে, দু দিনের কনসার্ট করবেন তিনি। তখনই নাকি শাহরুখের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ। শাহরুখ এই মিউজিক্যাল পার্টনারশিপের নেতৃত্ব দেবেন। নেটমহলে এই নিয়ে কমেন্ট আসছে, অনেকেই একে স্বপ্নের ক্রসওভারও বলছে। এনরিক প্রায় দু দশক পর ভারতে এসেছেন। ২৯ ও ৩০ অক্টোবরে এই কনসার্ট হবে, সাধারণ মানুষের সঙ্গে সেলেবরাও বেশ আগ্রহী এই কনসার্ট নিয়ে। শোনা যাচ্ছে, বিদ্যা বালান, করিশমা কাপুর, করিনা কাপুর, মালাইকা অরোরা, অমৃতা অরোরা, নরগিস ফকরি, আরবাজ খান, রণবীর সিং প্রমুখ এই কনসার্টে হাজির থাকবেন। সম্ভবত কোনও এক খান-ও থাকবেন।

আবার এনরিকের সঙ্গে অভিনেত্রী বিদ্যা বালানের যোগ আছে বলে অভিনেত্রী নিজেই জানিয়েছেন। কীভাবে? তাঁর কথায়, 'আমি এনরিকের ফ্যান। ২০০৪-এ মুম্বাইয়ে ওর কনসার্টে বসেছিসাম। প্রদীপ সরকারের ফোন আসে তখন, উনি আমাকে পরিণীতা অফার করেন। ওই সন্ধে আমার কাছে খুব স্পেশাল।

অন্যদিকে, কিং বছরের অন্যতম প্রতীক্ষিত একটি ছবি। শাহরুখ ও সুহানা খান ছবিতে প্রথমবার একসঙ্গে পর্দায় আসবেন। অন্যরা হলেন অভিষেক বচ্চন, দীপিকা পাড়ুকোন প্রমুখ। পরিচালক সিদ্ধার্থ আনন্দ।

'বধ' করবে বলিউড

আসছে 'বধ' সিক্যুয়েল। সঞ্জয় মিশ্র ও নীনা গুপ্তা অভিনীত এই ছবি মুক্তি পাবে আগামী বছর ৬ ফেব্রুয়ারি। মঙ্গলবার সামনে এল ছবির ফার্স্ট লুক পোস্টার।

মানুষের জটিল আবেগ আর মূল্যবোধের সঙ্কট নিয়ে এবারের গল্পও সেজে উঠছে। তবে প্রথম পর্বের থেকে এই পর্বে আরও এক অন্যতর গল্পের সন্ধান মিলবে। হ্যাঁ, কিছু চেনা চরিত্র তো পাবেনই। বেশ কিছু নতুন চরিত্রও থাকছে। তবে প্রথম পর্বের যে গভীরতার জন্যে দর্শকরা গল্পটিকে ভালোবেসেছিলেন, সেই গভীরতা এই পর্বেও থাকবে বলে নির্মাতারা আশ্বাস দিয়েছেন।

তাঁর চিত্রনাট্যের ওপর ভরসা রাখার জন্য প্রযোজক লাভ রঞ্জনের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন পরিচালক যশপাল সিং সান্ধু।

অন্যদিকে প্রযোজক বলেছেন, সাধারণ মানুষের পিঠ যখন দেওয়ালে ঠেকে যায়, তখন তার সাহস আর ক্ষমতাকে চ্যালেঞ্জ জানায় যে পরিস্থিতি, সেই পরিস্থিতির কাহিনি এখানে তুলে ধরা হয়েছে। এটা একেবারেই সাধারণ মানুষের গল্প।

একনজরে সেরা ৫

আবার আসছে

সত্যজিৎ রায়ের ছবি অরণ্যের দিনরাত্রির রেস্টোর্ড ভার্সান আবার মুক্তি পাচ্ছে ৭ নভেম্বর, জাতীয় স্তরে, নির্বাচিত কিছু হলে। গত মে মাসে ৭৮তম কান ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে ছবিটি প্রদর্শিত হয়। সেরা ছবির বিভাগে মনোনীত হয় ১৯৭০-এ বার্লিন ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে। ছবিতে সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, শর্মিলা ঠাকুর, রবি ঘোষ প্রমুখ অভিনয় করেছেন।

কবীর, কার্তিক

চান্দু চ্যাম্পিয়নের পর আবার কবীর খান ও কার্তিক আরিয়ান হাত মেলাচ্ছেন। শোনা গিয়েছে, সত্য ঘটনা অবলম্বনে নির্মীয়মান এই ছবি অ্যাকশন, নাটক, আবেগে সমৃদ্ধ হবে। এছাড়া এই ছবি বড় বাজেটের এবং এটি কার্তিকের কেরিয়ারের সবথেকে ব্যয়বহুল ছবি হতে চলেছে। কার্তিকের আগামী ছবি নাগাজিলার শুটিং শুরু হবে ১ নভেম্বর।

উর্মিলার সিরিজ

তিওয়ারি সিরিজে অভিনয়ে কামব্যাক করছেন উর্মিলা মার্তণ্ডকর। তিনি এমন এক কয়েদি যে বিনা দোষে ১৪ বছর জেল খাটছে। শোনা গিয়েছিল, সিরিজের প্রদর্শনে অবশ্য দেরি হবে নির্মাতা ও পরিচালকের নিজেদের সমস্যার জন্য। তবে নির্মাতারা জানিয়েছেন, তিওয়ারির কাজ শেষ, দেখা যাবে ২০২৬-এর ফেব্রুয়ারিতে। ওটিটি প্ল্যাটফর্মের নাম জানা যায়নি।

ফিল্ম ফেস্টিভাল

কলকাতা ফিল্ম ফেস্টিভাল শুরু ৬ নভেম্বর। চলবে ১৩ নভেম্বর। উদবোধনে রমেশ সিপ্পি, শত্রুঘ্ন সিনহা থাকবেন, থাকতে পারেন শর্মিলা ঠাকুর। এবারের ফোকাস কান্ট্রি পোল্যান্ড। উদবোধনী ছবি উত্তম কুমার-সুচিত্রা সেনের সপ্তপদী। অনুষ্ঠান সঞ্চালনায় পরমব্রত চট্টোপাধ্যায় ও জুন মালিয়া। উৎসবে ১৮৫টি ফিচার ফিল্ম, ৩০টি শর্ট ফিল্ম, ৩৫টি ডকু ফিল্ম থাকবে।

হৃদরোগই কারণ

'সতীশ শাহ কিডনির অসুখে ভুগলেও তা নিয়ন্ত্রণে ছিল। বান্দ্রার বাড়িতে খাচ্ছিলেন, তখন বুকে ব্যথা হয়। হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। এই হৃদরোগই সতীশ শাহর মৃত্যুর আসল কারণ।' বলেছেন সারাভাই ভার্সেস সারাভাই ছবির সতীশের সহ অভিনেতা রাজেশ কুমারের। জানা গিয়েছে, সতীশ মৃত্যুর কিছু আগে রত্না পাঠক শাহর সঙ্গেও কথাও বলেছিলেন।

রামায়ণে টাকা নেবেন না বিবেক

বিবেক ওবেরয় নীতেশ তিওয়ারির রামায়ণে বিভীষণের চরিত্রে অভিনয় করবেন। তাঁর কথায় রামায়ণ বলিউডে নির্মিত এপিকগুলোর মুখের ওপর জবাব দেবে। এক সর্বভারতীয় সংবাদপত্রে তিনি বলেছেন, 'রামায়ণ ভারতীয় ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রির পথে এক ল্যান্ডমার্ক হতে চলেছে। হলিউডের মুখের ওপর জবাব দেবে রামায়ণ। ভিএফএক্স, গল্প, প্রেক্ষাপট সব একে স্পেশাল করেছে। আমি প্রযোজক নমিতকে বলেছি, আমি এর জন্য টাকা নেব না। এই টাকা আমি দান করব ক্যানসার আক্রান্ত শিশুদের জন্য। এই কাজটাতে আমি বিশ্বাস করি।'

উল্লেখ্য, বিবেককে সন্দীপ রেড্ডি ভাঙ্গার ছবি 'স্পিরিট'-এ প্রধান ভিলেন হিসেবে দেখা যাবে। ছবির নায়ক প্রভাস।

টাকা নিয়েছেন শশী থারুর?

শশী থারুর যে আরিয়ান খানের প্রশংসা করেছেন, সে কথা নতুন নয়। সেই নিয়ে চারদিকে বেশ লেখালেখি হয়েছিল। কিন্তু তার নেপথ্যে কী আছে, তা নিয়ে উঠেছে প্রশ্ন। মানে কেন আচমকা আরিয়ান খানের এত প্রশংসা করলেন থারুর, সেই প্রশ্ন তুলে দিলেন নেটিজেনরা।

নেটিজেনরা মনে করছেন যে, এমনি এমনি আরিয়ানের প্রশংসা করেননি শশী। এর জন্যে শাহরুখ খানের কাছ থেকে টাকা নিয়েছেন তিনি। অর্থাৎ যাকে বলে পেইড প্রোমোশন।

কিন্তু না, এ বিষয়ে সঠিক কিছু জানা যায়নি। এটা নেটিজেনদের ধারণা মাত্র। তবে নেটিজেনদের যোগ্য উত্তরও দিয়েছেন শশী। তিনি স্পষ্ট বলেছেন যে, টাকা নিয়ে কিছু করেন না তিনি। যা মনে আসে, তাই বলেন। আরিয়ান খানের কোনও বিজ্ঞাপন তিনি করছেন না।

কিন্তু কোন কথা নিয়ে এত জলঘোলা? শশী থারুর জানিয়েছিলেন যে, সম্প্রতি নেটফ্লিক্সে তিনি আরিয়ানের সিরিজটি দেখেছেন। এই সিরিজের নির্মাণ, সংলাপ ইত্যাদি দেখে তিনি মুগ্ধ। বাবা হিসেবে শাহরুখ খান যে কতটা গর্বিত, তা তিনি নিজে বাবা বলে বুঝতে পারেন শশী থারুর।

অবশ্য শশী থারুরের এই বয়ান নিয়ে বিতর্ক কিছু কম হচ্ছে না। শশী তাঁর টাকা নেওয়ার কথা অস্বীকার করলেও বিতর্ক থামছে না। শশী অবশ্য লিখেছেন, 'আমাকে কেনা যায় না। আজ অবধি কারওর কাছ থেকে টাকা বা কোনও উপহার নিয়ে কারওর জন্য কোনও মতামত পেশ করিনি।'

রুপোলি উৎসব। কলকাতা আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের ঘোষণার সূচনায় কোয়েল, প্রসেনজিৎ, জুন। উৎসব ৬ নভেম্বর শুরু হয়ে ১৩ নভেম্বর পর্যন্ত।

সতীশের স্ত্রী গাইলেন সতীশের প্রিয় গান

প্রয়াত অভিনেতা সতীশ শাহর মৃত্যুর পর তাঁর জন্য আয়োজিত প্রার্থনাসভায় গান গইলেন সতীশের স্ত্রী মধু শাহ। তিনি অ্যালজাইমারে আক্রান্ত। তাঁরই দেখভালের জন্য সতীশ কিডনির অস্ত্রোপচার করিয়েছিলেন মৃত্যুর কিছুদিন আগে। এই সভায় উপস্থিত ছিলেন সতীশের প্রিয় বন্ধুবান্ধব। ছিলেন অঞ্জন শ্রীবাস্তব। ছিলেন গায়ক সোনু নিগম। মূলত তাঁরই চেষ্টায় মধু গেয়েছেন সতীশের প্রিয় গান তেরে মেরে সপনে। গাইড ছবির সেই মহম্মদ রফির গাওয়া বিখ্যাত গান। বাস্তবিক, খুবই হৃদয়বিদারক সে দৃশ্য। এ দৃশ্যের ভিডিও প্রকাশিত। তাতে দেখা যাচ্ছে সোনু মধুর সামনে হাঁটুমুড়ে বসে গানটি গাইছেন, মধুকেও গানটি গাইতে উৎসাহ দিচ্ছেন, শেষে মধু গাইলেন। অঞ্জন এবং সকলেই অভিভূত, মুগ্ধ। সোনুর ব্যবহারে তাঁরা আরও আপ্লুত। সকলেই লিখছেন, এর থেকে বড় ফেয়ারওয়েল আর কি হতে পারত!

প্রসঙ্গত, সতীশ শাহ গত ২৫ অক্টোবর প্রয়াত হন, বয়স হয়েছিল ৭৪। কিডনি বিকল হওয়াতেই এই মৃত্যু বলে জানা গিয়েছে।

সল্লু-অ্যাশ-অভি এক ছবিতে

একটি ভিডিও ভাইরাল হয়েছে। সলমন খান ট্রাক চালাচ্ছেন, পাশে অভিষেক বচ্চন। এরপর রাস্তায় দেখা গেল ঐশ্বর্য রাইকে, তিনি লিফট চাইছেন কিন্তু ট্রাক থামল না। একজায়গায় এসে অভিষেককে সলমন নামিয়ে দিলেন, বললেন তোমার গন্তব্য এসে গিয়েছে। ভিডিওর সময়কাল ২০০১। দুঃস্বপ্নেও কেউ এটিকে বাস্তব ভাববে না। তবে নেটমহল মজা করে হলেও এই ভিডিওতে উত্তর দিয়েছেন। কেউ বলেছে, এটা কোন পৃথিবী। কেউ বলেছে অপ্রত্যাশিত কোলাজ। একজন তো বলেছে ২০০১-এ তো সলমন-অ্যাশ রিলেশনে ছিল। তখন অভিষেক কোথায়? ২০০৩-এ কুছ না কহো হওয়ার পর থেকেই । অ্যাশের সঙ্গে সলমনের হাম দিল দে চুকে সনম-এর সময়েই প্রেম হয়। ঢাই অক্ষর প্রেম কে ছবিতে এই দুজন ছিলেন, সলমনের ক্যামেও ছিল। কিন্তু তারপর ইতিহাস অন্যভাবে লেখা হয়। সলমনের 'অত্যাচার'-এ বিপর্যস্ত হয়ে সব ছেড়ে চলে আসেন অ্যাশ। অভিষেকের সঙ্গে বিয়ে, আরাধ্যার জন্ম—তাঁর ও অভিষেকের জীবন অন্য খাতে বইতে থাকে। এখানে সলমন খানের কোনও জায়গা নেই

এলিমেন্টারি হোমস, আসছেন শার্লক হোমস

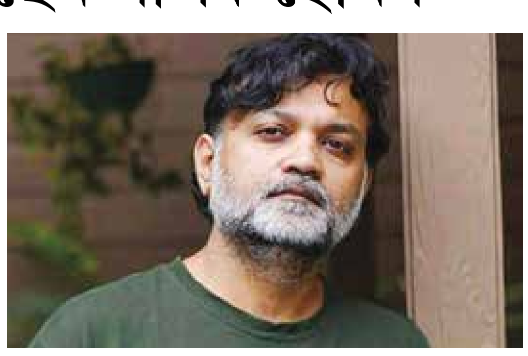

স্যার আর্থার কোনান ডয়েলের অমর সৃষ্টি শার্লক হোমস-এর বায়োপিক করছেন সৃজিত মুখোপাধ্যায়। ব্রিটিশ-ইন্ডিয়ান যুগ্ম প্রোডাকশনে নির্মীয়মান ছবির সম্ভাব্য নাম এলিমেন্টারি মাই ডিয়ার হোমস। কোনান ডয়েল এস্টেট অ্যাসোসিয়েট প্রযোজক হচ্ছে ছবির, সঙ্গে আছেন শাহনাব আলম। ১৯০৬-এর লন্ডন ছবির প্রেক্ষাপট, তখন হোমস তাঁর পারিবারিক সমস্যায় আটকে গিয়েছেন। তাঁর স্ত্রী মৃত্যুশয্যায়, তাঁকে দ্বিতীয়বার বিয়ে করতে বলছেন। এখান থেকেই তিনি জর্জ এডালজির কেসে জড়িয়ে পড়েন, যেখান থেকে তিনি শার্লক হোমস হয়ে উঠবেন। সৃজিত বলেছেন, আমি যখন বালক ছিলাম, শার্লক হোমসকে চিনেছিলাম, বেকার স্ট্রিটে গিয়ে নয়, বইয়ের পাতায়। এই প্রথম হোমস কল্পনা থেকে বাস্তবের জগতে আসছেন, বইয়ের পাতা থেকে এই জগৎ অনেক অগোছালো।'

সৃজিত জাতীয় পুরস্কার পেয়েছেন চতুষ্কোণ ছবির জন্য, ২০১৫ সালে। নতুন এই ছবির জন্য সৃজিত এবার নতুন করে প্রস্তুতি নিচ্ছেন।

ছট মিটতেই জমে জঞ্জাল

ঘাট সেই তিমিরেই

"ঘাট পরিষ্কারের কাজ প্রায় শেষের দিকে। যেটুকু বাকি রয়েছে বুধবার সেটা পরিষ্কার করে দেওয়া হবে।"
– রবীন্দ্রনাথ ঘোষ চেয়ারম্যান, কোচবিহার পুরসভা

"সাধারণত ছটব্রতীরা নিজেরাই ওসব পরিষ্কার করেন। না করলে পুরসভার তরফে জলাশয় পরিষ্কার করা হবে।"
– অমিতাভ বিশ্বাস ভাইস চেয়ারম্যান, হলদিবাড়ি পুরসভা

কোচবিহার ব্যুরো

২৮ অক্টোবর : মঙ্গলবার ভোরে ছটপুজোর ঊষার্ঘ্য উপলক্ষ্যে জেলাজুড়েই নদী ও দিঘির ঘাটে পুণ্যার্থীদের ঢল নামে। সূর্যোদয় হতেই ছটব্রতীরা ধীরে ধীরে সূর্য দেবতাকে প্রণাম জানিয়ে ধর্মীয় রীতি সারেন। তবে পুজো শেষে বহু ঘাটেই আবর্জনা পড়ে থাকতে দেখা গিয়েছে। সংশ্লিষ্ট পুরসভাগুলি সেগুলি ঠিকমতো পরিষ্কার না করায় ক্ষোভ জন্মেছে নাগরিকদের মধ্যে।

যদিও কোচবিহারের সাগরদিঘিতে অন্য ছবি দেখা গিয়েছে। লিখিত কোনও অনুমতি না থাকলেও অন্য বছরের মতো এবারেও এখানে ছটপুজোর আয়োজন করেছিলেন ছটব্রতীরা। তবে তাঁরা কথা দিয়েছিলেন, পুজো শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ঘাট পরিষ্কার করে দেবেন। এদিন দেখাও গেল তাই। মঙ্গলবার সকালেই ঘাট পরিষ্কারের কাজে হাত লাগান ছটব্রতীরা। নর্থবেঙ্গল বাসফোর অ্যান্ড হরিজন ওয়েলফেয়ার অর্গানাইজেশনের সম্পাদক তথা পুজোর অন্যতম আয়োজক অভিনব হরিজনের কথায়, 'রীতি মেনে পুজো করেছি। পুজো শেষে সব পরিষ্কারও করে দিয়েছি।'

ফাঁসিরঘাট পরিষ্কারের দায়িত্ব ছিল কোচবিহার পুরসভার। এদিন বিকেলে দেখা গেল ঘাট পরিষ্কারের কাজ শুরু হলেও তা শেষপর্যন্ত ঠিকভাবে করা হয়নি। বহু কলা গাছ ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে রয়েছে। পুরসভার চেয়ারম্যান রবীন্দ্রনাথ ঘোষ অবশ্য দাবি করেন, 'ঘাট পরিষ্কারের কাজ প্রায় শেষের দিকে। যেটুকু বাকি রয়েছে বুধবার সেটা পরিষ্কার করে দেওয়া হবে।'

দিনহাটা থানাদিঘি ঘাটেও পুজো সারেন ছটব্রতীরা। ভোরবেলা দিঘির চারপাশে প্রদীপের আলোয় এক অপরূপ সৌন্দর্য তৈরি হয়। পুজো শেষ হতেই দিঘির ঘাট পরিষ্কারে হাত লাগায় পুরসভা। তবে এদিনই যেহেতু পুজো শেষ হয়েছে তাই পরিচ্ছন্নতার কাজ শেষ করতে আরও সময় দরকার বলে দাবি পুরসভার। মাথাভাঙ্গার সুটুঙ্গা নদীর তীরে ছটপুজোয় মেতে ওঠেন বহু মানুষ। তবে পুজো শেষেও সেখানে আবর্জনা পড়ে থাকতে দেখা যায়।

হলদিবাড়ি শহরের বাঁশ কালীবাড়ি, বিডিও অফিস ও হাইস্কুলের পুকুর, দেওয়ানগঞ্জের সাতমুখা ও গাংডোবার বুড়িতিস্তা নদীতে ছটব্রতীরা পুজো করেন। পুজো শেষে ওইসব এলাকায় গিয়ে দেখা যায়, নদীর জলে ভাসছে কলা গাছ, ফুল সহ পুজোর বিভিন্ন উপকরণ। এসব দ্রুত পরিষ্কার করা না হলে নদীর জল দূষিত হবে বলে মনে করছেন পরিবেশপ্রেমীরা।

বিষয়টি নিয়ে হলদিবাড়ি পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান অমিতাভ বিশ্বাসের বক্তব্য, 'সাধারণত ছটব্রতীরা নিজেরাই ওসব পরিষ্কার করেন। না করলে পুরসভার তরফে জলাশয় পরিষ্কার করা হবে।'

এদিকে, মঙ্গলবার বিকেল পর্যন্ত মেখলিগঞ্জ তিস্তা নদীর তীরের ছটঘাট পরিষ্কার করা হয়নি। মেখলিগঞ্জ পুরসভার চেয়ারম্যান প্রভাত পাটনি আশ্বাস দিয়েছেন, 'দ্রুত ঘাট পরিষ্কার করে দেওয়া হবে।' চ্যাংরাবান্ধা বাজারের ধরলা নদীর ছটঘাটে কয়েক হাজার পুণ্যার্থী এদিন ভোরে জমায়েত হন। আন্তর্জাতিক সীমান্তে এই নদী থাকায় বিএসএফের আধিকারিকরাও উপস্থিত ছিলেন। ঘাট পরিষ্কারের কাজ শুরু হলেও তা সম্পন্ন হয়নি। বুধবারের মধ্যে পরিষ্কারের কাজ সম্পন্ন হবে বলে জানিয়েছেন পুজোর আয়োজক বিষ্ণু কানু।

দিনহাটা থানা দিঘির ঘাটে ছটব্রতীরা। (নীচে) তোর্ষায় পড়ে কলাগাছ। ছবি : প্রসেনজিৎ সাহা ও জয়দেব দাস

কোচবিহারে বাইশগুড়ি বটতলা ইউনিটের জগদ্ধাত্রীপুজো। মঙ্গলবার। ছবি : জয়দেব দাস

লক্ষ্মী কুটির যেন ভূতুড়ে আবাসন

দেবদর্শন চন্দ

কোচবিহার, ২৮ অক্টোবর : বাইরে থেকে দেখে যে কারও মনে হবে এ যেন ভূতুড়ে বাড়ি। দিনেরবেলায় সেখানে মাঝেমধ্যে শিয়াল ঘুরে বেড়াতে দেখা যায়। রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে আবাসনের চারিদিকে এখন বড় বড় গাছ, ঝোপঝাড় এবং জঞ্জালে ভরা গিয়েছে। ভবনটির ভেতরের দিকে পুরোনো দিনের ইলেক্ট্রিকের তার ঝুলছে। সামনে ঢোকার মুখে দরজা, ভেতরের জানলা চুরি হয়ে যাওয়ায় দীর্ঘদিন ধরেই ভবনটি খোলা অবস্থায় পড়ে রয়েছে। কোচবিহার পুরসভার ১৮ নম্বর ওয়ার্ডের টেম্পল স্ট্রিটে থাকা রাজ আমলের লক্ষ্মী কুটিরের এখন এমনই পরিস্থিতি।

যদিও বিষয়টি নিয়ে ওসি হেরিটেজ সৌমনা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বক্তব্য, 'ভবনগুলি সংস্কারের জন্য এস্টিমেট করতে একটি দপ্তরকে দেওয়া হয়েছে। তারা এস্টিমেট করে দিলে সেটি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে পাঠানো হবে। টাকা এলে রক্ষণাবেক্ষণের কাজ শুরু হবে।'

সাগরদিঘি সংলগ্ন এলাকার দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে কয়েকটি পুরোনো ভবন রয়েছে। এর মধ্যে অধিকাংশ ভবনই সরকারি আধিকারিকদের জন্য তৈরি করা হয়েছিল। শহরের সরকারি আবাসনগুলির অনেকগুলিই এখন পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়ে রয়েছে। এগুলির মধ্যে লক্ষ্মী কুটির অন্যতম। তবে হেরিটেজ তালিকায় থাকা ভবনটির সংস্কার না করে সেখানে ফলক বসানোয় জোর চর্চা শুরু হয়েছে। বাড়িটির রক্ষণাবেক্ষণের বিষয় নিয়ে কেন প্রশাসনের কোনও হেলদোল নেই, তা নিয়ে প্রশ্ন তুলছেন শহরবাসীও। হেরিটেজের সংরক্ষণ না করে ফলক লাগাবার যৌক্তিকতা নিয়েও প্রশ্ন তুলতে ছাড়ছেন না তাঁরা।

সাগরদিঘি সংলগ্ন লক্ষ্মী কুটির আজ জীর্ণ। ছবি : জয়দেব দাস

বেহাল দশা

- একসময় সরকারি আধিকারিকদের আবাসন ছিল
- বাড়িটির চারদিকেই এখন জঙ্গল হয়ে গিয়েছে
- বাড়িটির সামনে দিয়ে উঁকি দিলে দেখা যায় চারিদিক অন্ধকার
- ভেতরে আবর্জনায় ভরা, মশার উৎপাত, বৃষ্টি হলে বাড়ির ভিতরে জল চুইয়ে পড়ে

বিষয়টি নিয়ে কোচবিহার আর্কাইভের সভাপতি তথা জেলা হেরিটেজ কমিটির সদস্য ঋষিকল্প পাল বলছেন, 'সরকারি আধিকারিকদের জন্য সংরক্ষিত ঐতিহ্যবাহী এই ভবনগুলি দীর্ঘদিন ধরে পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়ে রয়েছে। যত শীঘ্র সম্ভব ভবনগুলি সংস্কার করা প্রয়োজন। সেক্ষেত্রে নতুন নির্মাণের চাইতে ঐতিহ্যবাহী ভবনগুলি সংস্কারের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দেওয়া উচিত।'

লক্ষ্মী কুটিরকে এখন বাইরে থেকে দেখে বোঝা যাবে না যে এটি একসময় সরকারি আধিকারিকদের আবাসন ছিল। বাড়িটির চারদিকেই এখন জঙ্গল হয়ে গিয়েছে। বাড়িটির সামনে দিয়ে উঁকি দিলে দেখা যায় চারিদিক অন্ধকার। ভেতরে আবর্জনায় ভরা, মশার উৎপাত। বৃষ্টি হলে বাড়ির ভিতরে জল চুইয়ে পড়ে। দীর্ঘদিন ধরে পরিত্যক্ত অবস্থায় থাকায় বাড়ি থেকে দরজা, জানলা এমনকি ইটও চুরি হয়ে গিয়েছে। দীর্ঘদিন ধরে ভবনটি বেহাল অবস্থায় পড়ে রয়েছে অথচ ভবনটি সংস্কার করা হচ্ছে না।

এনিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন নাগরিক অধিকার সুরক্ষা মঞ্চের সভাপতি তথা আইনজীবী রাজু রায়। তাঁর প্রতিক্রিয়া, 'হেরিটেজের ফলক লাগানো হচ্ছে ভালো কথা। কিন্তু কোচবিহারের গরিমা রক্ষা করাও প্রশাসনের কর্তব্য। সেদিকেও তাদের নজর রাখা প্রয়োজন।'

জেলা শাসকের বদলিতে আর্থিক ক্ষতি

কোচবিহার, ২৮ অক্টোবর : জেলা শাসকের বদলিতে দেবত্র ট্রাস্ট বোর্ডের গচ্চা গেল প্রায় ৩৫ হাজার টাকা। রাস উৎসব শুরুর আর মাত্র ৭ দিন বাকি। তার আগেই জেলা শাসকের বদলির নির্দেশ আসায় এতগুলো টাকা নষ্ট হল তাদের। মদনমোহনের রাসযাত্রা উপলক্ষ্যে ইতিমধ্যেই আমন্ত্রণপত্র তৈরি করে ছাপানো হয়ে গিয়েছিল। অতিথিদের সেই আমন্ত্রণপত্র বিলি করা ছিল শুধু সময়ের অপেক্ষা। সেই আমন্ত্রণপত্র অতিথিদের হাতে যাওয়ার আগেই পরিবর্তন হয়ে গেলেন কোচবিহারের জেলা শাসক। পদাধিকারবলে জেলা শাসক অরবিন্দকুমার মিনা দেবত্র ট্রাস্ট বোর্ডের সভাপতি। সেইসঙ্গে আমন্ত্রণপত্রে উদ্বোধক হিসাবে যেহেতু ওঁর নাম রয়েছে, সেই কারণে ছাপা হয়ে গেলেও ওই আমন্ত্রণপত্র আর বিলি করা যাবে না। উদ্বোধক হিসেবে নতুন জেলা শাসক রাজু মিশ্রর নাম দিয়ে তৈরি করা হবে নতুন আমন্ত্রণপত্র।

"আমাদের নতুন জেলা শাসকের নাম দিয়ে কার্ড ছাপানোর প্রস্তুতি নিতে হবে। আর বদলির বিষয়টিতে কারও হাতে না থাকায় নতুন আমন্ত্রণপত্র ছাপানো ছাড়া এক্ষেত্রে অন্য কিছু করার ছিল না।"
পবিত্র লামা *সচিব, দেবত্র ট্রাস্ট বোর্ড*

৫ নভেম্বর কোচবিহারে শুরু হচ্ছে মদনমোহনের রাসযাত্রা। তার আগেই ২৭ অক্টোবর হঠাৎ করেই জেলা শাসকের বদলির নির্দেশ আসে। দেবত্র ট্রাস্ট বোর্ড সূত্রে খবর, অতিথিদের রাস উৎসবে আমন্ত্রণ করার জন্য ইতিমধ্যেই ছাপানো হয়ে গিয়েছিল আড়াইশোটি কার্ড। কিন্তু সব টাকাই এখন জলে যাবে। এই প্রসঙ্গে দেবত্র ট্রাস্ট বোর্ডের সচিব পবিত্র লামার বক্তব্য, 'আমাদের নতুন জেলা শাসকের নাম দিয়ে কার্ড ছাপানোর প্রস্তুতি নিতে হবে। আর বদলির বিষয়টিতে কারও হাতে না থাকায় নতুন আমন্ত্রণপত্র ছাপানো ছাড়া এক্ষেত্রে অন্য কিছু করার ছিল না।'

ঠেকুয়ায় মজে বাঙালি

তন্দ্রা চক্রবর্তী দাস

কোচবিহার, ২৮ অক্টোবর : স্বাদ এতটাই অতুলনীয় যে একটা বা দুটোতে মন ভরে না। চাই গোটা কৌটো! লক্ষ্মীপুজোর নাড়ু আর শীতকালের পিঠেপুলির পর বাঙালির পছন্দের তালিকায় নতুন সংযোজন ঠেকুয়া। ছটপুজো কাছে আসতেই যার খোঁজ শুরু হয়ে যায়। ছটের অন্যতম প্রধান প্রসাদ হল এই ঠেকুয়া। কিন্তু প্রসাদের পাশাপাশি ঠেকুয়া এমনিও খাওয়া হয়। সুজি, চিনি, ঘি, ময়দা বা আটা মিশ্রিত এই খাবার আজ বাঙালিদের মধ্যেও বিপুল জনপ্রিয়।

ছট এলেই ঠেকুয়ার চাহিদা সাংঘাতিক বেড়ে যায়। কোনও কোনও মিষ্টির দোকানে আবার সারাবছরই কৌটোবন্দি ঠেকুয়ার দেখা মেলে। জনপ্রিয়তা এতটাই যে ইদানীং ঠেকুয়া বানানোর রেসিপির ভিডিও অনলাইনে বেশ ট্রেন্ডিং। ইউটিউবে ঠেকুয়ার রেসিপি সার্চ করতে গিয়ে দেখা গেল, কারও ভিডিওর ভিউ ১৯ লাখ, তো কারও আবার ৩৪ লাখ পেরিয়েছে!

চাহিদার জোগান দিতে অনেকেই আবার কোমর বেঁধে কড়াই-খুন্তি নিয়ে মাঠে নেমে পড়েছেন। কথা হচ্ছিল বিন পট্টির মমতা ঝাঁয়ের সঙ্গে। পুজোর সময় রাত তিনটে থেকে পাঁচটা পর্যন্ত একটানা ঠেকুয়া বানিয়ে গিয়েছেন তিনি। পরদিন সকালেই সব শেষ হয়ে গিয়েছে। তারপর আরও বানালেও, তাও ফুরিয়ে যায়। ঠেকুয়া বানাতে বানাতে বর্তমানে ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন তিনি। মমতা ঝাঁ বললেন, 'এখন আর শরীর চলছে না। কিন্তু চাহিদা এতটাই যে পরে আবার বানাতে হবে।' হাসিমুখে জানালেন, অনেকেই এখন এই ঠেকুয়ার আশায় বসে থাকেন।

তাঁর কাছেই জানা গেল ঠেকুয়া তৈরির রেসিপি। ১ কেজি ময়দাতে ২৫০ গ্রাম সুজি, ৫০০ গ্রাম চিনি, ২০০ গ্রাম ঘি দরকার। সেই সঙ্গে নারকেল কোরা, কিশমিশ, মৌরি, এলাচ গুঁড়ো আর এক চিমটি নুন। সবকিছু শুকনো অবস্থায় খুব ভালো করে মিশিয়ে নিয়ে, তারপর তাতে দুধ বা জল দিয়ে খুব ভালো করে মেখে নিতে হয়। এরপর মনমতো ছাঁচে দিয়ে সাদা তেলে ভেজে নিলেই হয়ে গেল।

মমতা ঝাঁ বললেন, 'অনেকেই আমায় ঠেকুয়া তৈরি করে দেওয়ার আবদার করেছিলেন। কিন্তু সময়ের অভাবে সেটা সম্ভব হয়ে ওঠেনি।'

ঠেকুয়া তৈরিতে পিছিয়ে নেই বাঙালিরাও। অনলাইনে দেখে দেখে নিজের হাতে ঠেকুয়া বানিয়েছিলেন দক্ষিণ খাগড়াবাড়ির রূপা ভট্টাচার্য। জানালেন, 'সবার বানানো ঠেকুয়া খেতে ভালো লাগে না। তাছাড়া বাড়িতে একবার বানালে ক'দিন রেখে খাওয়া যায়।' সব মিলিয়ে ঠেকুয়ার জনপ্রিয়তা এখন তুঙ্গে। একই কথা শোনা গেল গুঞ্জবাড়ি এলাকার মুক্তা বাল্মীকির গলায়। বললেন, 'আজকাল শুধু উত্তরপ্রদেশ বা বিহার নয়, আমাদের কোচবিহারের প্রচুর বাঙালি বন্ধুবান্ধবও ঠেকুয়া বলতে পাগল।'

জগদ্ধাত্রীপুজো

কোচবিহার, ২৮ অক্টোবর : রাজ আমলের রীতিনীতি মেনে, মঙ্গলবার সপ্তমী তিথিতে কোচবিহারের মদনমোহনবাড়িতে জগদ্ধাত্রীপুজোর সূচনা হল। চারদিন ধরে চলবে পুজো। পায়রা, পাঁঠা, মাগুর মাছ ইত্যাদি দেবীকে উৎসর্গ করা হবে। মদনমোহনবাড়ির কাঠামিয়া মন্দিরে পুজো করছেন পুরোহিত খগপতি মিশ্র। তিনি বলেন, 'এদিন মন্দিরে জগদ্ধাত্রীপুজো শুরু হয়েছে। এরপর তিথি মেনে ধাপে ধাপে বাকি দিনের পুজোগুলি হবে।'

মদনমোহনবাড়ি ছাড়া কোচবিহার শহরের বেশকিছু জায়গায় জগদ্ধাত্রীপুজোর আয়োজন করা হয়। এর মধ্যে অন্যতম নিউ কোচবিহার রেলস্টেশন সংলগ্ন বটতলার জগদ্ধাত্রীপুজো। এ বছর তাদের পুজো ৩১ বছরে পড়ল। পুজো উদ্যোক্তাদের বাজেট প্রায় দেড় লক্ষ টাকা। আয়োজকদের তরফে গোবিন্দ দাসের কথা, 'পুজোর দিনগুলোয় আরাধনার পাশাপাশি প্রত্যেকে আনন্দে মেতে ওঠেন।' মঙ্গলবার স্থানীয়দের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো। পার্শ্ববর্তী চকচকার বড়গিলাতে জগদ্ধাত্রীপুজোর আয়োজন করে পলাশি ইউনিট। মহিলাদের পরিচালিত এই পুজোর এবার ১২তম বর্ষ। সম্পাদকের দায়িত্বে বাসনা দাস।

জখম চার

মাথাভাঙ্গা, ২৮ অক্টোবর : মাথাভাঙ্গা শহরতলির ব্যস্ত পঞ্চানন মোড়ে পথ দুর্ঘটনায় চারজন গুরুতর জখম হয়েছেন। মঙ্গলবার বিকেলে একটি দ্রুতগামী বাস একটি টোটোকে সজোরে ধাক্কা দিলে দুর্ঘটনাটি ঘটে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, আহতদের মধ্যে রয়েছেন টোটোচালক উপেন দেবসিং, তাঁর আত্মীয় লক্ষ্মীকান্ত দেবসিং এবং দুই মহিলা যাত্রী সুনতি দাস এবং অনতি দাস। তাঁরা মা ও মেয়ে। তাঁদের হাত, চোখ, মাথা ও শরীরের বিভিন্ন স্থানে গুরুতর আঘাত লেগেছে।

হাসপাতালে মর্গ তৈরির দাবি

মেখলিগঞ্জ, ২৮ অক্টোবর : মেখলিগঞ্জ মহকুমা হাসপাতালের ওপর বর্তমানে লক্ষাধিক মানুষ নির্ভরশীল। মেখলিগঞ্জ পুরসভার ১ নম্বর ওয়ার্ডে অবস্থিত এই হাসপাতালে ১২০টি শয্যা থাকলেও মৃতদেহ সংরক্ষণের কোনও ব্যবস্থা নেই। ফলে সাধারণ মানুষকে বারবার সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। তাই মেখলিগঞ্জ মহকুমা হাসপাতালে মৃতদেহ সংরক্ষণের জন্য মর্গ তৈরি করার দাবি জানিয়েছেন এলাকার বাসিন্দারা। মেখলিগঞ্জ নাগরিক কমিটিও একই দাবি তুলেছেন।

মেখলিগঞ্জ মহকুমা হাসপাতাল রোগীকল্যাণ সমিতির চেয়ারম্যান পরেশচন্দ্র অধিকারী বলেন, 'রোগীকল্যাণ সমিতির তরফে এবিষয়ে স্বাস্থ্য দপ্তরের সঙ্গে কথা বলা হয়েছে।' মেখলিগঞ্জ মহকুমা হাসপাতালের সুপার তাপস দাস বলেন, 'আমরা এই সমস্যার কথা জানি। রোগীকল্যাণ সমিতির বৈঠকে এবিষয়ে আলোচনা হয়েছে। আশা করছি শীঘ্র সমস্যার সমাধান হবে।'

প্রায় তিন দশক আগে মেখলিগঞ্জ মহকুমা হাসপাতালে দেহ সংরক্ষণের জন্য একটি ঘর নির্মাণ করা হয়েছিল। সেই ঘরের নাম দেওয়া হয়েছিল ডেড হাউস। কথা ছিল পরবর্তী সময়ে সেখানে ময়নাতদন্তের ব্যবস্থা করা হবে। কিন্তু হাসপাতালের ওই ঘরের পার্শ্ববর্তী এলাকার বাসিন্দাদের আপত্তির কারণে ঘরটি চালু হয়নি। পরবর্তীতে ওই ঘর সংলগ্ন এলাকায় অ্যাম্বুল্যান্স রাখার ব্যবস্থা করা হয়। ওই ঘরটিতে অ্যাম্বুল্যান্সচালকদের বিশ্রামের ব্যবস্থা করা হয়। কিন্তু রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে ওই ঘরের চারদিক জঙ্গলে ঢেকে গিয়েছে। ফলে অ্যাম্বুল্যান্সচালকরাও সেখানে বিশ্রাম নিতে পারেন না।

এই পরিস্থিতির জন্য বর্তমানে ওই মহকুমায় কোনও অস্বাভাবিক মৃত্যু ঘটলে ওই হাসপাতালে দেহ সংরক্ষণ বা পোস্ট মর্টেমের কোনও ব্যবস্থা নেই। সাধারণ মানুষকে ৫০ কিমি দূরে পার্শ্ববর্তী মহকুমা মাথাভাঙ্গায় যেতে হয়। অজ্ঞাতপরিচয় মৃতদেহ শনাক্ত করতে মেখলিগঞ্জ থেকে মাথাভাঙ্গা ছুটতে হয়। এছাড়াও বিভিন্ন সময় তিস্তা নদীতে মৃতদেহ ভেসে আসে। সেই অজ্ঞাতপরিচয় মৃতদেহগুলি সংরক্ষণের জন্য মাথাভাঙ্গার ওপর নির্ভর করতে হয়।

মেখলিগঞ্জ

মেখলিগঞ্জের এসডিপিও আশিস পি সুব্বা বলেন, 'এলাকায় মর্গ না থাকায় পুলিশেরও সমস্যা হয়। বিষয়টি আমরা আমাদের ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানিয়েছি। মেখলিগঞ্জ মহকুমা হাসপাতালে দেহ সংরক্ষণ করার ব্যবস্থা করা হলে ভালো হবে।'

মেখলিগঞ্জের প্রবীণ বাসিন্দা কুণাল নন্দী বলেন, 'প্রায় তিন দশক আগে যে ঘরটি হাসপাতালে নির্মাণ করা হয়েছিল সেটিকে আক্ষরিক অর্থে মর্গ বলা যায় না। কারণ সেখানে অত্যাধুনিক কোনও ব্যবস্থা ছিল না। রোগীকল্যাণ সমিতির বিষয়টি দেখা উচিত।'

বাজিমেলার পর দূষিত হরীতকীতলা মাঠ

অমৃতা দে

দিনহাটা, ২৮ অক্টোবর : কালীপুজোর প্রায় আটদিন পেরিয়ে গিয়েছে। দীপাবলি উপলক্ষ্যে দিনহাটা শহরের হরীতকীতলা মাঠে বসেছিল বাজিমেলা। পরিবেশবান্ধব সবুজ বাজির প্রচার ও বিক্রির উদ্দেশ্যে এই মেলার আয়োজন করেছিল পুরসভা। কিন্তু মেলা শেষ হলেও মাঠের চিত্র বদলায়নি। চারদিকে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছে প্লাস্টিক, মাঠের বাইরে যত্রতত্র ছড়িয়ে রয়েছে কাগজের চায়ের কাপ। যার ফলে মাঠ চত্বর এখনও দূষণে ছেয়ে রয়েছে।

স্থানীয়দের অভিযোগ, মেলা শেষ হওয়ার পর থেকে কেউ মাঠ সাফাইয়ের দায়িত্ব নেয়নি। প্রতিদিন মানুষ হরীতকীতলা মাঠের পাশের রাস্তা দিয়েই চলাচল করেন। এখন প্লাস্টিকের স্তূপে মাঠ ভরে যাওয়ায় দৃশ্য দেখে মন ভার হয়ে ওঠে। অনেকেই প্রশ্ন তুলেছেন, সবুজ বাজির নামে পরিবেশ রক্ষার কথা বলা হলেও, এই আবর্জনা জমে থাকা কি পরিবেশ দূষণ নয়?

হরীতকীতলা মাঠে পড়ে রয়েছে আবর্জনা। মঙ্গলবার দিনহাটায়।

"সোমবার রাতে কর্মচারীরা ছটপুজোর ঘাট সাফাইয়ে সারারাত ব্যস্ত ছিলেন। আজ-কালের মধ্যেই হরীতকীতলা মাঠ পরিষ্কার করার ব্যবস্থা করা হবে।"
সাবির সাহা চৌধুরী *ভাইস চেয়ারম্যান*

পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান সাবির সাহা চৌধুরী বলেন, 'সোমবার রাতে কর্মচারীরা ছটপুজোর ঘাট সাফাইয়ে সারারাত ব্যস্ত ছিলেন। আজ-কালের মধ্যেই হরীতকীতলা মাঠ পরিষ্কার করার ব্যবস্থা করা হবে।'

তবে সাধারণ মানুষের দাবি, পুরসভার উচিত এমন আয়োজনের পর সঙ্গে সঙ্গে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার ব্যবস্থা নেওয়া। কারণ, প্লাস্টিক মাটিতে থেকে গেলে তা শুধু মাটির উর্বরতা কমায় না, বরং বৃষ্টি হলে তা নিকাশি ব্যবস্থাও বিগড়ে দিতে পারে। সবুজ বাজির নামে মেলা হলেও, বাস্তবে পরিবেশ সচেতনতার চিত্রটি একেবারেই মলিন-এই অভিযোগেই এখন সরব দিনহাটাবাসী।

হরীতকীতলার মাঠ খেলাধুলার ঐতিহ্য বহন করত। এখন মাঠের প্রায় সম্পূর্ণ অংশজুড়ে রয়েছে পুরসভার আবর্জনার গাড়ি থেকে শুরু করে জলের গাড়ি, কনস্ট্রাকশনের জিনিসপত্র। মাঠের এক কোণে অনুষ্ঠিত হয়েছিল বাজিমেলা। বাজিমেলা শেষ হয়ে যাওয়ার পরও মাঠ পরিষ্কার না হওয়ায় সাধারণভাবে ক্ষোভ ছড়িয়েছে সাধারণ মানুষের মধ্যে।

এনজেপি-কে পৃথক ডিভিশন করার প্রস্তাব জয়ন্তর

পূর্ণেন্দু সরকার

জলপাইগুড়ি, ২৮ অক্টোবর : নিজের লোকসভা কেন্দ্রের এনজেপিতে পৃথক রেল ডিভিশন করার প্রস্তাব তুলে ধরলেন জলপাইগুড়ির সাংসদ ডাঃ জয়ন্ত রায়। সোমবার দিল্লিতে রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণোর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে লিখিতভাবে এই প্রস্তাব জানান জয়ন্ত। নিজের লোকসভা কেন্দ্রে রেলের পরিকাঠামো উন্নয়ন সংক্রান্ত বেশকিছু দাবিও তিনি রেলমন্ত্রীকে জানিয়েছেন।

কেন নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশনকে ঘিরে আলাদা করে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের ডিভিশন করার প্রস্তাব তুললেন সাংসদ? রেলমন্ত্রীকে দেওয়া চিঠিতে তার ব্যাখ্যা রয়েছে। জয়ন্তর বক্তব্য, এনজেপির অবস্থানগত গুরুত্ব অনেক। অন্যদিকে, এই স্টেশনকে বিশ্বমানের করার কাজও শুরু হয়েছে। রয়েছে এনজেপি থেকে দার্জিলিংয়ের মধ্যে ইউনেসকো হেরিটেজ স্বীকৃতিপ্রাপ্ত দার্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ে। পাশের সেবক স্টেশনকে কেন্দ্র করে সিকিমের সঙ্গে রেলপথ নির্মাণের কাজও অনেক দূর এগিয়েছে। তাছাড়া আলুয়াবাড়ি থেকে এনজেপি পর্যন্ত ফোর লেনের রেললাইনের কাজও শুরু হয়েছে। এনজেপির উপর চাপ কমাতে শিলিগুড়ি জংশন থেকে এনজেপিকে বাইপাস করে আমবাড়ি-ফালাকাটা পর্যন্ত বাইপাসিং রেল ট্র্যাকও তৈরি হচ্ছে।

এই সমস্ত উন্নয়নমূলক কাজকর্মে নজরদারি রেলের কাটিহার ডিভিশন থেকে পরিচালনা করা হয়। এতে অনেক সমস্যা হচ্ছে। জয়ন্তর আরও বক্তব্য, এনজেপি স্টেশন দেশের সুরক্ষা সংক্রান্ত দিক থেকেও খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তাই এনজেপি নামে পৃথক রেল ডিভিশন গঠন খুবই জরুরি বলে মনে করেন সাংসদ।

রেলমন্ত্রীর কাছে পেশ করা অন্য দাবিগুলির মধ্যে রয়েছে, জলপাইগুড়ি শহরের ৩ নম্বর গুমটি এবং বেলাকোবায় রেলওয়ে লেভেল ক্রসিংয়ে ফ্লাইওভার তৈরি। জলপাইগুড়ি রোড স্টেশন থেকে শিয়ালদাগামী হামসফর এক্সপ্রেস ও পাহাড়িয়া এক্সপ্রেসকে দৈনিক করার দাবিও জানিয়েছেন জয়ন্ত।

জয়ন্ত জানান, রেলমন্ত্রী গুরুত্ব দিয়ে দাবিগুলি বিবেচনা করবেন বলে তাঁকে জানিয়েছেন।

প্রয়াত রথীশ দাশগুপ্ত

হলদিবাড়ি, ২৮ অক্টোবর : প্রবীণ সিপিএম নেতা রথীস দাশগুপ্ত প্রয়াত হয়েছেন। মঙ্গলবার সকালে দিল্লিতে তাঁর মেয়ের বাড়িতে তিনি শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। দীর্ঘদিন ধরে তিনি ক্যানসারে আক্রান্ত ছিলেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮১ বছর। তাঁকে শ্রদ্ধা জানাতে এদিন সন্ধ্যায় হলদিবাড়ি শহরের দলীয় কার্যালয়ে শোকসভার আয়োজন করা হয়। সেখানে তাঁর প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করে তাঁকে স্মরণ করা হয়। সেখানে তৃণমূল সহ বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতৃত্ব উপস্থিত ছিল। এরপর একটি শোক মিছিল হলদিবাড়ি বাজারের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে।

এই প্রবীণ নেতা দীর্ঘদিন হলদিবাড়ি জোনাল কমিটির সম্পাদক হিসাবে দায়িত্ব পালন করেছিলেন। এছাড়া তিনি দলের জেলা কমিটির সদস্য হয়েছিলেন। ফরওয়ার্ড ব্লকের লোকাল কমিটির সভাপতি ইন্দ্রজিৎ সিনহা বলেন, 'হলদিবাড়ি ব্লকে বিভিন্ন হাইস্কুল ও কলেজ প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে তাঁর অগ্রণী ভূমিকা রয়েছে। প্রাচীন পিভিএনএন লাইব্রেরি ও টাউন ক্লাব সহ হলদিবাড়ি উচ্চ বালিকা বিদ্যালয় ও হলদিবাড়ি কলেজের পরিচালন কমিটির দায়িত্ব তিনি সামলেছেন।' রাজনীতির পাশাপাশি তিনি একজন নাট্যকর্মী এবং যুব নাট্য সংস্থার সদস্য ছিলেন। এছাড়া অমিত রক্ষিত ও সন্দীপ লাহা শোকজ্ঞাপন করেছেন।

পৃথিবীর পাঠশালা

মশামুক্ত আইসল্যান্ড

মশা না থাকার ক্ষেত্রে আইসল্যান্ড বিশ্বের একমাত্র দেশ হওয়ার এক বিরল স্বীকৃতি পেয়েছে। সাধারণত মশা আকৃষ্ট করে এমন প্রচুর মিষ্টি জলের হ্রদ ও পুকুর থাকা সত্ত্বেও দেশটির জলবায়ু এবং পরিবেশগত পরিস্থিতি মশাগুলিকে সেখানে টিকে থাকতে দেয় না। চরম ঠান্ডা, ঋতুগুলির দ্রুত পরিবর্তন এবং প্রজননের উপযুক্ত চক্রের অভাব এমন একটি পরিবেশ তৈরি করে যা মশার প্রজননের জন্য খুবই প্রতিকূল। মশা না থাকায় আইসল্যান্ডবাসী ম্যালেরিয়া, ডেঙ্গি বা জিকার মতো মশাবাহিত রোগ থেকে মুক্ত। এই অদ্ভুত প্রাকৃতিক ঘটনাটি আইসল্যান্ডের আকর্ষণকে আরও বাড়িয়ে তোলে, যা এটিকে কেবল আগ্নেয়গিরি এবং হিমবাহের দেশই নয়, একটি বিরল মশামুক্ত স্বর্গও করে তুলেছে।

চিনের 'ভূতের নৌবহর'

চিন একটি উন্নত ইলেক্ট্রনিক ওয়ারফেয়ার প্রযুক্তি তৈরি করেছে, যার নাম দেওয়া হয়েছে 'ঘোস্ট নেভি'। এই সিস্টেমটি একটি একক জাহাজকে শত্রুর রাডারে একটি সম্পূর্ণ নৌবহরের বিভ্রম তৈরি করে দেয়। ডেকয় সিগন্যাল, ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক হস্তক্ষেপ এবং সাইবার ওয়ারফেয়ার কৌশল ব্যবহার করে, এই প্রযুক্তি শত্রুদের বিভ্রান্ত করে চিনের নৌশক্তিকে অনেক বেশি করে দেখায়। আধুনিক যুদ্ধের জন্য এর প্রভাব বিশাল। নৌবাহিনী দীর্ঘদিন ধরে পরিস্থিতির তথ্যের জন্য রাডার শনাক্তকরণের ওপর নির্ভর করে আসছে। কিন্তু চিনের এই 'ঘোস্টিং' কৌশল কয়েক দশকের সামরিক কৌশলকে বাতিল করে দিতে পারে। এই উন্নয়ন দেখায় যে যুদ্ধ কীভাবে শুধুমাত্র শক্তি প্রদর্শন থেকে তথ্য আধিপত্যের দিকে সরে যাচ্ছে।

১০ তলা বাড়ি, ২৯ ঘণ্টায় খাড়া

চিন বিশ্বকে অবাক করে দিয়ে মাত্র ২৯ ঘণ্টারও কম সময়ে একটি ১০ তলা ভবনের নির্মাণকাজ শেষ করেছে। আগে থেকেই তৈরি করা প্রি-ফেব্রিকেটেড মডিউল ব্যবহার করে, শ্রমিকরা নজিরবিহীন গতি এবং দক্ষতার সঙ্গে এই ভবনটি একত্রিত করেছেন। এই পদ্ধতিটি কেবল নির্মাণের সময়ই কমায় না, বরং বর্জ্য কমায়, নিরাপত্তা উন্নত করে এবং খরচও কম করে। প্রি-ফেব্রিকেটেড মডিউলার নির্মাণ একটি ক্রমবর্ধমান প্রবণতা, বিশেষত যেখানে আবাসনের চাহিদা বেশি। দ্রুত, নিরাপদ এবং আরও সাশ্রয়ী মূল্যের নির্মাণ কীভাবে শহরগুলির ভবিষ্যতে বৃদ্ধিকে পরিবর্তন করতে পারে, এটি তারই প্রমাণ।

ফিনল্যান্ডের গ্রন্থাগার

ফিনল্যান্ডের পাবলিক লাইব্রেরিগুলি কেবল বই ধার করার শান্ত জায়গা নয়, সেগুলি সম্প্রদায়ের উদ্ভাবনকেন্দ্র হয়ে উঠেছে। ফিনিশ লাইব্রেরিগুলি শুধু বই নয়, সরঞ্জাম, থ্রিডি প্রিন্টার, সেলাই মেশিন, বোর্ড গেম এবং এমনকি বাদ্যযন্ত্রও ধার দেয়। এই আমূল পদ্ধতি লাইব্রেরিগুলিকে শিক্ষা, সৃজনশীলতা এবং সহযোগিতার জন্য প্রাণবন্ত স্থানে রূপান্তরিত করেছে। এর পিছনের দর্শনটি সহজলভ্যের ওপর ভিত্তি করে। জ্ঞান ও দক্ষতা যেন সম্পদ বা সুযোগসুবিধার দ্বারা সীমাবদ্ধ না হয়। একজন তরুণ উদ্যোক্তা লাইব্রেরিতে গিয়ে থ্রিডি প্রিন্টার ব্যবহার করে তাঁর ধারণার প্রোটোটাইপ তৈরি করতে পারেন। এই ব্যবস্থা সামাজিক সমতাকেও উৎসাহিত করে। ফিনল্যান্ডের লাইব্রেরিগুলি সমাজের লিভিং রুম হিসেবে কাজ করে।

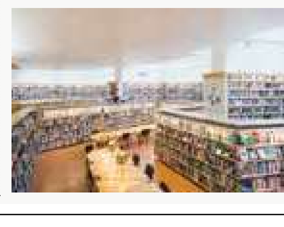

সমালোচনা জগদীশের

প্রথম পাতার পর

রাজবংশী ভাষা আকাদেমির কাজ কি ঠিকঠাক হচ্ছে না? এবিষয়ে প্রশ্ন করা হলে সাংসদ বলেন, 'রাজবংশীদের উন্নয়নে মুখ্যমন্ত্রী রাজবংশীদেরই দায়িত্ব দিয়েছেন। যাঁদের হাতে দায়িত্ব তাঁরা যদি কাজ না করে মিটিং করে ঘুরে বেড়ান তবে সেটা তাঁদের ব্যর্থতা। যাঁদের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে তাঁরা রাজবংশীদের উন্নয়নে কাজ করুন এবং প্রয়োজনে আমাদের সহযোগিতা চাইতে পারেন। আমরা নিশ্চয় তাঁদের সহযোগিতা করব।' তিনি আরও বলেন, 'শুধু ঘুরে বেড়ালে বা শুধু মাইকে বক্তব্য রাখলেই রাজবংশীদের উন্নয়ন হয় না। রাজবংশীদের উন্নয়নে নির্দিষ্ট কিছু প্রস্তাব তৈরি করতে হবে। কিন্তু সে কাজে তাঁরা ব্যর্থ।' ভোটের আগে রাজবংশী ভাষা আকাদেমির চেয়ারম্যান হরিহরকে তৃণমূল অনেক জায়গাতেই রাজনৈতিক কাজে প্রোজেক্ট করছে। সেজন্য বংশীবদনকে কিছুদিন আগে চেয়ারম্যানের পদ থেকে সরিয়ে হরিহরকে ভাষা আকাদেমির দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে বলে অনেকে মনে করছেন। আবার বংশীও তৃণমূলের দীর্ঘদিনের সঙ্গী। দুই রাজবংশী নেতাকে ভোটের আগে 'চটিয়ে' সাংসদ কি ভুল করলেন? তৃণমূলের অন্দরে সেই প্রশ্নও উঠেছে। রাজবংশী ভাষা আকাদেমির চেয়ারম্যান হরিহর দাস কাজ না করার অভিযোগ মানতে চাননি। তাঁর কথায়, 'ভাষা আকাদেমি এবং রাজবংশী ডেভেলপমেন্ট বোর্ড তো দীর্ঘদিনের। এখানে কার্যক্রম সেভাবে কোথায়? আমি আসার পর থেকে কী পরিবর্তন হয়েছে সেটা তো সকলেই দেখছেন।'

ফের বদলি স্থগিত প্রশান্তর

প্রথম পাতার পর

যে বিডিও শুধুই ডাম্পার ধরে বেড়ান, মিষ্টির দোকানে অভিযান করেন, তাঁর কাছ থেকে এর বেশি কী আশা করা যায়?' প্রভাবশালী তকমা নিয়ে বরাবরই বিতর্কে থেকেছেন প্রশান্ত। কয়েকমাস আগেই বেহাল রাস্তা নিয়ে বিজেপি সমর্থকরা অবরোধ করেছিলেন। অবরোধকারীদের প্রশান্ত বলেছিলেন, লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের টাকা না নিলে সেই টাকায় রাস্তা মেরামত করে দেওয়া হবে। রাজগঞ্জে লেপ্টোস্পাইরোসিস রোগের প্রাদুর্ভাবের সময় প্রশাসনের আধিকারিকরা এলাকায় ঝাঁপিয়ে পড়লেও প্রশান্তকে সেখানে দেখা যায়নি। তাঁর বিতর্কিত কাজকর্মের খবর জেলা প্রশাসনের কানে পৌঁছালেও তাঁর বিরুদ্ধে কোনও পদক্ষেপ কখনও করা হয়নি।

তৃণমূলের জেলা কমিটির চেয়ারম্যান ও রাজগঞ্জের বিধায়ক খগেশ্বর রায় বিডিওর বদলির নির্দেশিকা পাননি বলে জানান। তিনি বলেন, 'বদলি রদ নিয়ে কিছুই জানি না। বদলি ও তা রদ করার সিদ্ধান্ত রাজ্য সরকারের।'

আদালত চত্বরেই ভারী বস্তু দিয়ে আঘাত

স্বামীকে মারধর স্ত্রীর

বিশ্বজিৎ সরকার

হেমতাবাদ, ২৮ অক্টোবর : বিবাহবিচ্ছেদের মামলা তো কতই হয়। কিন্তু সেই মামলার সূত্রে আদালতে হাজির হয়ে সেখানেই স্বামীকে খুনের চেষ্টা? মঙ্গলবার বিকেলে রায়গঞ্জ জেলা আদালত চত্বরে এমন ঘটনাই ঘটল। স্ত্রী ভারী বস্তু দিয়ে স্বামীর মাথায় আঘাত করেন বলে অভিযোগ। পাশাপাশি, শ্বশুর ও দেওরকেও আঘাত করা হয়। ঘটনাটিকে কেন্দ্র করে এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ায়। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে আদালত চত্বরে থাকা পুলিশকর্মীদের পাশাপাশি আইনজীবীদের আসরে নামতে হয়। তিনজনের মধ্যে স্বামীর আঘাত গুরুতর। ঘটনার পর তিনি ছ'বার রক্তবমি করেছেন। স্ত্রী মারধরের অভিযোগ মানতে চাননি। সবকিছু জানিয়ে পুলিশে অভিযোগ দায়ের করা হবে বলে স্বামীর আইনজীবী জানিয়েছেন। যাঁকে আঘাত করা হয়েছে তিনি পেশায় অধ্যাপক। যাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ তিনি একজন মেডিকেল অফিসার।

রায়গঞ্জ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের জরুরি বিভাগের চিকিৎসক রজত দেবনাথ বলেন, 'মাথায় চোট লাগায় ওই ব্যক্তি জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছেন। পরপর ছয়বার রক্তবমি করেছেন। তাঁকে সার্জিক্যাল বিভাগে পাঠানো হয়েছে। বাকি দুজনের চোট গুরুতর না হওয়ায় ওষুধ দিয়ে তাঁদের অবজার্ভেশনে রাখা হয়েছে।' হাসপাতালের শল্য চিকিৎসক সঞ্জয় শেঠ বললেন, 'মস্তিষ্কের স্ক্যান-রিপোর্ট পাওয়ার পর ওই ব্যক্তিকে প্রয়োজনে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে রেফার করা হবে।'

আদালত সূত্রে খবর, বিয়ের তিন মাসের মধ্যে স্ত্রী খুনের চেষ্টার অভিযোগ তুলে স্বামী সহ ছয়জনের নামে হেমতাবাদ থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। তার ভিত্তিতে পুলিশ ২২ মে অধ্যাপক স্বামীকে গ্রেপ্তার করে। তারপর থেকে মামলা চলছিল। কিছুদিন আগে দু'তরফে বিবাহবিচ্ছেদের মামলা করা হয়। বিবাহবিচ্ছেদ বাবদ খোরপোশ হিসেবে সাড়ে ১২ লক্ষ টাকা ধার্য হয়। স্ত্রী এদিনই টাকা চেয়েছিলেন। স্বামী ক'দিন সময় চেয়েছিলেন। এনিয়েই আদালত চত্বরে বাদানুবাদ শুরু হয়। সেই সময় স্ত্রী ভারী বস্তু নিয়ে স্বামীর ওপর হামলা চালান বলে অভিযোগ। শ্বশুর ও দেওরের ওপরও হামলা চালানো হয় বলে অভিযোগ উঠেছে।

অধ্যাপকের আইনজীবী আশিস সরকার বলেন, 'বিবাহবিচ্ছেদ বাবদ তিনদিনের মধ্যে সাড়ে ১২ লক্ষ টাকা দেওয়া হবে বলে ঠিক করা হলেও মেডিকেল অফিসারের পরিবার তা মানতে রাজি ছিল না। কিছু বাদানুবাদ হয়। এরপরই ওই মেডিকেল অফিসার আমার মক্কেল, তাঁর বাবা ও ভাইয়ের ওপর চড়াও হন। ওই মহিলা সহ পাঁচজনের বিরুদ্ধে রায়গঞ্জ থানায় মৌখিক অভিযোগ করা হয়েছে। রাতের মধ্যেই লিখিত অভিযোগ করা হবে।'

ওই মেডিকেল অফিসারের আইনজীবী শফিকুল আলম বলেন, 'বিবাহবিচ্ছেদ বাবদ অধ্যাপকের তরফে সাড়ে ১২ লক্ষ টাকা না নিয়ে আসায় এদিন আদালতে মামলার নিষ্পত্তি হয়নি। তারপর কী হয়েছে তা আমার জানা নেই।' হামলার অভিযোগ উড়িয়ে ওই মেডিকেল অফিসার বললেন, 'আমি কাউকে কোনও মারধর করিনি। বিয়ের সময় আমাকে যে শাড়িটি দেওয়া হয়েছিল, নির্দিষ্ট সময়ে সেটি হেমতাবাদ থানায় জমা দেওয়ার কথা ছিল। কিন্তু সেটা সময়মতো থানায় জমা দেওয়া হয়নি। এনিয়ে আদালত চত্বরে স্বামী ও শ্বশুরবাড়ির সদস্যদের সঙ্গে আমার কথা কাটাকাটি হয়। আর কিছুই নয়।'

হাসপাতালে তিন

- বিয়ের পরপরই অধ্যাপক স্বামী ও মেডিকেল অফিসার স্ত্রীর মধ্যে ঝামেলা শুরু হয়
- এনিয়ে বিবাহবিচ্ছেদের মামলা শুরু হয়, মঙ্গলবার আদালত চত্বরে খোরপোশের টাকা নিয়ে ঝামেলা
- স্ত্রী ভারী বস্তু দিয়ে স্বামীর মাথায় আঘাত করেন বলে অভিযোগ, শ্বশুর ও দেওরের ওপরও হামলা
- স্বামী গুরুতর আহত হয়েছেন, তিনি সহ তিনজনে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন

জখম কিশোর

বুনিয়াদপুর, ২৮ অক্টোবর : মালদা থেকে শিক্ষা নেয়নি দক্ষিণ দিনাজপুর। যার জেরে উত্তরবঙ্গে আরও এক কিশোর জখম হল কার্বাইড গানে। উৎসবের আনন্দ মুহূর্তে পরিণত হল আতঙ্কে। সোমবার সূর্য যখন অস্তগামী, ছটব্রতীরা সূর্য দেবতার আরাধনায় মগ্ন, তখনই ঘটল নতুন বিপত্তি। বংশীহারী ব্লকের দেউরিয়া ছটঘাটের পাশে রাসায়নিক কার্বাইড গানের আগুনে গুরুতরভাবে দগ্ধ হল ১২ বছরের এক নাবালক। যা নতুন করে সামনে নিয়ে এল সচেতনতার দিকটি। একের পর এক এমন ঘটনায় চিন্তিত চিকিৎসকরা।

ভোপাল তো বটে, কালীপুজোর সময় কার্বাইড গান ব্যবহার করতে গিয়ে দৃষ্টিশক্তির চরম ক্ষতি করে মালদারও ৯ জন শিশু-কিশোর ও তরুণ। ঘটনার পরই অভিভাবকদের সতর্ক থাকার পরামর্শ দিয়েছিলেন চিকিৎসকরা।

মন্ত্রী-পুত্র

প্রথম পাতার পর

আর তাঁর অভিযোগ যদি তাই হয়, তাহলে এনআইএ'র ওপরেও যদি বড় কোনও সংস্থা থেকে থাকে তাদের দিয়ে তদন্ত করানো হোক। নেশাগ্রস্তের যে অভিযোগ আনা হচ্ছে, তা আমার পরিচিতরা এবং আত্মীয়স্বজনরা সকলেই জানেন আমি এসবের মধ্যে নেই।' নিশীথের অভিযোগে তাঁর কটাক্ষ, নিশীথ সকলকে নিজের মতোই মনে করেন। যদিও অজয়ের পালটা অভিযোগ, কোনও চকোলেট বোম নয়, সত্যিকারের বোমাই ফাটানো হয়েছিল তাঁর বাড়ির সামনে। তিনি বলেন, 'আমার বাড়িতে এর আগেও একাধিকবার হামলা চালিয়েছে তৃণমূলের দুষ্কৃতীরা। আসলে ২০২৬ বিধানসভা ভোটের আগে পায়ের তলার মাটি সরে যাওয়ার কারণেই এরকম হামলা। তবে আমি ভয় পাওয়াদের দলে নই।' বিজেপির জেলা কমিটির সম্পাদক বিরাজ বসুর কথায়, 'কয়েকদিন আগেই নিষিদ্ধ আতশবাজি ফাটানোর অভিযোগে কোচবিহার পুলিশ সুপার স্থানীয় বাসিন্দাদের ওপর লাঠিচার্জ করেন বলে অভিযোগ। সেসময় তিনি যুক্তি দিয়েছিলেন যে, আইন ভেঙে শব্দবাজি ফাটানো হয়েছিল। তাহলে অজয়ের বাড়ির সামনে মন্ত্রী-পুত্র ও তাঁর দলবল নিষিদ্ধ শব্দবাজি ফাটানোর কথা স্বীকার করে নিলেও তাঁদের বিরুদ্ধে কেন ব্যবস্থা নেওয়া হবে না?' বোমাবজির অভিযোগ নিয়ে দিনহাটা থানায় বিজেপির তরফে কোনও অভিযোগ দায়ের হয়নি বলেই জানিয়েছেন এসডিপিও ধীমান মিত্র।

আর নেই পদ্মের একচেটিয়া

প্রথম পাতার পর

সত্যি-মিথ্যে নানারকম খবর, ভিডিও দিয়ে বাজার গরম করার কাজটা নিষ্ঠাভরে চালিয়ে গিয়েছে পদ্ম শিবির।

এবার ভোটের আগে তৃণমূলের সেকেন্ড ইন-কমান্ড অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাত ধরে শুরু হয়েছে দলের নতুন কর্মসূচি, 'আমি বাংলার ডিজিটাল যোদ্ধা।' তৃণমূলের দাবি, বুথ সংগঠনে তারা আগেই অদ্বিতীয় ছিল। এবার সেই শক্তি দেখানো হবে সমাজমাধ্যমেও। বিজেপি-সিপিএমকে এতদিন শুধু 'ফেসবুকের দল' বলে ব্যঙ্গ করে এসেছে তৃণমূল। এখন সেই ডিজিটাল দুনিয়া দখলের লড়াইয়ে নামতে হয়েছে শাসকদলকেও।

তৈরি হয়েছে বিশেষ ওয়েবসাইট। সেখানে নাম লিখিয়ে 'ডিজিটাল যোদ্ধা' হওয়ার ডাক দেওয়া হয়েছে তরুণ প্রজন্মকে। নাম, ফোন নম্বর, জেলা ও বিধানসভা কেন্দ্রের তথ্য দিয়ে সদস্যপদ মিলবে এই ভার্চুয়াল বাহিনীতে। অভিষেক নিজে সমাজমাধ্যমে ভিডিও বার্তায় বলেছেন, তথ্য, পরিসংখ্যান ও যুক্তি দিয়ে এ লড়াইয়ে নামতে হবে। তৃণমূলের আইটি সেলও রয়েছে। এবার পেশাদার নামিয়ে সেটিকে জোরদার করা হচ্ছে। প্রতি বুথে কমপক্ষে দশজন যোদ্ধাকে কাজে লাগানো হবে। শোনা যাচ্ছে, প্রথম ২৪ ঘণ্টাতেই নাম লিখিয়েছেন দশ হাজার যোদ্ধা।

বিজেপিও বসে নেই। তারা সর্বভারতীয় দল। খুঁটির জোর দিল্লিতে। দিল্লি থেকে এক্সপার্ট আনা হচ্ছে বাংলায়। এর মধ্যে কয়েক দফা মিটিং হয়ে গিয়েছে। আপাতত ঠিক হয়েছে, ত্রিপুরা, দিল্লির মতো কয়েকটি রাজ্য থেকে বিজেপির সোশ্যাল মিডিয়া সেলের পাঁচ অভিজ্ঞ নেতা বাংলায় আসবেন। তাঁরা বিধানসভা ভোট পর্যন্ত এরাজ্যে থাকবেন।

রাজ্যে বিজেপির পাঁচ সাংগঠনিক জোনে সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রচার সামলাবেন মূলত ভিনরাজ্যের এই পাঁচ নেতা। কীভাবে তৃণমূলের ডিজিটাল যোদ্ধাদের মোকাবিলা করা হবে, তা ওই বাইরের এক্সপার্টরা ঠিক করবেন। গাইডলাইন বানিয়ে দেবেন। সঙ্গে আরএসএসের স্পেশাল কোচিং তো আছেই।

একাজে গেরুয়া শিবির অন্যদের তুলনায় বেশ এগিয়ে। তারা বহুদিন ধরে বিস্তর টাকা ঢেলেছে সমাজমাধ্যমে। গতবছর লোকসভা ভোটে প্রিন্ট আর ইলেক্ট্রনিক মাধ্যমে বিজেপি বিজ্ঞাপন বাবদ খরচ করেছে ৬১১ কোটি ৫০ লাখ টাকা। এটা নির্বাচন কমিশনকে তারা নিজেরাই জানিয়েছে। বছরভর তাদের আইটি সেলের পিছনে খরচ হয় আরও অনেক টাকা।

ভোটে যে সামাজিক মাধ্যমে প্রচার বড় ভূমিকা নিতে পারে, এটা সবার আগে বুঝেছিল গেরুয়া ব্রিগেড। তাদের আইটি ব্রিগেড কাজ শুরু করেছিল ২০০৭ সালে। ২০০৪ সালের লোকসভা ভোটেই বিজেপি তাদের ভোটের খরচের ৫ শতাংশ ঢেলেছিল প্রচারে। তখন ইন্টারনেট, ফেসবুক, হোয়াটসঅ্যাপ ছিল না। সেসময় প্রচার হয়েছিল ভোটারদের ফোনে আগে থেকে রেকর্ড করা নানা কথা বাজিয়ে।

২০০৯ সালে নিজের ওয়েবসাইট চালু করেছিলেন লালকৃষ্ণ আদবানি। একই বছরে নরেন্দ্র মোদির টুইটার অ্যাকাউন্ট চালু হয়। তখন তিনি গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী। কংগ্রেসের রাহুল গান্ধির টুইটার চালু হয়েছিল তারও ছয় বছর পরে। ২০১৪ সালে বিজেপির জয়ের পিছনে দলের আইটি সেলের ছিল বিরাট ভূমিকা। এখন নিত্যদিন অষ্টপ্রহর সত্যি-মিথ্যে নানারকম প্রচারকে বড় অস্ত্র বানিয়ে তুলেছে পদ্ম শিবির। কোনও সন্দেহ নেই, এবার তাদের প্রচারে তৃণমূলের সঙ্গে লড়াইয়ের অনেকটা হবে অন্যরকম, মাটির পাশাপাশি আকাশে।

শুষে নেবে কংক্রিট!

প্রথম পাতার পর

আমাদের গবেষণা সেই সমাধানই খুঁজছে।' তুফানগঞ্জ শহরের ১০ নম্বর ওয়ার্ডের নেতাজিনগর এলাকার বাসিন্দা মানস। তাঁর বাবা ছিলেন জীববিদ্যার শিক্ষক। ছোটবেলায় বাবার অনুপ্রেরণাতেই বিজ্ঞানের প্রতি ঝোঁক তাঁর। তুফানগঞ্জ নৃপেন্দ্রনারায়ণ মেমোরিয়াল হাইস্কুলে মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পেরিয়ে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্থবিদ্যায় স্নাতক হন তিনি। সেখানেই বায়োফিজিক্সে স্নাতকোত্তর করেন। পরবর্তীতে সেখান থেকেই পিএইচডি করার সময় কংক্রিটকে কেন্দ্র করে তাঁর গবেষণার পথ চলা শুরু। তখন তাঁর গবেষণার বিষয় ছিল ব্যাকটিরিয়ার সাহায্যে কংক্রিটের ফাটল স্বয়ংক্রিয়ভাবে সারানো। সেই কাজই তাঁকে আন্তর্জাতিক গবেষণার দুনিয়ায় পরিচিতি এনে দেয়। এরপর চিনের ঝেজিয়াং বিশ্ববিদ্যালয়ে ন্যানো-মেটিরিয়াল ব্যবহার করে কংক্রিটের স্থায়িত্ব বৃদ্ধির কাজে যুক্ত হন। ডেনমার্কের আরহাস বিশ্ববিদ্যালয় ও আইআইটি মাদ্রাজেও গবেষণা করেছেন তিনি। যুগান্তকারী আবিষ্কার প্রসঙ্গে মানস বলছেন, 'বিশ্বের মোট কার্বন ডাইঅক্সাইড নির্গমনের প্রায় ৮ শতাংশই আসে সিমেন্ট শিল্প থেকে। যা ভবিষ্যতে আরও বাড়তে পারে। এই চেষ্টা সিমেন্ট-কংক্রিট ব্যবহারে এক যুগান্তকারী পরিবর্তন আনতে পারে, যা শিল্পে সামগ্রিক কার্বনের প্রভাব কমাতে সহায়তা করবে।' প্রতিবছর কংক্রিট নির্মাণের ফলে কয়েক লক্ষ টন কার্বন ডাইঅক্সাইড বায়ুমণ্ডলে মিশে যায়। সেদিক থেকে এই নতুন প্রযুক্তি ভবিষ্যতের জন্য এক বৈপ্লবিক পদক্ষেপ। একদিকে যেমন এটি শক্তিশালী ও টেকসই, অন্যদিকে বায়ুমণ্ডলের ক্ষতিকর গ্যাসকে নিজের ভিতরে আটকে রেখে পরিবেশকে শুদ্ধ করবে, এমনটাই মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা।

ইতিমধ্যেই ডঃ সরকারের কাজ প্রকাশিত হয়েছে একাধিক আন্তর্জাতিক বিজ্ঞান জার্নালে। সম্প্রতি তিনি যুক্তরাষ্ট্র সরকারের বিশেষ স্বীকৃতি 'আইনস্টাইন ভিসা' অর্জন করেছেন। তাঁর এই উদ্ভাবন পরিবেশ রক্ষার লড়াইয়ে এক নতুন দিশা খুলে দিতে পারে বলে মনে করছেন অনেকেই। মানসের দাদা তাপস সরকারের কথায়, 'ছোটবেলা থেকেই ওর শখ গবেষক হওয়ার। মেধা, পরিশ্রম এবং গবেষণার প্রতি নিষ্ঠা থাকলে অনায়াসেই যে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করা যায়, ও নিজেই তার প্রমাণ।' তুফানগঞ্জের এক ছোট শহর থেকে যাত্রা শুরু করে বিশ্ববিজয়ের পথে হাঁটছেন মানস। জন্মভূমির মানুষ আজ গর্বিত, তাঁদের এক সন্তান পৃথিবীর উষ্ণায়নকে প্রতিরোধ করতে এগিয়ে চলেছেন বিজ্ঞানের আলো হাতে।

'SIR' বিরোধিতা

প্রথম পাতার পর

খাওয়াদাওয়ার পর রাতে শুতে চলে যান। সকালে ওঁর ভাইয়ের স্ত্রী ডাকাডাকি করে সাড়া পাননি। পরে সবাই মিলে ঘরে ঢুকে ওঁর ঝুলন্ত দেহ দেখতে পান।' পুলিশ নিশ্চিত করেছে যে, ঘর থেকে উদ্ধার করা সুইসাইড নোটে লেখা ছিল, 'আমার মৃত্যুর জন্য এনআরসি দায়ী।' তাঁর পরিবারের দাবি, প্রদীপ পশ্চিমবঙ্গে জন্মেছেন ও বড় হয়েছেন। কিন্তু তাঁর বাবা বাংলাদেশ থেকে এসেছিলেন। সেই আতঙ্কই কাজ করছিল।

সেই প্রসঙ্গ উল্লেখ করে মমতা সমাজমাধ্যমে লেখেন, 'উনি লিখে গিয়েছেন, আমার মৃত্যুর জন্য এনআরসি দায়ী। বিজেপির ভয় ও বিভাজনের রাজনীতির এর চেয়ে বড় প্রমাণ আর কী হতে পারে! ওঁরা সাংবিধানিক গণতন্ত্রকে ভয়ের রঙ্গমঞ্চে পরিণত করেছেন। এই মর্মান্তিক মৃত্যু বিজেপির বিষাক্ত প্রচারের প্রত্যক্ষ পরিণতি।'

অন্যদিকে, যে কোনও মৃত্যু দুর্ভাগ্যজনক উল্লেখ করে বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য বলেন, 'এখন কোথা থেকে এনআরসি আতঙ্ক এল?' তাঁর পালটা অভিযোগ, 'মৃতের পরিবারের কেউ এরকম বলে থাকলে সেটা রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত কি না, দেখতে হবে। ওঁর এমন আতঙ্ক থাকলে মনোরোগ বিশেষজ্ঞের কাছে যাওয়া প্রয়োজন ছিল।'

বিজেপি নেতা শিশির বাজোরিয়া বলেন, 'প্রথমত গোটা দেশে এনআরসি বলে এখন কিছু নেই। দ্বিতীয়ত, এটা প্রমাণিত হয়নি যে এই আত্মহত্যার সঙ্গে এনআরসির যোগ আছে। যদি তর্কের খাতিরে ধরেও নিই যে, এনআরসি আতঙ্কে তিনি আত্মহত্যা করেছেন, তবে তার জন্য এক এবং একমাত্র দায়ী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কারণ এনআরসি বলে তিনিই আতঙ্ক তৈরি করেছেন।'

এসআইআরের সমালোচনা করতে অভিষেক মঙ্গলবার দলীয় দপ্তরে সাংবাদিক বৈঠকে কার্যত চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দেন বিজেপিকে। ডায়মন্ড হারবারের সাংসদের ভাষায়, 'যাঁরা বলছেন এসআইআর হলে তৃণমূলের ভোটব্যাংক ধসে যাবে, তাঁদের চ্যালেঞ্জ করে বলছি, ছাব্বিশের বিধানসভা ভোটে তৃণমূলের আসন সংখ্যা আগের বারের চেয়ে একটা হলেও বাড়বে। বিজেপির আসন সংখ্যা ৫০-এর নীচে নেমে যাবে।'

অভিষেক বলেন, 'পরিষ্কার করে এটাও বলছি যে, এসআইআরের নামে বাংলা থেকে একজন বৈধ ভোটারের নাম বাদ গেলেও দিল্লিতে নির্বাচন কমিশনের দপ্তরে লাখো মানুষের বিক্ষোভ হবে।' পুরমন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম বলেন, 'যত দিন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আছেন, ততদিন বিজেপির বাবার ক্ষমতা নেই এনআরসি করার।'

খোদ মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার ছিলেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদকের নিশানায়। তাঁর কথায়, 'সাংসদ হিসেবে আমি ওয়ার্নিং দেব। আজ নয়, কাল সরকার পালটাবে। জ্ঞানেশবাবু দেশ ছেড়ে পালাবেন না। বিজেপি থাকবে না। অমিত শা থাকবেন না। দেশের সংবিধান থাকবে। যেখানে থাকবেন, খুঁড়ে নিয়ে আসব। আপনার অনেক তথ্য আমাদের কাছে আছে। সময়মতো মানুষের সামনে পেশ করব।'

যদিও পশ্চিমবঙ্গের মুখ্য নির্বাচনি আধিকারিক মনোজ আগরওয়াল মঙ্গলবার তাঁর দপ্তরে সর্বদল বৈঠকে আশ্বস্ত করেন, 'আশঙ্কা করার কিছু নেই। এসআইআর এই প্রথম হচ্ছে না। এটা একটা কর্মসূচি, জাতীয় নির্বাচন কমিশন যার তদারকি করে। এনুমারেশন ফর্মের একটা কিউআর কোড থাকবে। প্রত্যেক ভোটারের আলাদা কিউআর কোড থাকবে। তাই কেউ ভয় পাবেন না।'

কলকাতায় মুখ্য নির্বাচনি আধিকারিকের দপ্তরে সর্বদলীয় বৈঠকে গিয়ে অন্য বিরোধীরাও মঙ্গলবার এসআইআরের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দেয়। সিপিএম নেতা সুজন চক্রবর্তী বলেন, 'এসআইআরের নামে এনআরসি করছে কমিশন। প্রদীপ করের আত্মহত্যা তার প্রমাণ। অথচ আতঙ্ক ছড়ানো কমিশনের কাজ নয়।' কংগ্রেস নেতা প্রসেনজিৎ বসুর দাবি, 'আমরাই প্রথম বিষয়টি নিয়ে সরব হয়েছি। তবে তৃণমূল এই ভয়ংকর ঘটনাকে রাজনৈতিক স্বার্থে কাজে লাগাচ্ছে।'

২০০২ সালকে ভোটার তালিকার ভিত্তিবর্ষ ধরা হল কীসের ভিত্তিতে- জানতে চান সুজন। তাঁর বক্তব্য, 'অনুপ্রবেশ বলে তাড়িয়ে দিয়ে গরিবদের ক্ষতি করা হোক বা আরেকটি দল বেআইনিভাবে একদল লোককে ভোটার তালিকায় রাখুক, তা আমরা চাই না।' বিষয়টি নিয়ে সর্বদলীয় বৈঠকে প্রবল বাগবিতণ্ডা চলে। এসআইআরের এনুমারেশন ফর্ম নিয়েও প্রশ্ন তোলে দলগুলি।

তাদের যুক্তি, ২০০২-এ এসআইআরের সময় কোনও এনুমারেশন ফর্ম ছিল না। সেক্ষেত্রে কীসের ভিত্তিতে এখন এই ফর্ম নিয়ে আসা হল? অন্যদিকে, চন্দননগরে জগদ্ধাত্রীপুজোর একটি মণ্ডপে গিয়ে রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস বলেন, 'যে কোনও সমস্যা আলোচনার মাধ্যমে সমাধান করা যায়। আমি মনে করি, এসআইআর নিয়ে কোনও সমস্যা হবে না।'

তৃণমূল দপ্তরে এলইডি স্ক্রিনে দেশের মানচিত্র দেখিয়ে অভিষেক অসম সহ উত্তর-পূর্ব ভারতের রাজ্যগুলিকে এসআইআরের বাইরে রাখার যৌক্তিকতা জানতে চান। তিনি দাবি করেন, 'রোহিঙ্গারা এসেছেন মায়ানমার থেকে। সেখানকার সীমান্তবর্তী চার রাজ্য মণিপুর, মিজোরাম, নাগাল্যান্ড, অরুণাচলপ্রদেশে কেন এসআইআর হল না- এই প্রশ্নের জবাব নির্বাচন কমিশনারকে দিতে হবে।'

ইমারতে চাপা পড়ছে গৌরবের ইতিহাস

প্রথম পাতার পর

ডুয়ার্সের একের পর এক বাগান থেকে টি ট্যুরিজমের প্রস্তাবের ফাইল সরকার বাহাদুরের ঘরে ইতিমধ্যেই পৌঁছে গিয়েছে। যারমধ্যে পর্যটনের আড়ালে রিয়েল এস্টেটের বহুমুখী কারবারও আছে।

এই ৩০ শতাংশ জমি রূপান্তর নীতিকে কেউ কেউ বলছেন চা শিল্পের পুনরুজ্জীবনের জন্য 'লাইফ সাপোর্ট'। যদিও অভিজ্ঞদের মতে, বাগানে অন্য ব্যবসার অনুপ্রবেশ আসলে চা শিল্পের পরিকল্পিত মৃত্যু-সনদ, যার মূল লক্ষ্য জমি খালি করে দ্রুত রিয়েল এস্টেটের ফায়দা তোলা।

চা শিল্পকে বাঁচাতে হলে কী করতে হবে? আরও ভালো চা তৈরি করতে হবে? পুরোনো গাছ পালটাতে হবে? শ্রমিকদের মজুরি বাড়াতে হবে? -না, না! ওসব সেকেলে ধারণা। নতুন মন্ত্র হল, চা বাগানের মাঝে বানান পাঁচতারা রিসর্ট!

এই নতুন নীতিতে জমির চরিত্র পালটে যাচ্ছে। যেখানে একসময় সবুজ চা গাছ ছিল, সেখানে এখন মাথা তুলতে শুরু করেছে বিলাসবহুল রিসর্ট, সুইমিং পুল ভিলা সহ 'প্ল্যান্টার্স লজ'। উদ্দেশ্য, পর্যটকদের কাছে বাগানের অভিজ্ঞতা বিক্রি করা। মানে, আপনি হাজার হাজার টাকা খরচ করে ভিলায় থাকবেন আর কাচের জানলা দিয়ে দেখবেন কীভাবে গরিব শ্রমিকরা চা পাতা তুলছেন। এটাই হল প্রিমিয়াম টি ট্যুরিজম। যখন রিয়েল এস্টেটে বিনিয়োগে এভাবেই রাতারাতি বাম্পার ফলন হচ্ছে তখন মালিকরা আর কেনই বা কষ্ট করে চা বানাতে যাবেন?

চা বাগানে এই কংক্রিট বিপ্লবের সবচেয়ে বড় বাধা শ্রমিকরা। তাই নানা কায়দায় তাঁদের বশ করার চেষ্টা শুরু হয়ে গিয়েছে। কোন শ্রমিকরা কীভাবে কংক্রিটের পথে অন্তরায় হতে পারে আগে সেটা বুঝে নেওয়া হচ্ছে। এরপর প্রয়োগ হচ্ছে 'সাম দাম দণ্ড ভেদ' কৌশল। ভাবতে হবে, যদি ৩০ শতাংশ জমি বাণিজ্যিকীকরণের জন্য ছেড়ে দেওয়া হয়, তাহলে বাকি ৭০ শতাংশে চা চাষের লাভ কমে যাবে। ফলস্বরূপ, পুরো বাগানটাই একটা সময় বন্ধ হবে। আর তখন শ্রমিকরা পূর্ণাঙ্গভাবে বাস্তুচ্যুত হবেন। আর বাগানের জমি নানা কায়দায় চলে যাবে রিয়েল এস্টেস্ট কারবারিদের কাছে।

বর্তমানে জমি দখলের কৌশলও কম নাটকীয় নয়। অনেক বাগান মালিক 'অচল বাগান' দেখিয়ে সরকারি ছাড়পত্রে জমি রূপান্তরের অনুমতি নিচ্ছেন। তারপর স্থানীয় প্রোমোটারের সঙ্গে মিলে তৈরি করছেন হোমস্টে প্রোজেক্ট। সরকারি পর্যটন বিভাগও তাতে নীরবে সমর্থন জানাচ্ছে।

শুধু মানুষ নয়, বাগানের কংক্রিট পলিসির জালে পড়েছে বন্যপ্রাণীরাও। ডুয়ার্সের চা বাগানগুলি বন্য হাতির চলাচলের করিডর। বহু জায়গায় বিদ্যুতের বেড়া দিয়ে তাদের চলাচলের পথ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। চা চাষের এলাকা কমে যাওয়ায় এবং পর্যটনের নামে বাগানের ভেতরে মাত্রাতিরিক্ত সংখ্যায় মানুষের যাতায়াত চিতাবাঘ সহ বাগানের স্বাভাবিক বাসিন্দা অনেক বন্যপ্রাণীদের জীবনযাত্রায় সমস্যা তৈরি করেছে। এদের নিয়ে অবশ্য ভাবার লোক নেই।

'চিকেন নেক' লাগোয়া ডুয়ার্সের চা বলয় ভৌগোলিক ও কৌশলগতভাবে অত্যন্ত সংবেদনশীল এলাকা। সেই এলাকার জমিতে ব্যাপক বাণিজ্যিকীকরণ এবং বিদেশি বিনিয়োগের আগমন হলে জাতীয় নিরাপত্তার ঝুঁকি বাড়াতে পারে। যদি মুনাফালোভীদের তাতে কিছু আসে যায় না।

বিশেষজ্ঞরা বলছেন, চা জমি হল বিশেষ ধরনের ছায়াভূমি, যেখানে মাটির আর্দ্রতা, নিকাশ ও তাপমাত্রা নির্দিষ্টভাবে বজায় থাকে। সেখানে গাছ কেটে কংক্রিটের পাহাড় হলে সেই ভারসাম্য নষ্ট হবে। ভূগর্ভস্থ জলস্তর ধীরে ধীরে নেমে যাবে, বাড়বে ভূমিক্ষয়। এই ভয়ংকর সমস্যা নিয়ে কেউ টুঁ শব্দটিও করছেন না।

ডুয়ার্সের চা শুধু এক শিল্প নয়- এ এক স্মৃতি, এক ইতিহাস, এক অনুভব। ১৫০ বছরের সেই গৌরবকে আমরা অন্তত সুন্দরভাবে সমাধিস্থ করার পরিকল্পনা করে ফেলেছি। বাগানের জমিতে চা গাছ উপড়ে কংক্রিটের বন তৈরি হলে ডুয়ার্স থাকবে বটে, কিন্তু তার আত্মা হারিয়ে যাবে।

অজি হুংকার থামাতে বদ্ধপরিকর সূর্যরা

ব্যাটিং অনুশীলনে সূর্যকুমার যাদব। মঙ্গলবার ক্যানবেরায়।

ক্যানবেরা, ২৮ অক্টোবর : বছর ঘুরলেই টি২০ বিশ্বকাপের দামামা বাজবে।

শীতের আমেজ নিয়ে ফেব্রুয়ারিতে ভারত-শ্রীলঙ্কায় বসছে বিশ্বযুদ্ধের আসর। সেরার শিরোপার লক্ষ্যে ড্রেস রিহার্সালের ব্যস্ততা অংশগ্রহণকারী প্রতিটি দলের। খেতাবি দৌড়ে অন্যতম ফেভারিট ভারত, অস্ট্রেলিয়াও ব্যতিক্রম নয়। কাপ-প্রস্তুতিতে শান দিতে বুধবার শুরু পাঁচ ম্যাচের টি২০ সিরিজে মুখোমুখি হচ্ছে আইসিসি র‍্যাংকিংয়ের সেরা দুই দল।

অস্ট্রেলিয়ার রাজধানী ক্যানবেরায় বুধবার যার শুভ সূচনা। ওডিআই সিরিজে বাজিমাত করেছে ক্যাঙারুরা। ২-১ হারিয়েছে বিরাট কোহলি, রোহিত শর্মা সমৃদ্ধ ভারতকে। স্যর ডন ব্র্যাডম্যানের দেশে শেষ সিরিজে অংশ নিয়ে ইতিমধ্যে ফিরেও গিয়েছেন 'রোকো'। যে হারের হিসেব নেওয়ার দায়িত্ব সূর্যকুমার যাদবের নেতৃত্বাধীন তরুণ ভারতের।

অস্ট্রেলিয়া বনাম ভারত
প্রথম টি২০
সময় : দুপুর ১.৪৫ মিনিট
স্থান : ক্যানবেরা
সম্প্রচার : স্টার স্পোর্টস নেটওয়ার্ক ও জিওহটস্টার

ভরসা জোগাচ্ছে জসপ্রীত বুমরাহর প্রত্যাবর্তন। আশা দেখাচ্ছে 'ইয়ং ব্রিগেডের' ভয়ডরহীন ক্রিকেট। ব্যাটিংয়ে শুরুতে নেতৃত্ব দিচ্ছেন বিশ্বের একনম্বর টি২০ ব্যাটার অভিষেক শর্মা। এশিয়া কাপে বিস্ফোরক ফর্মে ছিলেন। ক্যানবেরার টক্করে জোশ হ্যাজেলউডের নিয়ন্ত্রিত বোলিংয়ের নাগপাশ ছিঁড়তেও তুরুপের তাস অভিষেকই।

প্রাক্তন সহকারী কোচ অভিষেক নায়ারের বিশ্বাস, হ্যাজেলউডকে ভোঁতা করতে সক্ষম হবে 'শর্মা জি কা বেটা'। ভবিষ্যদ্বাণী মিললে পাওয়ার প্লে-র ৬ ওভারে অ্যাডভান্টেজ ভারত। নাহলে শুরুতেই সুবিধা পেয়ে যাবে ক্যাঙারু ব্রিগেড। শুরুর টক্করে প্রতিপক্ষকে 'অ্যাডভান্টেজ' দিতে নারাজ গৌতম গম্ভীররা। বোলিংয়ে যে দায়িত্বটা বুমরাহর কাঁধে।

অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ওডিআই সিরিজে খেলেননি। গম্ভীরদের যে সিদ্ধান্ত নিয়ে বিস্তর বিতর্ক হয়েছে। ওডিআই আপাতত অতীত। আগামীকাল টি২০-র মঞ্চ। এক বনাম দুইয়ের টক্করে তরতাজা বুমরাহ তুরুপের তাস হয়ে উঠতে পারেন কি না, চোখ থাকবে। গত সফরে (টেস্ট সিরিজ) অস্ট্রেলিয়ার বাউন্সি, গতিময় পিচে স্বপ্নের বোলিংয়ে চমকে দিয়েছিলেন। আবারও অজি চ্যালেঞ্জ। বুমরাহর ছন্দে থাকা যেখানে ভারতীয় শিবিরের সাফল্যের অন্যতম শর্ত।

ব্যাটিং গভীরতা, বোলিং বৈচিত্র্য সূর্য ব্রিগেডের সম্পদ। স্বস্তির মধ্যে অস্বস্তির কাঁটা অবশ্য স্বয়ং অধিনায়ক সূর্যর ফর্ম। শেষ ১৪ ইনিংসে হাফ সেঞ্চুরিও নেই! গড় মাত্র ১০.৫০। স্ট্রাইক রেট ১০০.৮০। যা মোটেই সূর্যসুলভ নয়। গম্ভীর পাশে থাকলেও দল এবং

প্রস্তুতিতে কুলদীপ যাদব।

নিজের জন্য দ্রুত রানে ফেরা জরুরি। অভিষেক-শুভমান গিলের ওপেনিং জুটির পর স্কাইয়ের ব্যাট চললে তিলক ভার্মা-সঞ্জু স্যামসনদের কাজ অনেকটাই সহজ হবে।

অস্ট্রেলিয়ায় সাফল্যের অন্যতম শর্ত দ্রুত মানিয়ে নেওয়া। ওডিআই সিরিজে যা ভুগিয়েছে। সূর্যরা অবশ্য এখানকার পরিবেশে মানিয়ে নিতে আগেভাগে ক্যানবেরায় চলে এসেছেন। শুভমান, অক্ষর প্যাটেল, কুলদীপ যাদব, হর্ষিত রানা, অর্শদীপ সিংরা ওডিআই সিরিজেও ছিলেন। ফলে বাড়তি প্রস্তুতি নিয়ে নামবেন। বাকিরা দ্রুত মানিয়ে নিতে পারলে ঘরের মাঠে ক্যাঙারু ব্রিগেড কড়া চ্যালেঞ্জের মুখে পড়তে চলেছে।

ভারতের মতো অজিদের চোখ বিশ্বকাপ প্রস্তুতিতে। গত দুই টি২০ বিশ্বকাপের ব্যর্থতা ঝেড়ে '২৬-এ প্রত্যাঘাতে মরিয়া। বিশ্বের একনম্বর টি২০ দল ভারতের বিরুদ্ধে সাফল্য মানসিকভাবে এগিয়ে দেবে। ঘরের মাঠে যা হাতছাড়া করতে নারাজ মিচেল মার্শ, অ্যান্ড্রু ম্যাকডোনাল্ডরা। এদিন সাংবাদিক সম্মেলনে মার্শ বলেছেন, 'বিশ্বকাপের প্রস্তুতির দৃষ্টিভঙ্গিতে এই সিরিজ গুরুত্বপূর্ণ। দল গুছিয়ে নিতে হবে। ঘরের মাঠ, গ্যালারি ভর্তি দর্শকের চাপ সামলে সাফল্য আসলে দলের জন্য বাড়তি প্রাপ্তি হবে।'

ভালো ছন্দেও রয়েছে অজি ব্রিগেড। শেষ ২০টি ম্যাচে হার মাত্র দুইটিতে। নেপথ্যে মার্শ, ট্রাভিস হেড, জোশ ইনগ্লিস, ক্যামেরন গ্রিন, টিম ডেভিড, মিচেল ওয়েন, গ্লেন ম্যাক্সওয়েলদের বিস্ফোরক, আগ্রাসী ব্যাটিং। আগামীকাল অবশ্য ম্যাক্সওয়েল নেই (শেষ তিন ম্যাচে খেলবেন)। ক্যানবেরার পিচ লো-স্কোরিং ম্যাচের জন্য পরিচিত। বোলাররা দাপট দেখিয়েছে। পরিস্থিতির সুবিধা বুমরাহ-কুলদীপ-অর্শদীপরা কতটা নিতে পারেন, সেটাই দেখার।

ভারত এখনও পর্যন্ত ক্যানবেরায় একটা টি২০ ম্যাচ খেলেছে। ২০২০ সালের যে ম্যাচে ১৬১ রান করে জিতেছিল বিরাট কোহলির দল। উৎসাহ জোগাচ্ছে আরও একটা পরিসংখ্যান। শেষ তিন টি২০ সিরিজেই অজিদের হারিয়েছে ভারত। সূর্যরা সেই জয়ের ধারা বজায় রাখতে পারেন কি না, সেটাই দেখার।

বুমরাহ অস্ত্রে শুরুতেই ধাক্কা দিতে চান সূর্য

'ঈশ্বরের কৃপা, সুস্থ হয়ে উঠছে শ্রেয়স'

ক্যানবেরা, ২৮ অক্টোবর : ওডিআই সিরিজে লড়ে হার।

কুড়ির যুদ্ধে যে হিসেবটা উলটে দেওয়ার চ্যালেঞ্জ সূর্যকুমার যাদবদের সামনে। বুধবার শুরু পাঁচ ম্যাচের যে সিরিজে দলকে ভরসা জোগাচ্ছে জসপ্রীত বুমরাহর উপস্থিতি। ওডিআই সিরিজে বিশ্রামে ছিলেন। তরতাজা বুমরাহকেই হাতিয়ার করে অস্ট্রেলিয়ার বৈতরণি পারের ছক সূর্যদের।

পাখির চোখ পাওয়ার প্লে, শুরুতেই ধাক্কা দেওয়া। লক্ষ্যপূরণে বুমরাহ-ভরসা, সিরিজ শুরুর আগে সাংবাদিক সম্মেলনে পরিষ্কার করে দিলেন সূর্য। দাবি, বুমরাহর উপস্থিতি বাড়তি রসদ জোগাবে অজি আগ্রাসনে ব্রেক লাগাতে। তিনি বলেছেন, 'অস্ট্রেলিয়া সবসময় কঠিন প্রতিপক্ষ। ওডিআই সিরিজে ওরা কীভাবে খেলেছে, আমরা দেখেছি। পাওয়ার প্লে গুরুত্বপূর্ণ। এশিয়া কাপে ২ ওভারের প্রথম স্পেলে পাওয়ার প্লে-তে দায়িত্ব দারুণভাবে সামলেছিল বুমরাহ। ওর উপস্থিতি দলকে ভরসা জোগাচ্ছে।'

ভারত শুধু নয়, বিশ্ব ক্রিকেটে সেরা পেসারের অঘোষিত মুকুট বুমরাহর মাথায়। সূর্যের মতে, বড় মঞ্চে কীভাবে সফল হতে হয়, অস্ট্রেলিয়ার মতো কঠিন সিরিজে কীভাবে প্রস্তুতি নিতে হয়, জানে বুমরাহ। 'আমাদের দলে সবচেয়ে বেশিবার অস্ট্রেলিয়ায় খেলেছে বুমরাহ। সেই অভিজ্ঞতা ও ভাগ করে নিচ্ছে বাকিদের সঙ্গেও। অস্ট্রেলিয়ার মতো সফরে বুমরাহকে পাওয়া নিশ্চিতভাবে দলের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ,' দাবি সূর্যের।

শ্রেয়স আইয়ারকে নিয়ে স্বস্তির কথাও শোনালেন। সূর্যের কথায়, ফোনে কথা হয়েছে। ঈশ্বরের কৃপা, দ্রুত সুস্থ হয়ে উঠছে শ্রেয়স। সূর্য আরও বলেছেন, 'আপাতদৃষ্টিতে স্বাভাবিক মনে হয়েছিল সবকিছু। এতটা সিরিয়াস বুঝতে পারিনি। ফিজিও, মেডিকেল টিম বলার পর জানতে পারি। ওদের মতে, এরকম ঘটনা খুব কম ঘটে। তবে ঈশ্বর শ্রেয়সের পাশে আছে। দ্রুত সেরে উঠছে (আইসিইউ থেকে ছাড়া পেয়ে জেনারেল বেডে রয়েছেন বর্তমানে)। সর্বক্ষণ চিকিৎসকদের নজরদারিতে রয়েছে। পাশে আছে বিসিসিআই-ও। আশা করি, দ্রুত সেরে উঠবে এবং টি২০ সিরিজের পর ওকে নিয়েই দেশে ফিরব আমরা।'

নীতীশ কুমার রেড্ডির ফিটনেস নিয়ে ইতিবাচক বার্তা দিলেন। চোটের কারণে তৃতীয় ওডিআই ম্যাচ খেলতে পারেননি। তবে সূর্যর দাবি, বুধবার শুরু টি২০ সিরিজ খেলতে সমস্যা হবে না নীতীশের। বলেছেন, 'গতকাল নেটে ব্যাটিং করেছে। ফিটনেস কসরতও করেছে। আজ ঐচ্ছিক অনুশীলন ছিল। নীতীশ চেয়েছিল বিশ্রাম নিতে। তবে দলের বাকিদের সঙ্গে এদিনও প্র্যাকটিসে চলে এসেছে। সব মিলিয়ে ঠিকঠাক লাগছে ওকে।'

অজি সিরিজে নামার আগে চোখ বিশ্বকাপেও। হাতে খুব বেশি সময় নেই। তার আগে যে কয়টা ম্যাচ মিলবে, কাজে লাগাতে চান সূর্য। জানিয়ে দিলেন, দল প্রায় প্রস্তুত। অজি সফরে যে দলটা খেলতে নামছে, সেই টিমই মূল থাকবে বিশ্বকাপে। টিম কম্বিনেশনে খুব বেশি পরিবর্তনের সম্ভাবনা নেই। বলেছেন, 'এশিয়া কাপ থেকেই কার্যত প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছি আমরা। সেটাই জারি থাকছে। বিদেশ সফর হলেও ভাবনা একই থাকছে।'

ফিল্ডিং চিন্তার জায়গা। এশিয়া কাপ জিতলেও একঝাঁক ক্যাচ পড়েছে। গত ওডিআই সিরিজেও ছবিটা খুব একটা বদলায়নি। সূর্যও তা মানছেন। বলেছেন, 'ক্যাচ মিস খেলার অঙ্গ। ফিল্ডিং নিয়ে পরিশ্রম করছি। তবে ক্যাচ নিয়ে গ্যারান্টি দেওয়া মুশকিল। আজ ২৫টি ক্যাচ ধরেছি বলে আগামীকাল কোনও ক্যাচ পড়বে না, বলা মুশকিল। পাশাপাশি বাকি বিভাগেও উন্নতির জায়গা রয়েছে। গত কয়েকদিনের প্রস্তুতিতে সবাই মিলে সেই চেষ্টা করছি।'

> চিকিৎসকদের ধারণার থেকে দ্রুত সুস্থ হচ্ছে শ্রেয়স। এখন ওর অবস্থা অনেকটাই ভালো। শ্রেয়সের জন্য ভারতীয় দলের চিকিৎসক রিজওয়ান খান সিডনিতেই আছেন। এই ধরনের চোট থেকে সুস্থ হতে ৬-৮ সপ্তাহ লাগে। তবে শ্রেয়স যে দ্রুততায় উন্নতি করছে তাতে ও আরও আগে সুস্থ হলে অবাক হব না।
> -দেবজিৎ সইকিয়া

অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে প্রথম টি২০-তে নামার আগে বোলিং অস্ত্রে শান জসপ্রীত বুমরাহর।

'সবুজ পিচ চেয়েছিল বাংলা'

আমার মধ্যে অনেক ক্রিকেট বাকি : সামি

অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায়

কলকাতা, ২৮ অক্টোবর : মাঠে নামছেন। উইকেট নিচ্ছেন। দলকে জেতাচ্ছেন। কিন্তু তারপর?

মহম্মদ সামির ক্রিকেট ভবিষ্যৎ নিয়ে জল্পনার শেষ নেই। তিনি কি জাতীয় দলের হয়ে শেষ ম্যাচ খেলে ফেলেছেন? সামি কি আর কখনও টিম ইন্ডিয়ায় প্রত্যাবর্তন করতে পারবেন? ঘরের মাঠে আসন্ন দক্ষিণ আফ্রিকা সিরিজের দলে কি সামিকে দেখা যাবে?

জবাব সময়ের গর্ভে। তার আগে সামি চলতি রনজি ট্রফির আসরে প্রথমে উত্তরাখণ্ড ও মঙ্গলবারই শেষ হওয়া গুজরাটের বিরুদ্ধে ম্যাচে বাংলাকে জিতিয়েছেন। দুই ম্যাচে নিয়েছেন ১৫ উইকেট। দুর্দান্ত পারফরমেন্সের পর জাতীয় দলে ফেরার ব্যাপারে কতটা আত্মবিশ্বাসী আপনি? ১৪১ রানে বাংলার গুজরাট দখলের পর সাংবাদিক সম্মেলনে হাজির হয়ে উত্তরবঙ্গ সংবাদের তরফে এমন প্রশ্ন শুনে হেসে ফেললেন সামি। বলে দিলেন, 'আমি কিছু বললেই তো আবার বিতর্ক হয়ে যাবে। সমাজমাধ্যমও অযথা বিতর্ক তৈরি করে। এটুকু বলতে পারি, দলকে জেতানোই আমার কাজ। মাঠে সবসময় সেরাটা দিই। আমি ভাগ্যে বিশ্বাসী। ভাগ্যে যা আছে তাই হবে। আর হ্যাঁ, আমার মধ্যে এখনও অনেক ক্রিকেট বাকি। আমি সবরকম চ্যালেঞ্জের জন্য তৈরি।'

উত্তরাখণ্ডের বিরুদ্ধে ম্যাচের সেরা হয়েছিলেন টিম ইন্ডিয়ার মূল স্রোতের বাইরে থাকা জোরে বোলার। সেই ম্যাচের সরাসরি সম্প্রচার হয়নি। ইডেন গার্ডেন্সে ছিলেন না কোনও জাতীয় নির্বাচক। গুজরাট ম্যাচে উলটো ছবি। খেলার সরাসরি সম্প্রচারের পাশে জাতীয় নির্বাচক কমিটির অন্যতম সদস্য আরপি হাজির ছিলেন। মাঠে বসে তিনি সামির বোলিং দেখেছেন। আজ দুপুরের ইডেনে সামির তিন নম্বর স্পেলের চার ওভারের আগুনও দেখেছেন। তারপরও সামি জানেন না জাতীয় দলে আর ফিরতে পারবেন কি না। তাঁর কথায়, 'চোট পাওয়া, পরে দীর্ঘসময় ধরে রিহ্যাব করার মাধ্যমে ফিরে আসার পথটা সহজ ছিল না। ফেরার পর ঘরোয়া ক্রিকেট খেলার পাশে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিও খেলেছি। এবার তো আমায় নিয়ে নাও দলে। আর কীভাবে নিজেকে প্রমাণ করব? যদিও বারবার নিজেকে প্রমাণ করার মধ্যে কিছু ভুল নেই।'

রনজি মরশুমের শুরুর সময় থেকেই ইডেনের পিচ নিয়ে চলছে বিতর্ক। পছন্দের পিচ না পেয়ে উত্তরাখণ্ড ম্যাচের সময়ই বিস্ফোরণ ঘটিয়েছিলেন বাংলার সহকারী কোচ অরূপ ভট্টাচার্য। আজ তাঁর কথারই প্রতিধ্বনি শোনা গিয়েছে সামির গলায়। বাংলা ঘরের মাঠে চার পেসার নিয়ে খেলতে নেমে সবুজ উইকেট চেয়েছিল। বদলে পেয়েছে নিষ্প্রাণ বাইশ গজ। সামির কথায়, 'আমরা সবুজ পিচ চেয়েছিলাম। কিন্তু পাইনি। আমাদের যে কোনও পিচে ম্যাচ জেতার ক্ষমতা রয়েছে, সেটা প্রমাণ করে দিয়েছি। কিন্তু আমাদের মূল শক্তি হল পেস বোলিং। সেটা জানার পরও কেন সবুজ পিচ হবে না, জানা নেই। কঠিন পরিস্থিতি থেকে এই ম্যাচ জিতেছি আমরা। তারপরও বলছি, ঘরের মাঠের সুবিধা পাওয়া উচিত।' সূত্রের খবর, সামি সিএবি সচিব বাবলু কোলের কাছেও পিচ নিয়ে অভিযোগ করেছেন। এমন অভিযোগের কথা সিএবি সচিব উত্তরবঙ্গ সংবাদের কাছে স্বীকার করে নিলেও তিনি বিষয়টি নিয়ে এখনই কোনও মন্তব্য করতে চাননি।

মহম্মদ সামির ৫ উইকেট নেওয়ার বল তাঁর হাতে তুলে দিলেন শিবশংকর পাল।

ফের সামি ম্যাজিক

গুজরাট দখল বাংলার

বাংলা-২৭৯ ও ২১৪/৮ ডি.
গুজরাট-১৬৭ ও ১৮৫
(১৪১ রানে জয়ী বাংলা)

অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায়

কলকাতা, ২৮ অক্টোবর : বাংলা অধিনায়ক অভিমন্যু ঈশ্বরণের সরাসরি থ্রোয়ে ভাঙল স্টাম্প। হতাশায় পিচের মধ্যেই শুয়ে পড়লেন অপরাজিত শতরানকারী উর্ভিল প্যাটেল (অপরাজিত ১০৯)। আর বাংলা শিবিরে শুরু হয়ে গেল উৎসব।

সাফল্যের উৎসব। ছয় পয়েন্টের স্বস্তির উৎসব। আর সেই উৎসবের মধ্যমণি মহম্মদ সামি (৩৮/৫)। বল হাতে ভেলকি দেখালেন তিনি। বল যত পুরোনো হল, সামি তত উজ্জ্বল হলেন। ঠিক যেন উত্তরাখণ্ড ম্যাচের অ্যাকশন রিপ্লে। শেষদিনে সামির ৪-১-৮-৪-এর তিন নম্বর স্পেলটা বিধ্বংসী। ইডেন গার্ডেন্সের প্রাণহীন পিচে এমন বোলিং জাতীয় নির্বাচক কমিটির সদস্য আরপি সিংয়ের জন্য কড়া চাবুকও।

দুই ইনিংস মিলিয়ে অলরাউন্ডার শাহবাজ আহমেদ ৯ উইকেট নিয়ে ম্যাচের সেরা হতেই পারেন। বাস্তবে বাংলার জয়ের কারিগর সামি। উত্তরাখণ্ড ম্যাচে দুই ইনিংস মিলিয়ে ৪০ ওভার বল করে নিয়েছিলেন ৭ উইকেট। গুজরাট ম্যাচের দুই ইনিংসে ২৮.৩ ওভার বোলিং করে নিলেন ৮ উইকেট। তার মধ্যে আজ ম্যাচের শেষ দিনের ইডেনে সামি বিস্ফোরণ দেখল দুনিয়া। নিলেন পাঁচ উইকেট। সামির স্কিলের সুবাদেই ১৪১ রানে বাংলার জয় নিশ্চিত করলেন সামি। গুজরাটের বিরুদ্ধে প্রথমবার রনজি ট্রফিতে সরাসরি জিতল বাংলা।

কথায় বলে, চ্যাম্পিয়নদের ইগো বড় মারাত্মক। সাম্প্রতিককালের ভারতীয় ক্রিকেটে এই আপ্তবাক্যের সেরা উদাহরণ যদি 'রোকো' জুটি হয়ে থাকেন। তাহলে তার খুব কাছেই থাকবেন সামি। তাঁর ফিটনেস নিয়ে জল্পনার শেষ ছিল না। লাল ও সাদা বলের ক্রিকেটের ধকল নেওয়ার জন্য তিনি কতটা ফিট, তা নিয়েও বিস্তর রহস্যের জাল ছিল। ক্রিকেটের নন্দনকাননে টানা দুই ম্যাচে ৬৮ ওভার বল করে ১৫৭ রান দিয়ে ১৫ উইকেট নেওয়ার পর সামিকে নিয়ে রহস্য, জল্পনা থাকা আর উচিত নয়। বাংলার জয়ের পর কোচ লক্ষ্মীরতন শুক্লাও একই কথা শুনিয়ে গেলেন। তাঁর কথায়, 'সামিকে তরুণ ক্রিকেটার বলেই মনে হচ্ছে আমার। ৫০০-র বেশি উইকেট নেওয়ার পর ওর আর নতুনভাবে কিছু প্রমাণ করার নেই। ওর পারফরমেন্সই ওর জবাব।'

দুপুরের ইডেনে সামি ম্যাজিক শুরুর আগে বাংলার জন্য পরিস্থিতি সহজ ছিল না। গতকালের ১৭০/৬ থেকে শুরু করে আজ ২১৪/৮ স্কোরে ৩২৬ রানের লিড নিয়ে ইনিংস ডিক্লেয়ার করে বাংলা। জবাবে ৩২৭ রানের লক্ষ্যে ব্যাট করতে নেমে প্রথম ওভারেই গুজরাটকে ধাক্কা দেন সামি। আকাশ দীপও (৩৮/১) সেরাটা দিয়ে চেষ্টা করেছেন। পরে শাহবাজও (৬০/৩) দলকে ভরসা দিয়েছেন। কিন্তু তারপরও উর্ভিল-জয়মিত প্যাটেলের (৪৫) ১১৮ রানের পার্টনারশিপ আকাশদের কাজটা কঠিন করে দিয়েছিল। আচমকা হাতে চোট পেয়ে উর্ভিল মাঠ ছাড়ার পরই ছবিটা বদলে গেল। শাহবাজ-সামির সামনে ভেঙে পড়ল গুজরাটের প্রতিরোধ। টানা দুই ম্যাচ জিতে ১২ পয়েন্ট নিয়ে বুধবার আগরতলা যাচ্ছে বাংলা দল। ১ অক্টোবর থেকে ত্রিপুরার বিরুদ্ধে পরের ম্যাচ।

চলতি রনজিতে বাংলার ভবিষ্যৎ কোন পথে যাবে, সময় তার জবাব দেবে। আপাতত গুজরাট দখলের দিনও বাংলার বোলিং নিয়ে রয়েছে দুশ্চিন্তা। ঈশান পোড়েল জঘন্য বোলিং করেছেন আজ। সুরজ সিন্ধু জয়সওয়ালও ছন্দে নেই। পরের ম্যাচে অধিনায়ক অভিমন্যু ও আকাশকে পাবে না বাংলা। ঘরের মাঠের সুবিধা হাতছাড়া হওয়ার পর বাইরের ম্যাচে কেমন পিচ পাবে টিম বাংলা, সেটাও সংশয়ের জায়গা। উপরি হিসেবে দলের ব্যাটারদের ধারাবাহিকতা ও ছন্দ নিয়েও রয়েছে অশনিসংকেত। সামি অনেক সমস্যা ঢেকে দিচ্ছেন। কিন্তু সব ম্যাচে সামি সফল হবেন কি না, সেটাও কারও জানা নেই।

মহম্মদ সামিকে ঘিরে উচ্ছ্বাস বাংলার ক্রিকেটারদের। ছবি : ডি মণ্ডল

কেরিয়ারের সেরা রেটিং মান্ধানার

দুবাই, ২৮ অক্টোবর : চলতি মহিলা ওডিআই বিশ্বকাপে ৭ ম্যাচে ৬০.৮৩ গড়ে ৩৬৫ রান করে ফেলেছেন ভারতের ওপেনার স্মৃতি মান্ধানা। পুরস্কারস্বরূপ আইসিসি র‍্যাংকিংয়ে ওডিআই ব্যাটারদের তালিকায় শীর্ষস্থান ধরে রাখার সঙ্গে কেরিয়ারের সেরা ৮২৮ রেটিং পয়েন্টে পৌঁছে গিয়েছেন তিনি। দ্বিতীয় স্থানে থাকা অ্যাশলে গার্ডনারের (৭৩১ পয়েন্ট) থেকে প্রায় একশো পয়েন্টের ব্যবধানে এগিয়ে মান্ধানা। র‍্যাংকিংয়ে ভারতীয়দের মধ্যে প্রতীকা রাওয়াল ও জেমিমা রডরিগেজের উন্নতি হয়েছে। প্রতীকা ১২ ধাপ এগিয়ে ৫৬৪ পয়েন্ট নিয়ে ২৭ তম স্থানে রয়েছেন। জেমিমা ৫৯৬ পয়েন্ট নিয়ে আট ধাপ এগিয়ে ১৯ নম্বরে উঠে এসেছেন।

বিশ্বকাপে চোখ মেসির, কাঁটা ফিটনেস

ফ্লোরিডা, ২৮ অক্টোবর : অবসর জল্পনায় আপাতত ইতি টানলেন লিওনেল মেসি!

২০২৬ বিশ্বকাপে কি খেলবেন? বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পর থেকে বিভিন্ন সময় এই প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয়েছে মেসিকে। আর ২৬'-এর বিশ্বকাপ যত এগিয়ে আসছে এই নিয়ে তাঁর অনুরাগীদের মধ্যে কৌতূহলও ক্রমশ বাড়ছে। মেসি নিজে জানালেন, আরও একবার ফুটবলের বিশ্বযুদ্ধে মাঠে নামতে পারলে খুশিই হবেন তিনি। তবে আর্জেন্টাইন মহাতারকা এটাও বলেছেন, আসন্ন ফিফা বিশ্বকাপে তাঁর খেলা বা না খেলা নির্ভর করছে ফিটনেসের ওপর।

সম্প্রতি মেসি বলেছেন, 'আমি বিশ্বকাপে খেলতে চাই। জাতীয় দলের সাফল্যে আবারও অবদান রাখতে পারলে খুশি হব। তবে আগামী বছর ইন্টার মায়ামির হয়ে প্রাক মরশুম প্রস্তুতি শুরু করার পর দেখব আমি একশো শতাংশ ফিট কি না। তারপর নিজেকে জাতীয় দলের জন্য যোগ্য মনে করলে খেলার সিদ্ধান্ত নেব।'

আজ আগরতলা যাচ্ছে বাংলা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৮ অক্টোবর : আকাশ দীপ নেই। নেই অধিনায়ক অভিমন্যু ঈশ্বরণও। দুইজনই ভারতীয় 'এ' দলের হয়ে খেলতে যাচ্ছেন বেঙ্গালুরু। গুজরাট ম্যাচে পাওয়া চোটের কারণে ওপেনার সুদীপ চট্টোপাধ্যায় দলের বাইরে। এই তিন ক্রিকেটারের বদলি হিসেবে ত্রিপুরা ও রেলওয়েজের বিরুদ্ধে আসন্ন দুই অ্যাওয়ে ম্যাচের দল ঘোষণা হয়ে গেল আজ সন্ধ্যায়। আকাশদের বদলি হিসেবে দলে সুযোগ পেয়েছেন আদিত্য পুরোহিত, শুভম চট্টোপাধ্যায় ও মহম্মদ কাইফ। বুধবার দুপুরের বিমানে কলকাতা থেকে আগরতলা উড়ে যাচ্ছে বাংলা দল। ১ অক্টোবর থেকে আগরতলার মাঠে বাংলা বনাম ত্রিপুরার ম্যাচ রয়েছে। এদিকে, আজ রাতের বিমানে কলকাতা থেকে নিজের বাড়ির পথে রওনা হয়ে গেলেন মহম্মদ সামি। জানা গিয়েছে, ৩১ অক্টোবর সরাসরি আগরতলায় দলের সঙ্গে যোগ দেবেন সামি।

সৌরভরা আইনের উর্ধ্বে ছিল! অভিযোগ ব্রডের

লন্ডন, ২৮ অক্টোবর : ক্রিকেট আইনের উর্ধ্বে ছিলেন সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়।

ভারতীয় দলও। নিয়ম ভাঙলেও শাস্তি দেওয়ার উপায় ছিল না! ওপর থেকে কড়া নির্দেশ আসত সবসময়। এমনই চাঞ্চল্যকর দাবি স্টুয়ার্ট ব্রডের বাবা প্রাক্তন ক্রিকেটার এবং ম্যাচ রেফারি ক্রিস ব্রডের। ব্রডের অভিযোগ, মন্থর ওভার রেটের বদভ্যাস ছিল সৌরভের ভারতীয় দলের। ৩-৪ ওভার কম হলেও ম্যাচ রেফারিদের হাত-পা বাঁধা থাকত।

নির্দেশ আসত, জরিমানা করা যাবে না। একবার নয়, সৌরভের ভারতীয় দলকে নিয়ে একাধিকবার এমন অভিজ্ঞতা নাকি হয়েছে ক্রিসের। ২০০৩ থেকে ২০২৪, ১২৩টি টেস্ট, ৩৬১টি ওডিআই, ১৩৮টি টি২০ ম্যাচে আইসিসি-র ম্যাচ রেফারির গুরুভার সামলেছেন। সেই ব্রড এক সাক্ষাৎকারে এরকম চাঞ্চল্যকর দাবি করেছেন।

ব্রডের অভিযোগ, একটি ম্যাচের শেষে ওভার রেটে ভারত ৩-৪ ওভার পিছিয়ে ছিল। যা জরিমানা যোগ্য। যদিও ওপর থেকে ফোন আসে। বলা হল, সামান্য বিষয়। ক্ষমার চোখে দেখতে হবে। জরিমানার দরকার নেই। বাধ্য হয়ে তাই করেন। পরবর্তী সময়ে ভুলের পুনরাবৃত্তি। সৌরভের মধ্যেও ভুল সংশোধনের তাগিদ দেখতে পাননি। এবারও ফোন। আবারও একই নির্দেশ।

এক সুরে সমর্থন গ্রেগ চ্যাপেলের

ব্রডের যে অভিযোগকে কার্যত সমর্থন করেছেন গ্রেগ চ্যাপেলও। ভারতীয় দলের কোচ থাকাকালীন সৌরভের সঙ্গে গ্রেগের সংঘাত টলিয়ে দিয়েছিল ভারত তথা বিশ্ব ক্রিকেটকে। মাঝে কয়েক দশক কেটে গেলেও সৌরভ-বিরোধিতায় নিজেকে এতটুকু বদলাননি। ব্রডের সুরেই গ্রেগের দাবি, শ্রীলঙ্কা সফরের আগে জগমোহন ডালমিয়া নাকি প্রকারান্তরে চাপ দিয়েছিলেন সৌরভের নির্বাসন শাস্তি কমাতে।

গুরু গ্রেগ বলেছেন, 'আমি তখন কোচের দায়িত্বে। সৌরভ যাতে শ্রীলঙ্কা সফরে শুরু থেকে খেলতে পারে, তাই ওর নির্বাসন কমানোর কথা তোলেন ডালমিয়া। আমি না বলেছিলাম। চাইনি, নিয়ম ভাঙতে। শেষপর্যন্ত তা ডালমিয়া মেনেও নেন।' ২০০৫ সালের এপ্রিলে ভারত-পাকিস্তান সিরিজে বারবার নিয়ম ভাঙার ফলে একাধিক ম্যাচে নির্বাসিত হয়েছিলেন সৌরভ।

২১ জনকে নিয়ে গোয়ায় মহমেডান

কলকাতা, ২৮ অক্টোবর : সব মিলিয়ে ২১ ফুটবলারকে নিয়ে সুপার কাপের প্রস্তুতি শুরু করেছিল মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব। কিন্তু এর মধ্যে ৫ ফুটবলারের সঙ্গে পেশাদার চুক্তি না থাকায় তাদের সুপার কাপে খেলাতে পারবে না তারা। ফলে ভাঙা দল নিয়ে নামবে তারা। তবে অনুশীলনে ফুটবলারের ঘাটতি মেটাতে ২১ ফুটবলার নিয়েই বুধবার গোয়া যাচ্ছে মহমেডান।

বদলা নিয়েও নিরুত্তাপ গুকেশ

সেন্ট লুইস, ২৮ অক্টোবর : হিকারু নাকামুরাকে হারিয়ে জবাব দিলেন ডোম্মারাজু গুকেশ। কথায় নয়, আচরণে।

কয়েক সপ্তাহ আগে মার্কিন মুলুকে একটি প্রদর্শনী ইভেন্টে গুকেশকে পরাস্ত করেন নাকামুরা। জয়ের পর গুকেশের 'কিং' তুলে দর্শকদের দিকে ছুড়ে দেন তিনি। নাকামুরার এহেন আচরণে সমালোচনার ঝড় ওঠে বিশ্বজুড়ে। মাস ঘোরার আগেই সেন্ট লুইস চেস ক্লাবে অনুষ্ঠিত 'ক্লাচ চেস চ্যাম্পিয়নশিপ'-এর র‍্যাপিড ফরম্যাটে দ্বিতীয় রাউন্ডের প্রথম গেমে সেই নাকামুরাকেই পরাস্ত করলেন গুকেশ।

মার্কিন দাবাড়ুর বিরুদ্ধে প্রতিশোধের ম্যাচে জয়ের পরও নিরুত্তাপ ভারতীয় গ্র্যান্ড মাস্টার। স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতেই ম্যাচ শেষে নাকামুরার সঙ্গে হাত মিলিয়ে বোর্ড গুছিয়ে রাখলেন ডোম্মারাজু। যা গোটা বিশ্বের মন জয় করে নিয়েছে। ভারতের বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন দাবাড়ুর অনুরাগীরা বলছেন, 'নিজের আচরণেই নাকামুরাকে জবাব দিলেন গুকেশ।'

ডেম্পোর সঙ্গে ড্র করে চাপে বাগান

মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট-০
ডেম্পো স্পোর্টস ক্লাব-০

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

মারগাঁও, ২৮ অক্টোবর : সুপার কাপই একমাত্র টুর্নামেন্ট যা এখনও জেতেনি মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট।

এদিন যেভাবে বিশ্রি খেলে ডেম্পো স্পোর্টস ক্লাবের বিপক্ষে গোলশূন্য ড্র করল হোসে ফ্রান্সিসকো মোলিনার দল তাতে কিন্তু মনে হচ্ছে, এবারও এই ট্রফিটা অধরাই থেকে গেল। বিদেশিহীন একটা আই লিগের দলের বিপক্ষে তারকাখচিত দেশের অন্যতম সেরা ক্লাবের এদিনের পারফরমেন্স লজ্জার। প্রথম একাদশে মাত্র তিন ফুটবলারকে বাদ দিয়ে গোটা দলটা বদলে দেন মোহনবাগান কোচ। কে বলেছিল তাঁকে মাত্র তিনজন টম অ্যালড্রেড, সাহাল আব্দুল সামাদ ও বিশাল কেইথকে রেখে বাকি দলটাই বদলে দিতে? পরে লিস্টন কোলাসো আর শুভাশিস বসু ছাড়া প্রায় সবাইকেই নামাতে হয়। বহুদিন পর প্রথম একাদশে দিমিত্রিস পেত্রাতোস। তাঁকে গোটা মাঠজুড়ে খেলার স্বাধীনতা দেন মোলিনা। কিন্তু ফিটনেসের অভাবে ২০ গড়াতেই দম শেষ। আরও খারাপ অবস্থা জেসন কামিন্সের। তিনি তো বলের কাছেই পৌঁছতে পারছিলেন না। ফলে বিরতির পরই তাঁকে বসিয়ে জেমি ম্যাকলারেনকে নামাতে হয়। কোলাসোকে এদিন বেঞ্চেও রাখেননি কোচ।

প্রথমার্ধে মোহনবাগানের মাত্র দুইটি সুযোগ। ২৫ মিনিটে কামিন্সের শট দ্বিতীয় পোস্টে কোণাকুণি শট নিলে গোলকিপার হাত লাগিয়ে বলের গতিপথ পরিবর্তন করে দেন। আর ৩৬ মিনিটে রবসন রোবিনহোর ক্রস থেকে আশিস রাইয়ের হেড গোলকিপারের হাতে। এছাড়া প্রথমার্ধের পুরো সময়টা তো ডেম্পোর বাচ্চা বাচ্চা ছেলেরা দাপিয়ে খেললেন। ইস্টবেঙ্গলের বিরুদ্ধে ড্র যে ফ্লুক ছিল না, সেটা এদিনও বোঝালেন সমীর নায়েক ব্রিগেড। তাদের জেদ, গতি ও লড়াই তারিফযোগ্য। ডেম্পোর আক্রমণের সামনে টম অ্যালড্রেড ও দীপেন্দু বিশ্বাসকে এতটাই অসহায় লেগেছে যে বিরতির পরই তাঁদের তুলে আলবার্তো রডরিগেজ ও মেহতাব সিংকে নামিয়ে দেন মোলিনা। একটা সময়ে দীপক টাংরি-অভিষেক সূর্যবংশীদের মাঝমাঠকে রীতিমতো নাচাচ্ছিলেন অময় মোরাজকার-অ্যারিস্টন কোস্তারা।

একটা সময় খানিকটা কর্তৃত্ব ফিরে পেলেও বিশেষ লাভ হয়নি। ডেম্পোও তখন ডিফেন্সে পায়ের জঙ্গল বানিয়ে গোলমুখ বন্ধ করে দেয়। এই সময়ে রবসন অন্তত দুইজন ডিফেন্ডারকে ড্রিবল করে ঠিকঠাক একটা শট নিলেও আশিস সিবিকে পরাস্ত করতে পারেননি। এদিন খুব ভালো খেললেন ডেম্পো গোলকিপার। ডেম্পোর ফুটবলাররা অসম্ভব ক্লোজ মার্কিংয়ে রাখছিলেন বাগানের প্লে-মেকারদের। যার জবাব ছিল না মোলিনার ঝুলিতে। শেষদিকে একটা নিশ্চিত গোল বাঁচান বিশালও। নাহলে এদিন পুরো পয়েন্ট নিয়ে মাঠ ছাড়ার কথা ডেম্পোরই।

এদিন মোহনবাগান এরকমই খেললে ডার্বি বার করা কঠিন। এমনিতেই এদিন চার গোলে জিতে গোলপার্থক্য বাড়িয়ে রেখেছে ইস্টবেঙ্গল। তাদের খেলায় অনেকবেশি সদর্থক মানসিকতা ছিল। এই পরিস্থিতিতে ৩১ তারিখ জিতলে তো বটেই সরাসরি, ড্র করলেও সম্ভাবনা বেশি থাকবে ইস্টবেঙ্গলের। ওইদিন যদি প্রথম ম্যাচে চেন্নাইয়ান এফসি-কে বড় ব্যবধানে হারায় ডেম্পো ও ডার্বি ড্র হয় তাহলে সুযোগ তাদেরও থাকবে। অর্থাৎ যে কোনও পরিস্থিতিতে সেমিফাইনালে যেতে জিততে হবে মোহনবাগানকে।

মোহনবাগান ঃ বিশাল, আশিস, টম (আলবার্তো), দীপেন্দু (মেহতাব), অভিষেক (আপুইয়া), সাহাল, অভিষেক, টাংরি, রবসন (মনবীর), পেত্রাতোস ও কামিন্স (ম্যাকলারেন)।

ডেম্পোর ডিফেন্সে এভাবেই বারবার আটকে গেলেন দিমিত্রিস পেত্রাতোসরা।

জমে গেল সুপার কাপের ডার্বি

দুরন্ত মহেশ, জয় ইস্টবেঙ্গলের

ইস্টবেঙ্গল-৪
(কেভিন, বিপিন ২ ও হিরোশি-পেনাল্টি)
চেন্নাইয়ান এফসি-০

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

ব্যাম্বোলিম, ২৮ অক্টোবর : খেলা শুরুর আগে এক সাংবাদিক বলছিলেন, ক্লিফোর্ড মিরান্ডা ভালো কোচ। সমস্যা হল, একজন কোচ ততটাই ভালো যতটা তাঁর দল।

ইস্টবেঙ্গল এবার আগের তুলনায় অনেকটা গোছানো। কিছু ফুটবলার আছেন যাঁরা ম্যাচের রং সময় সময় বদলে দিতে পারেন। আরও সঠিকভাবে বললে যেদিন নাওরেম মহেশ সিং ফর্মে থাকেন, সেদিন ইস্টবেঙ্গলের খেলার মান এক আলাদা উচ্চতায় ওঠে। এদিন যেটা হল। বলা যেতে পারে, তাঁর দাপটেই প্রথম ৪৫ মিনিটেই ইস্টবেঙ্গল ৩-০ গোলে এগিয়ে যায়। প্রতিটি গোলের বলই তাঁর বাড়ানো। সেখানে চেন্নাইয়ান এফসি দলটাকে ক্লিফোর্ড চালাচ্ছেন ঢাল-তলোয়ারহীন নিধিরাম সর্দারের মতো। অবাক লাগে ইরফান ইয়াদওয়াদ-ফারুখ চৌধুরীরা এখন ভারতীয় দলের প্রধান স্ট্রাইকিং লাইন! এঁরা সুযোগ পান কিন্তু ডেভিড লালহালানসাঙ্গা সুযোগ পান না একটাই কারণে, ক্লাব দলে তিনি নিয়মিত নন বলে। তাঁকে অস্কার ব্রুজোঁ ব্যবহারই করেন না। অথচ এই ইরফান, ফারুখদের ক্লাব দলে নিয়মিত খেলেও কোনও উন্নতি নেই।

এদিন ইস্টবেঙ্গল কোচ দলে দুইটি পরিবর্তন আনেন। জাপানি হিরোশি ইবুসুকির জায়গায় মিগুয়েল ফিগুয়েরা ও গোলে দেবজিৎ মজুমদারের পরিবর্তে প্রভসুখান সিং গিল। যাঁদের প্রথম ম্যাচেও খেলানো উচিত ছিল। এই দুই সংযুক্তিতেই দলের খেলার মান এক ধাক্কায় অনেকটা উপরে উঠে যায়। পিছনে গিল থাকায় অনেক বেশি আত্মবিশ্বাসী লেগেছে আনোয়ার আলি-মহম্মদ রাকিপদের। ডিফেন্স নিয়ে চিন্তা না থাকায় আক্রমণে ঝাঁঝ ছিল অনেক বেশি। যদিও মিগুয়েল এবং সাউল ক্রেসপোকে এদিন তুলনায় কিছুটা ম্রিয়মাণ লেগেছে। প্রথমদিকটা চেন্নাইয়ান ছোট মাঠ বলেই খানিকটা ডিফেন্সে জঙ্গল তৈরি করে আটকে রাখতে পেরেছিল। কিন্তু সমস্যা হল, ডিফেন্সিভ ফুটবলে বেশিক্ষণ আটকে রাখা কঠিন। তাছাড়া প্রীতম কোটাল তাঁর নিজের সেরা সময় পেরিয়ে এসেছেন। জিতেন্দার সিং, রাজ বাসফোররা আহামরি নন। ফলে ৩৫ মিনিটে গোল মুখ খুলতেই যাবতীয় প্রতিরোধ শেষ চেন্নাইয়ানের। এদিনের হারে সুপার কাপ থেকে বিদায় নিল ক্লিফোর্ডের দল। শেষ গোল পেনাল্টি থেকে করেন ইবুসুকি। সংযুক্তি সময়ে পরিবর্ত এডমুন্ড লালরিনডিকাকে বক্সের মধ্যে ফেলে দেওয়ায় পেনাল্টি পায় ইস্টবেঙ্গল।

বিপিন সিংকে ফাউল করলে বক্সের ঠিক বাইরে বাঁদিক বরাবরা ফ্রি কিক পায় ইস্টবেঙ্গল। মহেশের ফ্রি কিক থেকে একাধিক ডিফেন্ডারের মাথার উপর দিয়ে হেডে গোল করে যান কেভিন সিবিলে। ঠিক চার মিনিটের মধ্যে দ্বিতীয় গোল। এবারও বিপিনের গোলে ক্রস মহেশের। তিন নম্বর গোলটার সময়ে মহেশের থ্রু ধরে বিপিন একা টেনে নিয়ে গিয়ে ৩-০ করেন। ম্যাচের মাত্র ২ মিনিটে চেন্নাইয়ানের একটাই শট ছিল। ইরফানের সেই শট দুর্দান্ত সেভ করেন গিল।

বেঁচে গেলেন অস্কার। এখনই তাঁকে নিয়ে আর কোনও প্রশ্ন উঠছে না। এদিন ইস্টবেঙ্গলের জয়ে জমে গেল কলকাতা ডার্বিও। আগামী শুক্রবার সপ্তাহান্তের ছুটি কাটাতে তাহলে কি গোয়ার উদ্দেশে পাড়ি দেবে তামাম বঙ্গ ফুটবল সমাজ?

ইস্টবেঙ্গল ঃ প্রভসুখান, রাকিপ (নুঙ্গা), আনোয়ার (জিকসন), কেভিন, জয়, মহেশ (এডমুন্ড), রশিদ, সাউল, বিপিন (বিষ্ণু), মিগুয়েল ও হামিদ (হিরোশি)।

জোড়া গোলের নায়ক বিপিন সিংকে ঘিরে উল্লাস হামিদ আহদাদ, কেভিন সিবিলেদের।

ট্রফি নিচ্ছে বুড়িরজোত উজ্জ্বল সংঘ। ছবি : অমিতকুমার রায়

চ্যাম্পিয়ন উজ্জ্বল সংঘ

হলদিবাড়ি, ২৮ অক্টোবর : পয়ামারি এমআরএস ক্লাবের ফুটবলে চ্যাম্পিয়ন হল বুড়িরজোত উজ্জ্বল সংঘ। ফাইনালে তারা টাইব্রেকারে ৩-২ গোলে আয়োজকদের হারিয়েছে। নির্ধারিত সময়ে ম্যাচ গোলশূন্য ছিল। পুরস্কার তুলে দেন তৃণমূলের ব্লক সভাপতি মানস রায় বসুনিয়া, হলদিবাড়ি থানার আইসি কাশ্যপ রাই প্রমুখ।

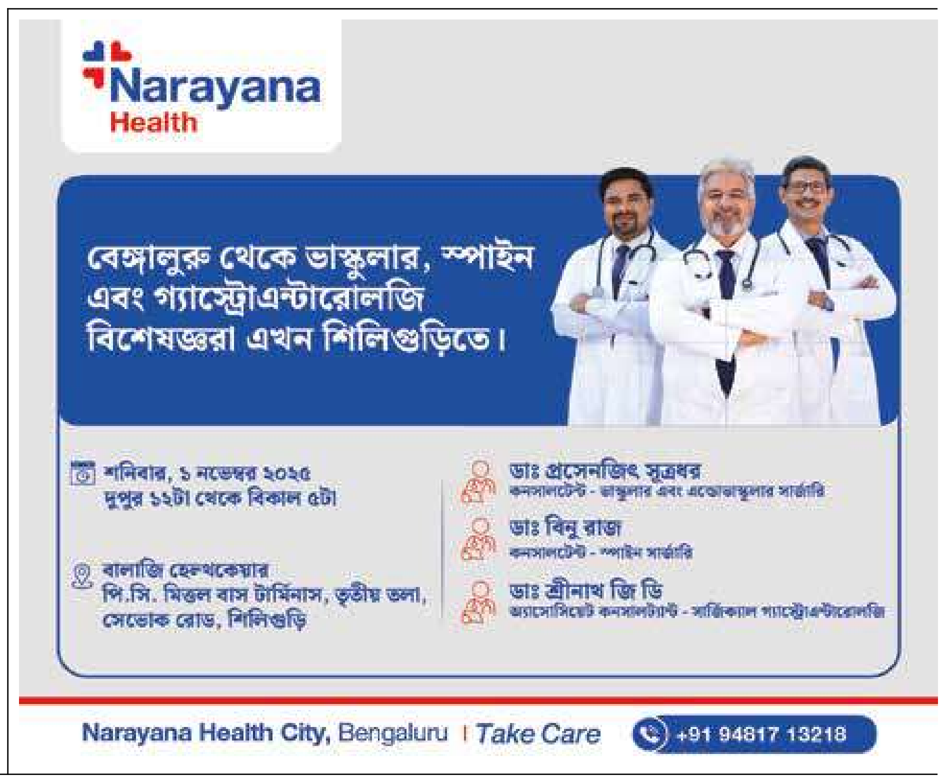

উরুগুয়ে থেকে মুম্বইয়ে বিজয়

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

মারগাঁও, ২৮ অক্টোবর : চেহারা, কথাবার্তা, চলনে-বলন বেশ নজরকাড়া! কিন্তু স্রেফ ভাষা সমস্যাই হয়ে দাঁড়াল স্বপ্নপূরণে বাধা।

বিজয় ছেত্রী, মণিপুরি ডিফেন্ডার, যাঁকে উরুগুয়ের নীচের ডিভিশন লিগে দেখার কথা ছিল, তাঁকেই সোমবার মুম্বই সিটি এফসি-র জার্সি গায়ে ফতোরদার মাঠে দেখা গেল। উরুগুয়ের সেগুন্দা (দ্বিতীয়) ডিভিশন ক্লাব কোলোন এফসির সঙ্গে এই বছর মে মাসে চুক্তিবদ্ধ হন বিজয়। গত মরশুমে চেন্নাইয়ান এফসি-তে খেলার সময়েই তাঁকে লোনে নেয় এই ক্লাব। সেসময় মাত্র একটা ম্যাচই কোলোনের হয়ে খেলার সুযোগ পান বিজয়। এরপর এই মরশুমের শুরুতে তাঁর সঙ্গে পূর্ণ চুক্তি করে এই ক্লাব। স্বাভাবিকভাবেই যা ছিল ভারতীয় ফুটবলের জন্য বড় খবর। রোমিও ফার্নান্ডেজের পর তিনি দ্বিতীয় ফুটবলার যাঁকে কোনও লাতিন আমেরিকান ক্লাব দলে নেয়। সবমিলিয়ে ৯ মাস ওদেশে ছিলেন বিজয়। কেন ফিরে এলেন? স্পোর্টিং ক্লাব দিল্লি বনাম মুম্বই সিটির ম্যাচের পর মিক্সড জোনে দাঁড়িয়ে এই মণিপুরির বক্তব্য, 'আসলে ওখানে অসম্ভব ভাষা সমস্যা হচ্ছিল। না ওদের কথা আমি বুঝতে পারি, না ওরা আমার কথা।' এবং সেই কারণেই যে তিনি বেশি ম্যাচ খেলার সুযোগ পাননি সেই কথাও বলেছেন, 'কোচ আমাকে শুধু এই ভাষা সমস্যার জন্যই বেশি ম্যাচ খেলাতেন না। সম্ভবত আমি সতীর্থদের সঙ্গে ঠিকঠাক বোঝাপড়া তৈরি করতে পারব না ভেবেই এই সিদ্ধান্ত ছিল তাঁর।' এরপরেই তিনি সিদ্ধান্ত নেন ফিরে আসার। শেখার আগ্রহ থেকেই গিয়েছিলেন ওদেশে। বিজয়ের বক্তব্য, 'আমি নিজেকে ফুটবলার হিসাবে আরও উন্নত করতেই উরুগুয়েতে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিই। সবই ঠিকঠাক ছিল। আমি প্রচুর পরিশ্রম করতাম অনুশীলনে। নতুন অনেককিছু শিখেছি। স্কোয়াডেও থাকতাম প্রায় প্রতি ম্যাচে কিন্তু খেলার সুযোগ সেভাবে হচ্ছিল না যোগাযোগ ও বোঝাপড়া গড়ে না ওঠায়। তাছাড়া সেন্টার ব্যাক এমনই পজিশন যেখানে চট করে অন্যকে সরিয়ে দলে ঢোকা কঠিন হয়ে পড়ে। তাই ঠিক করি যে দেশে ফিরে আসব।'

সমস্যা হয়েছিল ভাষা

নতুন কী শিখলেন জানতে চাইলে বিজয়ের জবাব, 'ওদেশের ফুটবল খুব দ্রুতগতির ও ওরা শরীরী ফুটবল খেলে। তাছাড়া পরিকাঠামোও অনেক ভালো। তবে টাকাপয়সা যদি বলেন তাহলে নীচের ডিভিশনগুলোর সঙ্গে আমাদের খুব একটা পার্থক্য নেই। হ্যাঁ, যারা প্রিমিয়ার ডিভিশনে খেলে, তাঁদের টাকাপয়সা তো অনেকই বেশি। কারণ ওরা তো একটা বিশ্বকাপ খেলা দেশ।' আর এই রকম একটা দেশে প্রায় মাস ৯-১০ কাটিয়ে এসে কীভাবে টাফ ফুটবল খেলতে হয় সেটা শিখেছেন। অনেক বেশি মানসিকভাবে পেশাদার হয়েছেন বলে নিজেই মনে করেন। সুনীল ছেত্রী স্পোর্টিং লিসবনে খেলতে গিয়েছিলেন। আগেই দেশের অন্যতম সেরা ছিলেন। কিন্তু ওদেশ থেকে ফিরে আসার পর আরও ঝলমলে হয়ে ওঠেন সুনীল। বিজয়ও মনে করেন, 'সুযোগ পেলে বিদেশে যাওয়া উচিত। কিন্তু ওখানে টিকে থাকতে গেলে সমস্যার সঙ্গে লড়তে হবে। আমাদের দেশে আমরা অনেক বেশি আরামে থাকি। সেসব বিদেশে খেলতে গেলে পাওয়া যাবে না। এমনকি টাকাপয়সাও আই লিগের ক্লাবগুলোর মতো কী তার থেকেও কম। তবে হ্যাঁ, শেখার এবং জানার সুযোগ অনেক বেশি।'

চেন্নাই থেকে মন্টেভিডিও হয়ে ফের মুম্বইয়ে ফিরে আসার তাঁর যে গল্পটা রূপকথার নয়। কিন্তু এখান থেকেই প্রতিকূলতার সঙ্গে লড়াইয়ের শিক্ষাটা নিন ভবিষ্যৎ ফুটবলাররা।

মুম্বই সিটি এফসি-র হয়ে সুপার কাপে খেলছেন মণিপুরের ডিফেন্ডার বিজয় ছেত্রী।

> কোচ আমাকে শুধু এই ভাষা সমস্যার জন্যই বেশি ম্যাচ খেলাতেন না। সম্ভবত আমি সতীর্থদের সঙ্গে ঠিকঠাক বোঝাপড়া তৈরি করতে পারব না ভেবেই এই সিদ্ধান্ত ছিল তাঁর।
>
> **বিজয় ছেত্রী**

ট্রফি নিয়ে উল্লাস কালীরহাট একাদশের। ছবি : প্রতাপকুমার ঝা

চ্যাম্পিয়ন কালীরহাট একাদশ

জামালদহ, ২৮ অক্টোবর : জামালদহ লাল স্কুল স্পোর্টস অ্যাকাডেমির ৮ দলীয় ফুটবলে চ্যাম্পিয়ন হল উছলপুকুরি কালীরহাট ফুটবল একাদশ। মঙ্গলবার ফাইনালে তারা ১-০ গোলে মাঝিরবাড়ি ফুটবল একাদশকে হারিয়েছে। ফাইনালের সেরা কালীরহাটের অমর বর্মন। সেরা গোলকিপার মাঝিরবাড়ির শংকর বর্মন।

বক্সিগঞ্জ মহিলা ফুটবল শুরু আজ

হলদিবাড়ি, ২৮ অক্টোবর : বক্সিগঞ্জ বসরাজবালা ভিওয়াইএস ক্লাব অ্যান্ড পাঠাগারের ৪ দলীয় বক্সিগঞ্জ মহিলা ফুটবল বুধবার শুরু হবে। ক্লাবের মাঠে উদ্বোধনী ম্যাচে খেলবে গ্রিন জলপাইগুড়ি ও মাল ডুয়ার্স। বাকি দুইটি দল মাথাভাঙ্গা মহকুমা ক্রীড়া সংস্থা ও ভোরের আলো কাঠামবাড়ি রিক্রিয়েশন ক্লাব।